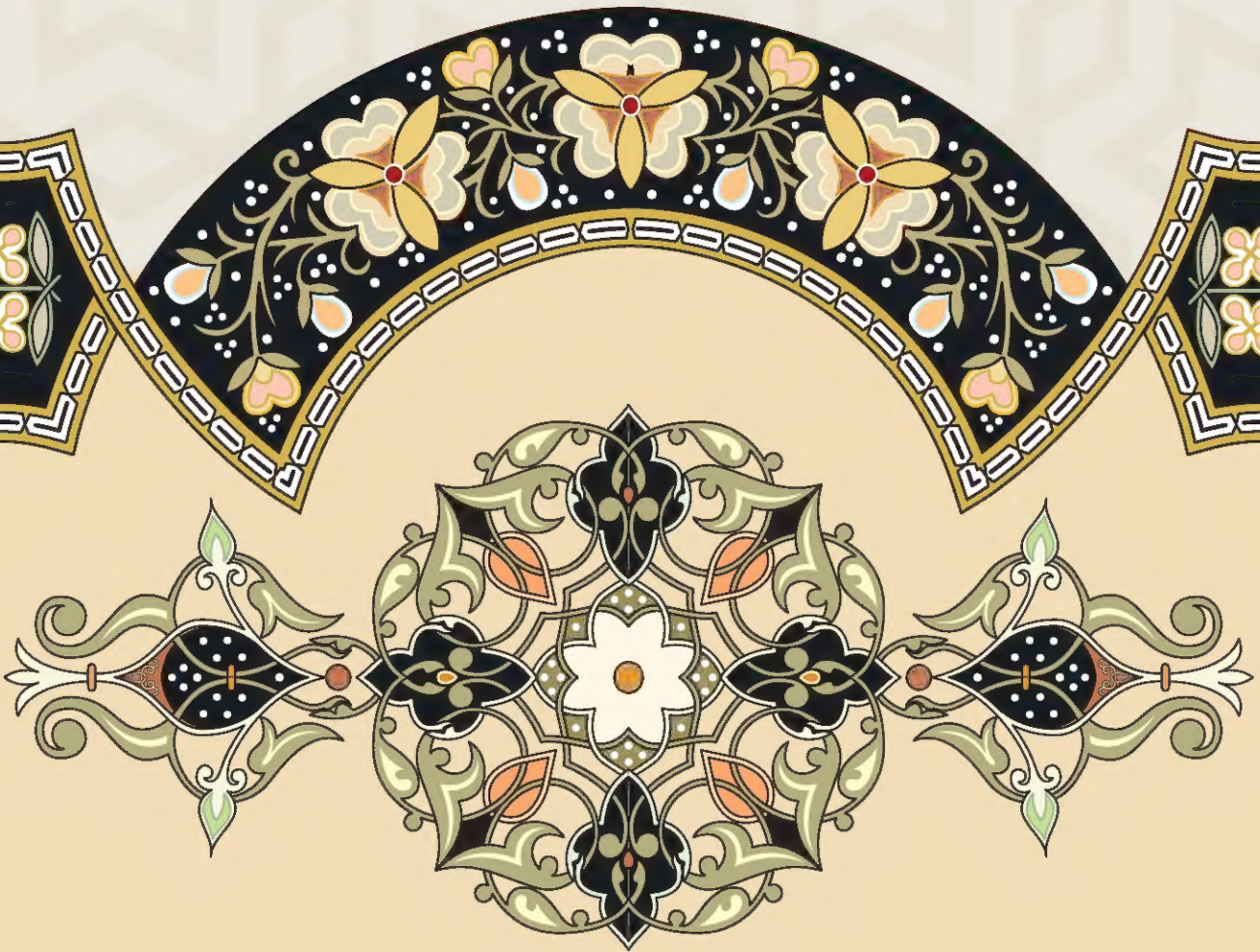


الإمام الأعظم أبو حنيفة  
وعلم الحديث

ইমাম আযম আবু হানীফা  
ও ইলমু হাদীস



محمد عبد الاول هلال

মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল

ইমাম আযম আবু হানীফা  
রাহিমাহুল্লাহ  
ও ইলমে হাদীস



الإمام الأعظم أبو حنيفة  
وعلم الحديث

ইমাম আযম আবু হানীফা  
রাহিমাহুল্লাহ  
ও ইলমে হাদীস

محمد عبد الاول هلال  
মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল



আল হাবীব ফাউন্ডেশন



ইমাম আযম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ও ইলমে হাদীস  
মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১১, যিলহজ্জ ১৪৩২

দ্বিতীয় প্রকাশ (পরিমার্জিত) : মে ২০১৭, শাবান ১৪৩৮

প্রকাশনায়

আল হাবীব ফাউন্ডেশন

ডাক : থানাবাজার-৩১৯০, উপজেলা : জকিগন্জ, জেলা : সিলেট।

ফোন : ০১৭৫১৬৯৮৯৫, ০১৭১৫৫৭৫০

www.alhabibfoundation.com

কপিরাইট

নাবীলা, নাফীসা, নাসীমা, আলাওয়ী

পরিবেশক

নুমানিয়া লাইব্রেরী

সাইমুন লাইব্রেরী

হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট

সুবহানীঘাট, সিলেট

মোবাইল : ০১৭১৫-০৯৫৪৯৪১

মোবাইল : ০১৭১৯ ৪২৮০৬৯

কম্পোজ

আর্টিস্টিক, ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ

মোঃ ওবাইদুল হক

মুদ্রণ

প্রিন্ট ওয়ান

মূল্য

কার্ড বাঁধাই : ২৫০.০০ টাকা

জেল বাঁধাই : ৩০০.০০ টাকা

---

Imam Azam Abu Hanifa O Ilme-e-Hadis  
(Imam Azam Abu Hanifa and Ilm al Hadis)  
by Muhammad Abdul Awal Helal  
2nd Edition: May 2017, Al Habib Foundation  
Card Binding : £3  
Gel Binding : £5  
ISBN 978-0-9573222-1-9

উৎসর্গ

দাদা

মাওলানা মুমতায় আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি,  
যার ঐকান্তিক কামনা ছিলো তাঁর বংশে যেনো  
ইসলামি শিক্ষা চলমান থাকে।



## লেখকের নিবেদন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. الذي جعل العلماء ورثة النبيين. وخص منهم الائمة  
المجتهدين. والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين. وعلى اله  
وصحبه ومن تبعهم اجمعين.

সেই মহান সত্ত্বার লাখো কোটি শুকরিয়া যিনি অধমকে ইমাম আযম আবু হানীফা রাহিমাল্লাহ সম্পর্কে কিছু লিখার তাওফিক দিয়েছেন। মূলতঃ এরকম একটি বই লেখার চিন্তাও মাথায় আনা আমার মতো মানুষের সাধ্যসীমার মধ্যে ছিলো না। কিন্তু ওয়ালিদ কিবলার দোয়া এবং ইমাম আযমের রুহানী তাওয়াজ্জুহ'র বরকতে আল্লাহ পাক আমাকে দিয়ে সেই কাজ করিয়েছেন।

প্রথম দফা আব্বার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীসের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয় সিলেট শহরের সুবহানীঘাটস্থ হাজী নওয়াব আলী জামে মসজিদে, ১৯৮৫ সালে। দ্বিতীয় দফা অনুষ্ঠিত হয়েছে ইছামতি আলিয়া মাদরাসা মসজিদে, ২০০৬ সালে। তৃতীয় দফা আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীসের সনদ বিতরণ করা হয় ৩১ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে, সুবহানীঘাট হযরত শাহজালাল দারুস সুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা মাঠে। ২০০৭ সালের মাঝামাঝি আব্বার হুকুম তামিল করতে গিয়ে ইমাম আবু হানীফা ও ইলমে হাদীস শীর্ষক প্রবন্ধ লেখায় হাত দিই। সনদ বিতরণ উপলক্ষে প্রচারিত আহবাব নামক সাময়িকীতে তেইশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ পড়ে অনেক উলামা এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বই লেখায় উৎসাহিত করেন। ইতোমধ্যে আমার পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান সাহেবের উদ্যোগে এ প্রবন্ধ পাঁচ কিস্তিতে (মার্চ-এপ্রিল, ২০০৮) দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়। ইনকিলাবে ধারাবাহিক প্রকাশিত লেখাটি পড়ে বিভিন্ন স্থান থেকে উলামায়ে কিরাম এবং সাধারণ পাঠক টেলিফোনে আমাকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেন। এরই মাঝে আব্বা এবং খান সাহেব হুজুর আমাকে বই লেখার তাগিদ দিতে থাকেন। তাঁদের সন্নেহ তাগাদা এবং দিক নির্দেশনায় বই লেখার জন্য মনের দিক থেকে প্রস্তুত হই। প্রথমেই ঐ বিষয়ে আরো বই কিতাব সংগ্রহ শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ! অল্প সময়ে অনেক দুস্তাপ্য কিতাব হাতে এসে যায়। প্রতিটি কিতাব আদ্যোপান্ত পড়া এবং লেখার জন্য প্রয়োজনীয় অংশ মার্ক করে রাখা ইত্যাদিতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়।

এ পর্যায়ে আমি পরম কৃতজ্ঞতার সাথে দু'জন মানুষের কথা উল্লেখ করতে চাই। প্রথম জন আমার সহধর্মিণী। প্রবাস জীবনে সম্পূর্ণ একা তিনটি অবুঝ শিশুকে (নাবিলা, নাসিমা, নাসিমা) সামলিয়ে সংসারের প্রাত্যহিক কাজকর্ম ঠিক মতো সম্পাদন করতঃ কোন অভিযোগ ছাড়াই আমাকে রাতের পর রাত পড়া এবং লেখার সুযোগ করে দেয়া সত্যি বিরাট ব্যাপার। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমি তার প্রতি অবিচার করছি। আল্লাহ পাক যেনো ইমাম আযমের



উসিলায় তাকে উত্তম বদলা দান করেন। দ্বিতীয় জন লন্ডনস্থ দারুল হাদীস লতিফিয়ার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা শিহাবুদ্দীন গোটারগ্রামী। যখনই কোনো কিতাবের মূল পাঠ বুঝতে সমস্যা হয়েছে তখনই তাঁর দ্বারস্থ হয়েছি। কখনোবা মাদরাসায় ক্লাসের ফাঁকে, কখনো তাঁর ঘরে, কখনো টেলিফোনে জিজ্ঞেস করেছি। সর্বাবস্থায় তিনি হাসিমুখে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। সত্যি বলতে কি- তিনি এভাবে উদার সহযোগিতা না দিলে কাজটি এগিয়ে নিতে প্রচণ্ড বেগ পেতে হতো। আল্লাহ্ পাক তাঁর ইল্ম ও তাকওয়ায় বরকত দান করুন। আরও চার জন মানুষকে স্মরণ করতেই হয়। তারা হচ্ছেন- কবি সাংবাদিক অগ্রজপ্রতিম জনাব আবদুল মুকিত মুখতার, কবি গল্পকার বন্ধু শামীম শাহান, মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন কালারুকী ও স্নেহভাজন মাওলানা মারুফ আহমদ। বইখানি কম্পোজ এবং ডিজাইন ইত্যাদিতে এ চার জনের পরিকল্পনা ঐ শ্রম ছিলো একমাত্র ভরসা।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলতে চাই যে, এ বইটি ইমাম আযমের ধারাবাহিক জীবনী নয়। ইলমে হাদীসের সাথে ইমাম আযমের কি সম্পর্ক সেটিই এ বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য। এছাড়া মাযহাব বিরোধী চক্র ইমাম আযম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করে সেগুলোর তথ্যভিত্তিক জবাব দেয়া হয়েছে এ বইয়ে। ইমাম আযমের উপর তাদের অভিযোগ অনেক। তবে আমরা মাত্র পাঁচটি অভিযোগ চিহ্নিত করে জবাব দিয়েছি। মূলতঃ এ পাঁচ বুনিয়াদী অভিযোগের উপর ভিত্তি করে বাকিগুলোর জন্ম। তাই এগুলোর প্রামাণ্য জবাব হয়ে গেলে বাকীগুলো আপনা থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। আশাকরি সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও পাঠক ঐ বিষয়ে দিক নির্দেশনা পেয়ে যাবেন। বইখানি পড়ে উৎসাহিত হয়ে ভবিষ্যতের কোনো গবেষক যদি মাতৃভাষায় এ বিষয়ে বিস্তারিত এবং পরিপূর্ণ গবেষণা কর্ম জাতিকে উপহার দেন, তবেই আমার শ্রমের স্বার্থকতা।

যাদের অমূল্য গ্রন্থাদি থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি তাঁরা প্রত্যেকেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দিকপাল হিসেবে বিবেচিত। আল্লাহ্ পাক যেনো তাঁদের দরজা বুলন্দ করেন। তাঁদের পথেই যেনো আমাদের পরিচালিত করেন। এটিইতো সিরাতে মুস্তাকীম।

শ্রদ্ধেয় পাঠক! যদি কোন ভ্রান্তি গোচরিভূত হয় দয়া করে জানান। পরবর্তীতে গুরুত্বের সাথে সংশোধন করা হবে। এ ছাড়া বইখানির ব্যাপারে যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। ধন্যবাদ সবাইকে।

**ইমাম আযমের রুহানী ফয়েয ভিখারী**

মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল

helal69@ymail.com

তারিখ : ১০ নভেম্বর ২০১১ ঈসায়ী, লন্ডন

গ্রাম : রারাই, ডাক : থানাবাজার ৩১৯০, উপজেলা : জকিগঞ্জ, জেলা : সিলেট

লেখকের পিতা, উস্তাযুল উলামা, কুদওয়াতুল ফুদালা  
শায়খুল হাদীস আল্লামা মোঃ হবিবুর রহমান দামাত বারাকাতুহু'র  
অভিমত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد

আলহামদুলিল্লাহ! মুহতারাম আসাতেযায়ে কিরাম, পীর ও মুরশিদ এবং মা-বাবা, মুরব্বীগণের  
দোয়ার বরকতে বিগত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ইলমে হাদীস অধ্যয়ন-অধ্যাপনার  
সুযোগ আমার হয়েছে। এ সুবাধে ইলমে হাদীসে ইমাম আযমের পারদর্শীতা এবং খিদমাত  
সম্পর্কে কিঞ্চিৎ হলেও ধারণা আছে।

দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে মাযহাব বিরোধী চক্রের টার্গেট ইমাম আযম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ।  
আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে মাযহাব বিরোধীরা বিভিন্ন নামের ছদ্মাবরণে চটি  
পুস্তক প্রকাশ এবং বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে ইমাম আযমের বিরুদ্ধে বিষোধগার ছড়ায়।  
কতিপয় অলিক এবং অসংলগ্ন তথ্যের উপর নির্ভর করে তারা বলতে চায় যে, ইলমে হাদীসে  
ইমাম আযমের বুৎপত্তি ছিলো না। তাই তাঁর মাযহাব কিয়াস নির্ভর।

মাযহাব বিরোধী চক্রের এসব উদ্ভট প্রচারণার জবাব যুগে যুগে বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরাম  
দিয়ে এসেছেন। তবে এগুলো প্রায়ই আরবী এবং উর্দু ভাষায় রচিত। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের  
মাঝে মাযহাব বিরোধী চক্রের ক্রমবর্ধমান প্রচারণা দেখে দীর্ঘ দিন থেকে মনে প্রাণে কামনা  
করতাম, যেনো বাংলা ভাষায় এরকম একটি তথ্য নির্ভর গ্রন্থ বাজারে আসে। যাতে করে এ  
ভাষার পাঠকের সম্মুখে মাযহাব বিরোধীদের মুখোশ উন্মোচিত হয়।

আলহামদুলিল্লাহ! আমার বড় ছেলে লন্ডনস্থ দারুল হাদীস লতিফিয়ার সিনিয়র শিক্ষক মোঃ  
আবদুল আউয়াল হেলাল'র যথেষ্ট পরিশ্রমের ফলে এ গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যনির্ভর গ্রন্থখানা রচিত  
হয়েছে। বাংলাদেশে মাযহাব বিরোধী চক্রের দ্বারা সৃষ্ট বহুমুখী ফিতনা এবং নৈরাজ্য প্রতিহত  
করার লক্ষ্যে এ বইখানা দ্রুত প্রকাশিত হয়ে পাঠকের হাতে পৌঁছা দরকার বলে আমি মনে  
করি। দোয়া করি আল্লাহ পাক যেনো তার এ শ্রমকে কবুল করেন। আমীন।

তারিখ: ২ নভেম্বর ২০১১

(মো. হবিবুর রহমান)



বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক  
মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান সাহেবের  
অভিমত

ইসলামী আইন শাস্ত্রের স্থপতি ইমাম আযম নূমান ইবনে সাবিত এক ক্ষণজন্মা মহামনীষী, এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, প্রখর মেধা, অপূর্ব উদ্ভাবনীশক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অকাট্য যুক্তি যেমন প্রবাদে পরিণত, তেমনি তাঁর তাকোয়া-পরহেজগারী, ইবাদত বন্দেগী, ন্যায়নিষ্ঠা, অদম্য সাহসিকতা, ত্যাগ ও কুরবানীও বেনযীর-বেমিসাল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁর অমর অবদান বিধিবদ্ধ ইসলামী আইনশাস্ত্র বিশ্বের লাখো মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ-ইমামদের করেছে অভিভূত, বিস্ময় বিমুগ্ধ, আকৃষ্ট এবং পরিগণিত করেছে তাঁর অনুগামী অনুসারীতে। নিন্দুকদের মুখে ছাই ছিটিয়ে, দিনকানা বিদ্বিষ্ট চামচিকে বাদুড়দের বুকের জ্বালা বাড়িয়ে এই প্রদীপ্ত ভাস্করের আলোক বিচ্ছুরণ অব্যাহত রয়েছে যুগ-যুগ ধরে, সহমহিমায়।

উলুমে কুরআন, উলুমে হাদীস, উলুমে কালাম, উলুমে ফিকহের উস্তাদগণের উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা নাকি হাদীস শাস্ত্রে অজ্ঞ ছিলেন-নিন্দুক ও বিদ্বেষীদের এমন অপবাদ ও অপপ্রচারের জবাব দিয়ে গেছেন বিশ্ববিখ্যাত বহু সম্মানিত মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও মুজতাহিদ। তাঁরা অগণিত অকাট্য দলিল দিয়ে প্রমাণ করেছেন বিদ্বেষীদের অভিযোগের অসারতা। কিন্তু ‘চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী’। সে যুগ চলে গিয়ে এ যুগে এসেও তাদের ভাবশিষ্য কিছু অর্বাচীন অপপ্রচারে মেতে উঠেছে দুর্বিনীত ঔদ্ধত্যে, অমার্জনীয় ধৃষ্টতায়। কিন্তু চামচিকে, বাদুড় চোখ মুদে গালি পাড়তে থাকলেও প্রদীপ্ত সূর্যের আলোক-বিচ্ছুরণ ক্ষণিকের জন্য হয় না বাধাগ্রস্ত, কয়লার ময়লায় বিন্দুমাত্র ম্লান হয় না হীরকের ঔজ্জ্বল্য।

মাওলানা রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন-

آفتاب آمد دلیل آفتاب + گردلالت باید از وی رومتاب

সূর্য নিজেই তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ-তবুও যদি চাও উদাহরণ, চেয়ে থাকো তার দিকে -ফিরিয়ে নিয়ো না দু’নয়ন।

ইমাম আযম-সূর্যের রশ্মি এতই প্রখর যে, তিনি নিজেই নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণ। কিন্তু সেই দৃষ্টি নিয়ে তো তাকাতে হবে তাঁর দিকে। ওরা যে চোখ থাকতেও অন্ধ। তবে যারা চক্ষুস্মান তারা দেখেছেন, ইমাম আযম অনন্য, অসাধারণ। এই মহামনীষীর জন্ম সেকালে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকেন্দ্র, ইলমে হাদীস, ইলমে তাফসীর, ইলমে ফিকহ, ইলমে কালাম, ন্যায়শাস্ত্র, আরবী ব্যাকরণ, ভাষা ও সাহিত্য বিশারদদের পদচারণায় ধন্য ঐতিহাসিক কূফা নগরীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে, ৮০ হিজরীতে, খাইরুল কুরনে। তিনি সাক্ষাৎ পেয়েছেন বেশ কয়েকজন সম্মানিত আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। তাঁর দাদা

জওতী (র.) ছিলেন আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী কাররামাল্লাহু তা'লা ওয়াজহাল্লুর একান্ত স্নেহ ধন্য প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব। বিস্ময়কর মেধা ও প্রতিভার অধিকারী নুমান শিক্ষা গ্রহণ করেন প্রায় চার হাজার উস্তাদের কাছে। যাদের মধ্যে ছিলেন সর্বযুগের প্রখ্যাত বহু হাদীস বিশারদ, ফকীহ ও মুজতাহিদ। তাঁর সাগরেদদের সংখ্যা চার হাজারেরও অধিক। যাদের মধ্যে রয়েছেন এমন সব বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস-বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজা, বায়হাকী (র.) প্রমুখ হাদীসের ইমামগণ ছিলেন যাদের সাগরেদদের সাগরেদ।

ইমাম আবু হানীফা কেবল হাদীস বিশারদই ছিলেন না, প্রোখিতযশা মুহাদ্দিস আবু আবদুর রহমানের মতে, তিনি ছিলেন ইলমে হাদীসের শাহানশাহ। ২২ জন সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছে। ৮ জন সাহাবী থেকে তিনি সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন সূত্র পরম্পরায় খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ খোলাফায়ে রাশেদুনের সব ক'জন সম্মানিত খলীফা থেকে। হযরত আবু হুরাইরা, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়শা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, উবাই ইবনে কাব, যায়দ ইবনে সাবিত, মুয়ায ইবনে জাবাল রিদওয়ানুল্লাহি তা'লা আলাইহিম আজমাদ্দিন প্রমুখ শ্রেষ্ঠতম আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে। তিনি হজ্জ ও যিয়ারত করেছেন ৫০ বার এবং এ উপলক্ষে হাদীসের উৎস ভূমি মক্কা মুয়াজ্জমা এবং মদীনা মুনাওয়রায় কাটিয়েছেন জীবনের এক বিরাট সময়। তাঁর মুসনাদ (হাদীস সংকলন)-এর সংখ্যা ২০টিরও অধিক। তাঁর বর্ণিত সুলাছি (মাত্র তিন রাবী সূত্রে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত) হাদীসের সংখ্যা প্রায় ৭শ'। ইমাম যাহাবী (রহ.)-এর মতে, ইমাম আবু হানীফা রাহিমাল্লাহু ছিলেন হাফিযে হাদীস-অর্থ্যাৎ এক লাখেরও বেশি হাদীস সনদসহ তাঁর মুখস্ত ছিল। বস্তুত, ইমাম আযম (রহ.)-এর নিকট ছিল লাখ লাখ হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার। সেই ভাণ্ডার মন্বন করে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে সে যুগের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী মনীষীদের সহায়তায় ইমাম আযম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন বিধিবদ্ধ ইসলামী আইনের সুরম্য প্রাসাদ-ফিকহে হানাফী।

কিতাবুস সিয়ানার মতে, ইমাম আবু হানীফা রাহিমাল্লাহু-এর সংকলিত মাসআলার সংখ্যা ১২ লাখ ৯০ হাজারেরও অধিক। এ সকল মাসআলার মূল ভিত্তি কুরআন ও হাদীস। প্রখ্যাত মনীষী ইসরাইল বলেন, নুমান এমন এক ব্যক্তি যিনি ফিকহী বিষয় সম্বলিত প্রতিটি হাদীসের হাফিয ছিলেন। ফলকথা, কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে তিনি এমন আইনশাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, যা যে কোন যুগের যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সক্ষম, যে কোন সমস্যার সমাধানের উপযোগী। এই কালোত্তীর্ণ ফিকহের আবেদন কোন কালেই ফুরাবে না। তুর্কী উসমানী খিলাফত, ভারতীয় মুঘল সাম্রাজ্যসহ বিভিন্ন ইসলামী দেশে রাষ্ট্রীয় বিধিরূপে পরিগণিত হয়েছিল ফিকহে হানাফী এবং আজও এ ফিকহের অনুসারী বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি মুসলমান। 'ইমাম আবু হানীফা হাদীস জানতেন না' বিদ্রোষীদের এরূপ অপপ্রচার অতীতেও যেমন এই কোহেনুরের দ্যোতি স্পান করতে পারেনি ভবিষ্যতেও পারবে না। তবুও মোকাবেলা করতে হয় হঠধর্মী-নিন্দুকদের ধুষ্টতার। এ লক্ষ্যেই বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, গবেষক, পরম স্নেহভাজন মাওলানা মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল'র এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তাঁর গভীর



অনুসন্ধিৎসা অক্লান্ত গবেষণার ফসল এই ‘ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইলমে হাদীস’ শীর্ষক গ্রন্থ। এ এক অমূল্য অভিসন্দর্ভ। তিনি আবেগমুক্ত হয়ে, গবেষকের অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে, নির্ভরযোগ্য তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ করেছেন অভিসন্দর্ভটি। প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আযম কেবল ইলমে ফিকহেরই ইমাম নন, ইলমে হাদীসেরও ইমামুল আইম্মা। ইদানিং যে সকল অর্বাচীন প্রেট্রো ডলারের গরমে ভারসাম্য হারিয়ে ইমাম আযমকে নিয়ে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে এ গ্রন্থ হবে তাদের ঔদ্ধত্যের দাঁতভাঙ্গা জবাব। এ যুগের অন্যান্য হানাফী গবেষক ও লেখকদেরও এ খিদমতে এগিয়ে আসা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। আল্লাহ পাক লেখককে হায়াতে তাইয়েবা দান করুন, উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং আরো এ ধরনের লিখনী খিদমাত আঞ্জাম দেয়ার তওফীক এনায়েত করুন।

তারিখ: ১৬ অক্টোবর ২০১১



(রুহুল আমীন খান)

# সূচি

১. জন্ম ও শাহাদত	১৪
২. কুনিয়াত সম্পর্কিত ভ্রান্তি নিরসন	১৪
৩. কূফা নগরীর ইলমী অবস্থান	১৫
৪. ইল্ম অন্বেষায় ইমাম আযম	১৭
৫. সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ	১৯
৬. ইমাম আযমের যুগে জীবিত সাহাবীগণের ইত্তিকাল সন	২৬
৭. সাহাবী থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা	২৭
৮. একটি সন্দেহের অপনোদন	৩৩
৯. ইমাম আযমের উস্তাদ সংখ্যা	৩৪
১০. ইমাম আযমের কয়েকজন উস্তাদ	৩৫
১১. ইমাম আযমের ছাত্র সংখ্যা	৪২
১২. ইমাম আযমের ক'জন খ্যাতিমান ছাত্র	৪৩
১৩. ইমাম আবু হানীফার হাদীস সংখ্যা	৪৮
১৪. ইমাম আবু হানীফার মুসনাদসমূহ	৫১
১৫. ইমাম আযমের ২৯টি মুসনাদ ও এর সংকলকগণ	৫৪
১৬. মুসনাদে আবু হানীফার ব্যাখ্যাগ্রন্থ	৭৪
১৭. মুসনাদে আবু হানীফার অনুবাদ	৭৫
১৮. সাহাবীদের সাথে ইমাম আবু হানীফার সনদসূত্র	৭৫
১৯. ইমাম আবু হানীফার সাথে পরবর্তী ইমামগণের সনদসূত্র	৯০
২০. ছুলাছিয়াতুল বুখারী ও ইমাম আযম	৯৬
২১. ইমাম আযম সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য	১০৬
২২. ইমাম আযমের উপর আরোপিত কয়েকটি অভিযোগ ও জবাব	১০৮
২৩. পরিশিষ্ট-ক	
ইমাম আযমের ফিকহী পরিষদ	১২২
২৪. পরিশিষ্ট-খ	
ইমাম আযমের ব্যবহৃত জামা	১২৪
২৫. পরিশিষ্ট-গ	
ইমাম আযমের রওজার ছবি	১২৫
২৬. পরিশিষ্ট-ঘ	
ইমাম আযমের সাথে লেখকের সনদসূত্র	১২৬
২৭. গ্রন্থপঞ্জি	১২৯

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### জন্ম ও শাহাদাত

ইসলামের ইতিহাসে এক অতুজ্জ্বল নাম ইমাম আবু হানীফা নু'মান বিন ছাবিত রাহিমাল্লাহ। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তাঁর জন্ম ৮০ হিজরী সালে। তবে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কিরাম ইমাম আযম রাহিমাল্লাহ'র জন্ম সন সম্পর্কিত দুর্বল মতকেও আলোচনায় স্থান দিয়েছেন। ইমাম ইবন হিব্বান (ওফাত ৩৫৪ হিজরী), ইমাম আবু কাসিম সামনানী (ওফাত ৪৯৯ হিজরী), ইমাম সামআনী (ওফাত ৫৬২ হিজরী) প্রমুখ ৭০ হিজরী সালে ইমাম আযমের জন্ম বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুযাহিম বিন যাওয়াদ, ইমাম ইবন খাল্লিকান (ওফাত ৬৮১ হিজরী), ইমাম ইবন আবিল ওয়াফা (ওফাত ৭৭৫ হিজরী) প্রমুখ ৬১ হিজরী সালকেই ইমাম আযমের জন্ম সন বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (ওফাত ৮৫৫ হিজরী) সহ অনেকেই ইমাম আযমের জন্ম সন বিষয়ে আলোচনায় উল্লিখিত তিন মতের পাশাপাশি ৬৩ হিজরী বলেও একটি মত উল্লেখ করেছেন।

আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক আল্লামা যাহিদ কাউছারী (ওফাত ১৩৭১ হিজরী) ৭০ হিজরী সালকে ইমাম আযমের জন্ম সন হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আযমের জন্ম সন সম্পর্কিত আইন্মায়ে কিরামের মতামত সবিস্তারে জানার জন্য আল্লামা যাহিদ কাউছারীর *তা'নিবুল খাতীব* এবং *শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী প্রণীত ইমাম আবু হানীফা ইমামুল আইন্মা ফিল হাদীস ১ম খণ্ড* দেখা যেতে পারে।

ইমাম আযমের দাদা যুতী অথবা যুতা কুফার অধিবাসী ছিলেন। চতুর্থ খলিফা সাযিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর খুবই গভীর সম্পর্ক ছিলো। ইমাম আযমের পিতা ছাবিত বাল্যকাল থেকেই সাযিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্নেহধন্য ছিলেন।

১৫০ হিজরীতে ইমাম আযম বাগদাদে ইত্তিকাল করেছেন এতে কারো দ্বিমত নেই। লক্ষণীয় যে, ইমাম আযমের সীরাত ও মানাকিব বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে, কারাগারের ভেতর তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিষ প্রয়োগ করা হয়। এই বিষক্রিয়াতেই ১৫০ হিজরীর ১৪ শাবান দিবাগত রাতে (শবে বরাতে) তিনি শাহাদত বরণ করেন। বাগদাদেই তাঁকে দাফন করা হয়। পরবর্তীতে এই কবরস্থান *মাকবারা আয্যামিয়া* নামে খ্যাতি লাভ করে।

### কুনিয়াত সম্পর্কিত ভ্রান্তি নিরসন

ইমাম আযমের নাম নু'মান। তাঁর কুনিয়াত (উপনাম) হচ্ছে আবু হানীফা। হানীফা আরবী শব্দটি হানীফ শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ। আবু হানীফা অর্থ হচ্ছে হানীফার পিতা। ইমাম আযমের এ কুনিয়াত নিয়ে অনেক ভ্রান্তি ছড়িয়ে আছে। কোনো কোনো জীবনী গ্রন্থে কোন ধরনের রেফারেন্স ছাড়াই বলা হয়েছে, ইমাম আযমের একজন মেয়ের নাম ছিলো হানীফা, একারণেই তাঁর কুনিয়াত হয়েছে আবু হানীফা। এমনকি অনেক বক্তা ইমাম আযমের মেয়ে হানীফাকে

নিয়ে অনেক রসালো কাহিনী পরিবেশন পূর্বক বাজিমাত করেন। মূলতঃ ইমাম আযমের সীরাত এবং মানাকিব বিষয়ে রচিত (পূর্ববর্তী ও বর্তমান) প্রামাণ্য কোনো গ্রন্থে একমাত্র ইমাম হাম্মাদ ছাড়া তাঁর কোনো ছেলে কিংবা মেয়ে সন্তান ছিলেন বলে উল্লেখ নেই। ইমাম ইবন হাজার মাক্কী স্বীয় আল খাইরাতুল হিসান গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়ে বলেছেন-

لا يعلم له ولد ذكر ولا انثى غير حماد.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- কেবল হাম্মাদ ছাড়া তাঁর অন্য কোন ছেলে কিংবা মেয়ে সন্তান ছিলেন বলে জানা যায়না।

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী বলেন-

آپ کی یہ کنیت کسی صاحب زادی کی وجہ سے نہ تھی کیونکہ حماد کے سوا آپ کی اور کوئی بھی مذکر یا مؤنث اولاد تھی نہیں۔<sup>২</sup>

অর্থ্যাৎ- কোন ছাহেবজাদীর কারণে তাঁর এ কুনিয়াত হয়নি। কেননা হাম্মাদ ছাড়া তাঁর কোনো ছেলে বা মেয়ে সন্তান ছিলেনই না।

ইমাম আযমের কুনিয়াত আবু হানীফা হওয়ার বিভিন্ন কারণ কিতাবাদিতে উল্লিখিত হয়েছে। সব মিলিয়ে একথা বুঝা যায় যে, ইমাম আযম নিজের জন্য এ কুনিয়াত নিজেই ঠিক করেছিলেন। এই কুনিয়াত বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা বিভিন্ন কিতাবে আছে। প্রয়োজনে সেগুলো দেখা যেতে পারে।

## কূফা নগরীর ইলমী অবস্থান

দ্বিতীয় খলিফা সায্যিদুনা উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র নির্দেশে ইরাক বিজয়ী সায্যিদুনা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৭ হিজরী সালে কূফা নগরীর গোড়াপত্তন করেন। বসতের জন্য নতুন নগরী প্রতিষ্ঠা হলে চতুর্দিক থেকে মুসলমানগণ এখানে বসতি স্থাপন করেন। তখনকার মুসলমানগণ মর্যাদার দিক থেকে হয়তোবা সাহাবী অথবা তাবিঈ ছিলেন। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে পনেরো শত সাহাবী কূফায় বসত গড়ে তোলেন। এই বিপুল সংখ্যক সাহাবীর মধ্যে ৭০ জন ছিলেন বদরী এবং ৩০০ জন ছিলেন বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। তাবাকাতে ইবন সা'দ এর বরাতে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে-

ان الكوفة اقام بها سبعون من اهل بدر وثلاث مائة من اصحاب بيعة رضوان.

অর্থ্যাৎ-কূফা এমন নগরী- যেখানে ৭০ জন বদরী সাহাবী এবং ৩০০ জন বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী বসবাস করতেন।

কূফা নগরী প্রতিষ্ঠার পর ফারুকু আযম সায্যিদুনা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেন ফাকিহুল উম্মাহ সায্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু

১. الامام ابن حجر مكي۔ الخيرات الحسان۔ ص ৬১

২. شيخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، امام ابوحنیفہ امام الائمہ فی الحدیث۔ ۱: ۵۴



আনহুকে। তিনি সায্যিদুনা উসমান যিননূরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফতকাল পর্যন্ত কূফায় অবস্থান করে সেখানের বাসিন্দাদের তালীম- তারবিয়্যাতের কাজ অব্যাহত রাখেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সায্যিদুনা ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ইলমী গ্রহণযোগ্যতা ছিলো প্রশ্নাতীত। তিনি প্রখ্যাত ফকীহ সাহাবাগণের একজন ছিলেন। হাদীস শরীফের গ্রন্থাদিতে মানাকিবে সাহাবা অধ্যায়ে হযরত ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা নির্দেশক বহু সংখ্যক হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে একটি মাত্র উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত হলো। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

**رضيت لامتي مارضى لها ابن ام عبد، وكرهت لامتي ما كره لها ابن ام عبد!**

অর্থ্যাৎ- আমার উম্মতের জন্য আমি সে বিষয়টিতে সম্মত রয়েছি যে বিষয়ে ইবনু উম্মে আবদ (ইবন মাসউদ) সম্মত রয়েছে। আর সে বিষয়টি আমি আমার উম্মতের জন্য অপছন্দ করি যা ইবন মাসউদ অপছন্দ করে।

সায্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (তাঁর কুনিয়াত ছিলো ইবন উম্মে আব্দ) কূফার ঘরে ঘরে **قال رسول الله** এবং **قال الله** (কোরআন-হাদীসের) এর বাণী পৌঁছে দিয়ে ছিলেন। কূফায় স্থায়ী বসতকারী সাহাবায়ে কিরামের প্রচেষ্টা, বিশেষতঃ হযরত ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর অব্যাহত চেষ্টার বদৌলতে কূফায় ইলমের চর্চা যে উচ্চকিত হয়ে উঠেছিলো তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় সায্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মন্তব্যে।

সায্যিদুনা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু কূফা নগরীকে ইসলামী খিলাফতের রাজধানী মনোনীত করেন। ৩৬ হিজরীর ১২ রজব তিনি কূফায় চলে আসেন। সায্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্রদের দ্বারা কূফার ঘরে ঘরে ইলমে কুরআন, ইলমে হাদীসের ব্যাপক চর্চা দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন-

**رحم الله ابن ام عبد قد ملأ هذه القرية علما.**

অর্থ্যাৎ- আল্লাহ ইবন উম্মে আবদকে (ইবন মাসউদ) রহম করুন। তিনি তো এ জনবসতীকে ইলমে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

পরবর্তী ইতিহাসে দেখা যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ও হযরত আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র শিষ্য-অনুশিষ্যদের দ্বারা কূফায় ইলমের যে ব্যাপক চর্চা হয়েছে তেমনটি অন্য কোথাও হয়নি। ইমাম ইমাম আফফান বিন মুসলিম (ওফাত ২২০ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীস সংগ্রহের জন্য বাসরা থেকে কূফায় আসেন। তিনি বলেন-

**فقدما الكوفة فاقمنا اربعة اشهر، ولواردنا ان نكتب مائة الف حديث لكتبنا بها الا قدر خمسين الف حديث.**

১. الامام بزار- المسند- ৫: ৩৫২, الامام احمد بن حنبل- فضائل الصحابة- ২: ৮৩৮, الامام هيثمي، مجمع الزوائد ৯: ২৭৩

২. الامام زيلعي- مقدمة نصب الراية ১: ৩০

৩. الامام زيلعي- مقدمة نصب الراية ১: ৩০

অর্থ্যাৎ-আমি কুফায় গিয়ে চার মাস অবস্থান করি। ঐ সময়ের মধ্যে চাইলে এক লক্ষ হাদীস লিখতে পারতাম। তবে আমি মাত্র পঞ্চাশ হাজার হাদীস লিখেছি।

আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী (ওফাত ২৫৬ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীস সংগ্রহের জন্য তাঁর সফর সম্পর্কে বলেন-

دخلت الى الشام ومصر والجزيرة مرتين. والى البصرة اربع مرات. واقمت  
بالحجاز ستة اعوام. ولا احصى كم دخلت الى الكوفة والبغداد مع  
المحدثين.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ-আমি (হাদীস সংগ্রহের জন্য) শাম (সিরিয়া), মিসর ও জাযিরা (আলজিরিয়া) গিয়েছি দুই বার। বাসরায় গিয়েছি চার বার। হিজায়ে (মক্কা ও মদীনা শরীফ) ছয় বছর অবস্থান করেছি। আর কূফা ও বাগদাদের মুহাদ্দিসীদের কাছে কতবার যে গিয়েছি তা ধারণাই করতে পারি না।

ইমাম আফফান বিন মুসলিম এবং ইমাম বুখারীর এ দু' উক্তি থেকে কুফায় হাদীসের ব্যাপক চর্চা এবং সংখ্যাধিক্যের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ইলমে হাদীসের এই সুবিশাল মারকাযে ইমাম আবু হানীফা নু'মান বিন ছাবিত রাহিমাতুল্লাহ আনহু জনগৃহণ করেন। এখানেই তিনি বড় হয়ে ওঠেন। এখানেই তাঁর ইলম অর্জনের সূচনা।

## ইলম অন্বেষণে ইমাম আযম

### কূফা

কূফা নগরীর ইলমী বৈশিষ্ট্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পনেরো'শ সাহাবীর আবাসস্থল হিসেবে কূফা এমনিতেই সে যুগে ইলমে হাদীসের শ্রেষ্ঠ মারকায হিসেবে চিহ্নিত ছিলো। সর্বোপরি ফকীহুল উম্মাহ সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ইলমে নববীর দরজা সায্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাগরিদগণের চেষ্টায় কূফার প্রতিটি ঘরে তখন ইলমে হাদীসের চর্চা অব্যাহত ছিলো। তাবিঈ ও তাবে তাবিঈ হাজার হাজার মুহাদ্দিস হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিওয়ায়াত ও দিরায়াত নিয়ে মশগুল ছিলেন কুফায়। হাদীস সংগ্রহকারী মুহাদ্দিসীন পতঙ্গের ন্যায় তখন কূফা অভিমুখে ধাবিত। এই কুফায় বড় হয়ে ওঠেন ইমাম আযম। এখানেই তিনি ইলম হাসিল করেন। ইমাম আবু হানীফা যে ইলমে হাদীসের পরিজ্ঞাত আলিম ছিলেন এর সাক্ষ্য মেলে তাঁর সমসাময়িক হাফিযে হাদীস ইমাম হাসান বিন সালেহ (ওফাত ১৬৯ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উক্তিতে। তিনি বলেন-

كان ابو حنيفة عارفا بحديث اهل الكوفة وفقه اهل الكوفة. وكان حافظا  
لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخير الذي قبض عليه مما وصل الى  
اهل بلده.<sup>২</sup>

১. الامام ابن حجر العسقلاني - هدى السارى مقدمة فتح البارى ص ৪৭৮

২. الامام صيمرى - اخبار ابى حنيفة واصحابه: ص ১১, الامام ابن حجر المكى - الخيرات الحسان: ص ৪২

অর্থ্যাৎ- আবু হানীফা ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহর পরিজ্ঞাত আলিম ছিলেন। তাঁর শহরের বাসিন্দা মুহাদ্দিসগণের কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ আমল সম্পর্কিত যে হাদীস পৌঁছেছে তিনি তার হাফিয ছিলেন।

## হারামাইন শরীফাইন

এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে, হারামাইন শরীফাইন সব সময়ই ইলমে হাদীসের প্রাণ কেন্দ্র ছিলো। বিশেষ করে আকাবির সাহাবার আবাসস্থল মদীনা শরীফ হাদীসে নববীর উৎস ভূমি। কূফার মুহাদ্দিসীদের কাছ থেকে ইলমে হাদীস সংগ্রহের পর ইমাম আযম পাকভূমি হিজায়ের দিকে মনযোগী হন। মক্কা ও মদীনা শরীফের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে তিনি ইলমে হাদীস সংগ্রহ করেন। মক্কা ও মদীনা শরীফে ইমাম আযমের অবস্থান ও ইলমে হাদীস শিক্ষা ব্যাপারে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

৯৬ হিজরী সালে ইমাম আযম স্বীয় পিতা হযরত ছাবিত'র সাথে প্রথম হজ্জ আদায় করেন। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম আযম বলেন-

ولدت سنة ثمانين وحججت مع ابي سنة ست وتسعين وانا ابن ست عشر سنة. فلما دخلت المسجد الحرام رأيت حلقة عظيمة. فقلت لابي: حلقت من هذه. قال عبدالله بن جزء الزبيدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت فسمعتة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- ৮০ হিজরী সনে আমি জন্মগ্রহণ করি। ৯৬ হিজরীতে আমার পিতার সাথে হজ্জ আদায় করি। তখন আমি ষোল বছর বয়সের যুবক ছিলাম। যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করি তখন সেখানে একটি বড় মজলিস দেখে আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ মজলিস কার? তিনি বললেন- এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী আবদুল্লাহ বিন জায যুবাইদীর মজলিস। আমি এগিয়ে গেলাম। শুনলাম তিনি বলছেন, ‘রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করবে তার সকল দুশ্চিন্তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর তিনি তাকে এমনভাবে রিযিক দেবেন যা সে ধারণাই করতে পারবেন।

৯৬ হিজরী থেকে শুরু করে ১৫০ হিজরী পর্যন্ত ইমাম আযম প্রতি বছরই হজ্জ করেছেন। ইমাম ইয়াহইয়া বিন আদাম বলেন-

## حج ابو حنيفة رحمه الله تعالى خمسا وخمسين حجة.<sup>২</sup>

১. الامام ابو المؤيد الخوارزمي. جامع المسانيد للامام ابي حنيفة - ১: ৮০, الامام ابن عبد البر - جامع بيان العلم وفضله.

১: ১০১, الامام خطيب البغدادي - تاريخ بغداد - ৩: ৩২, الامام سبط بن الجوزي - الانتصار والترجيح للمذهب

الصحيح - ص ১২, شيخ الاسلام الدكتور محمد طاهر القادري - امام ابو حنيفة امام الائمة في الحديث - ১: ৩০৪

২. الامام عبد القادر القرشي - الجواهر المضية في طبقات الحنيفة - ১: ৪৯০, الامام الزيلعي - مقدمة نصب الراية لاحاديث

الهداية - ১: ৩২, شيخ الاسلام الدكتور محمد طاهر القادري - امام ابو حنيفة امام الائمة في الحديث - ১: ৩০০



অর্থ্যাৎ- ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ পঞ্চগন্ বার হজ্জ করেছেন।

এই পঞ্চগন্ বার হজ্জ পালনকালীন অবস্থান (প্রতিবার) কমপক্ষে একমাস করে ধরলে সাড়ে চার বছর হচ্ছে। এছাড়া বনু উমাইয়া শাসকগণের অত্যাচারী আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে ১৩০ হিজরী সালে ইমাম আযম হিজায় চলে যান। আব্বাসী দ্বিতীয় খলিফা আবু জা'ফর আবদুল্লাহ বিন মানসুর'র খিলাফত কালে ১৩৬ হিজরীর শেষ দিকে তিনি স্বদেশ প্রত্যাভর্তন করেন। হজ্জ পালনোপলক্ষে সাড়ে চার বছর এবং রাজনৈতিক কারণে ছয় বছর, মোট সাড়ে দশ বছর ইমাম আযম মক্কা ও মদীনা শরীফ অবস্থান করেন। এই অবস্থানকালীন সময়ে মক্কা শরীফে ইমাম আতা বিন আবী রিবাহ এবং মদীনা শরীফে ইমাম জা'ফর সাদিকসহ হিজায়ের এমন কোন মুহাদ্দিস ছিলেন না যার কাছ থেকে তিনি হাদীস সংগ্রহ করেননি।

## বাসরা

কূফা এবং হারামাইনের পর বাসরা হচ্ছে ইলমে হাদীসের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। সায্যিদুনা আনাস বিন মালিক, সায্যিদুনা ইমরান বিন হুসাইনসহ ৩২ জন সাহাবীর (ইমাম হাকীমের তাহকীক মুতাবিক) আবাসস্থল ছিলো বাসরা। তাবিঈ মুহাদ্দিসগণ বিশেষ করে ইমাম হাসান বাসারী এবং ইমাম মুহাম্মাদ বিন সিরীন প্রমুখের প্রচেষ্টায় বাসরায় ইলমে হাদীসের ব্যাপক চর্চা ছিলো। ইমাম আযম বিশ বারেরও অধিক বাসরায় গিয়ে ইলম হাসিল করেন। ইমাম ইয়াহইয়া বিন শাইবান বলেন, ইমাম আবু হানীফা বলেছেন-

دخلت البصرة نيفا وعشرين مرة. منها ما أقيم سنة و اقل واكثر<sup>১</sup>.

অর্থ্যাৎ- আমি ২০ এরও অধিকবার বাসরায় গিয়েছি। সেসব সফরে (কোন কোন সময়) কম বেশি এক বছর অবস্থান করেছি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সায্যিদুনা ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ কেবল ইলমে ফিক্‌হই নয় বরং ইলমে হাদীসেও শ্রেষ্ঠ ইমামগণের ইমাম। ইমাম যাহাবী যতার্থই তাঁকে হাফিয়ে হাদীস হিসেবে চিহ্নিত করছেন। ইলমে হাদীসের শ্রেষ্ঠ মারকায কূফা, মক্কা-মদীনা শরীফ এবং বাসরার মুহাদ্দিসগণের একনিষ্ঠ শাগরিদ ইমাম আযমের কাছে যে হাদীসের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলো তা সহজেই অনুমেয়।

## সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ

ইমাম আযম যে একজন তাবিঈ ছিলেন এতে কারো দ্বিমত নেই। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ খাদিম সায্যিদুনা আনাস বিন মালিক (ওফাত ৯৫ হিজরী) রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ সম্পর্কে সবাই একমত। ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুল হারিছী সিয়াক্ক আ'লামিন নুবালা গ্রন্থের বরাতে ইমাম আযমের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেন-

رايت انس ابن مالك مرارا وكان يخضب بالحمرة<sup>২</sup>.

১. الامام عبد القادر القرشي- الجواهر المضية في طبقات الحنفية- ১: ৬৮, الامام الكردي- مناقب الامام الاعظم

ابوحنيفة- ১: ১২১, شيخ الاسلام الدكتور محمد طاهر القادري- امام ابو حنيفة امام الائمة في الحديث - ১: ৩০৮

২. الدكتور محمد قاسم عبده الحارثي- مكانة الامام ابي حنيفة بين المحدثين- ص ৪৩.



অর্থ্যাৎ- আমি আনাস বিন মালিককে বহুবার দেখেছি, তিনি লাল খেযাব ব্যবহার করতেন। আল্লামা যাহিদ কাউসারী সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ইমাম আযমের সাক্ষাৎ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণকারীগণের নামের তালিকা দিয়েছেন। তিনি বলেন-

وممن اقرب رؤيته انسا بن سعد والدارقطني وابونعيم الاصفهاني وابن عبد البر، والخطيب، وابن الجوزي، والسمعاني، وعبد الغنى المقدسي، وسبط ابن الجوزي، وفضل الله التبرثي، والنووي، واليعاقبي، والزين العراقي، والولي العراقي، وابن الوزير، وبدر العيني، وابن حجر، والشهاب القسطلاني، والسيوطي، وابن حجر المكي وغيرهم.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণকারীগণ হলেন- ইবন সা'দ, দারাকুতনী, আবু নাঈম ইস্পাহানী, ইবন আবদুল বার, খাতীব বাগদাদী, ইবনুল জাউযী, সামআনী, আবদুল গনী মাকদিসী, সাবাত ইবনুল জাউযী, ফাদলুল্লাহ তুরবুসতী, নাকবী, ইয়াআফী, যাহাবী, যাইনুল ইরাকী, ওয়ালি আল ইরাকী, ইবনুল ওয়াযীর, বদরুদ্দীন আইনী, ইবন হাজার আসকালানী, শিহাব আল কুসতুল্লানী, সুয়ুতী, ইবন হাজার মাক্কী রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।

সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া অন্য কোন সাহাবীকে ইমাম আযম দেখেছেন কি না তা নিয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান। নিম্নে এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী শাফিঈ (ওফাত ৯১১ হিজরী) স্বীয় তাবয়ীদুস সাহীফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

قد الف الامام ابو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري المقرئ الشافعي جزء فيمارواه الامام ابو حنيفة عن الصحابة، ذكر فيه : قال ابو حنيفة لقيت من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة. وهم انس ابن مالك، وعبد الله بن جزء الزبيدي، وجابر ابن عبد الله ومقل بن يسار ووائل بن الاسقع وعائشة بنت عجرد رضى الله عنهم.<sup>২</sup>

অর্থ্যাৎ- ইমাম আবু মা'শার আবদুল কারীম বিন আবদুস সামাদ তাবারী আল মুকাররী শাফিঈ ইমাম আবু হানীফা যে সকল সাহাবী থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের বিষয়ে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন। সে পুস্তকে বর্ণিত আছে- আবু হানীফা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে সাতজনের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাঁরা হলেন-১. আনাস বিন মালিক ২. আবদুল্লাহ বিন জায যুবাঈদী ৩. জাবির বিন আবদুল্লাহ ৪. মা'কাল বিন ইয়াসার ৫. ওয়াছিলা ইবনুল আসকা ৬. আয়াশা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

১. الامام زاهد الكوثري - تانيب الخطيب: ص ৩১ -

২. الامام السيوطي - تبييض الصحيفة في مناقب الامام ابي حنيفة: ص ২২-২৩ -

এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে ইমাম আবু হানীফার ভাষ্যমতে- তিনি সাতজন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। অথচ ছয়জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আমার সংগ্রহে থাকা তাবয়ীদুস সাহীফা'র বৈরুতী ছাপা এবং করাচীর ছাপা উভয়টিতেই একইভাবে উল্লেখ রয়েছে। তবে করাচীর কপিটি মুফতি আশিক এলাহীর টীকা সম্বলিত। মুফতি সাহেব তাঁর টীকায় বলেছেন-

وكذا وقع في النسخة الحيدر ابادية والديوبندية، وهو محل اشكال ذكر او لا ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى قال: لقيت سبعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عد هم ستة وترك السابع، ولعله اسقط الكاتب عبد الله بن انيس بعد واثلة، كما هو مما ساق من الاحاديث بعد ذلك والله اعلم بالصواب.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- একইভাবে হায়দারাবাদী কপি এবং দেওবন্দী কপিতে রয়েছে। এটি একটি সমস্যা, কেননা আবু হানীফা রাহিমাল্লাহ বলেছেন-আমি রাসুলুল্লাহর সাতজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। অথচ সংখ্যা গণনা হচ্ছে ছয়জন, সপ্তম জনকে বাদ দেয়া হয়েছে। খুব সম্ভব কাতিব (কপি করার সময় ভুল বশতঃ) ওয়াছিলা ইবনুল আসকা'র পর আবদুল্লাহ বিন উনাইসের নাম ছেড়ে দিয়েছেন। যা পরবর্তীতে (আবু হানীফা কর্তৃক) বর্ণিত হাদীসগুলোর আলোকে প্রকাশিত। আল্লাহপাকই বিষয়টি ভালো জানেন।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী শাফিঈ (ওফাত ৯১১ হিঃ), ইমাম ইবন ইউসুফ সালিহী শাফিঈ (ওফাত ৯৪২ হিঃ), মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ হাসান সানবিলী হানাফী (ওফাত ১৩০৫ হিঃ) প্রমুখ উল্লেখ করেছেন-

ورفع هذا السؤال الى الحافظ ابن حجر العسقلاني فاجاب بمانص: ادرك الامام ابو حنيفة جماعة من الصحابة لانه ولد بكوفة سنة ثمانين من الهجرة وبها يومئذ من الصحابة عبد الله بن ابي اوفى فانه مات بعد ذلك بالاتفاق، وبالبصرة يومئذ انس بن مالك ومات سنة تسعين او بعدها. اورد ابن سعد بسند لا بأس به ان ابا حنيفة راى انسا، وكان غير هذين فى الصحابة بعده من البلاد احياء.<sup>২</sup>

অর্থ্যাৎ- ইমাম হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (ওফাত ৮৫২ হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে এ প্রশ্ন (ইমাম আযম তাবিঈ কিনা) উত্থাপিত হলে জবাবে তিনি বলেন- ইমাম আবু হানীফা সাহাবাগণের একটি জামাতের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। কেননা তিনি ৮০ হিজরীতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন, সেখানে সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা তখনো জীবিত ছিলেন। সর্বজনগ্রাহ্য মতানুযায়ী তিনি এর পরবর্তী সময়ে ইন্তিকাল করেন। বাসরায় তখনো জীবিত

১. مفتى عاشق الهى البرنى- تعليق على تبيض الصحيفة: ص ২৩-

২. الامام السيوطى - تبيض الصحيفة فى مناقب الامام ابى حنيفة: ص ২৫-

ছিলেন সাহাবী আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। হিজরী ৯০ সাল কিংবা তারও পরে তিনি ইত্তিকাল করেছেন। ইবন সা'দ অবিতর্কিত সনদে বর্ণনা করেছেন- ইমাম আবু হানীফা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছেন। এ দু'জন ছাড়াও আরো কয়েকজন সাহাবী অন্যান্য শহরে তখনো জীবিত ছিলেন।

ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুল হারিহী ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতীর তাদরীবুর রাওযী গ্রন্থের বরাতে উল্লেখ করেছেন-

وذهب ابن حجر (ای العسقلانی) فی فتاویہ انه رای اربعة من الصحابة غیر انس، وهم عبدالله بن ابی اوفی، وسهل بن سعد. وعبد الله بن انیس، وعمر و ابن حریث.<sup>۱</sup>

অর্থ্যাৎ- ইবন হাজার (আসকালানী) স্বীয় ফাতাওয়ায় এ মতই ব্যক্ত করেছেন যে, আবু হানীফা হযরত আনাস ছাড়া আরো চারজন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁরা হলেন- আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা, সাহাল বিন সা'আদ, আবদুল্লাহ বিন উনাইস এবং আমর বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহুম। ইমাম ইবন হাজার মাক্কী শাফিঈ (ওফাত ৯৭৩ হিজরী) উল্লেখ করেছেন-

ادرك الامام الاعظم ثمانية من الصحابة، منهم انس وعبدالله بن ابی اوفی، وسهل ابن سعد وابو الطفیل.<sup>২</sup>

অর্থ্যাৎ- ইমাম আযম আবু হানীফা আটজন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তন্মধ্যে হযরত আনাস, হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা, হযরত সাহাল বিন সা'আদ এবং হযরত আবুত তোফায়িল রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ।

ফিকহে হানাফীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ দুররুল মুখতার এর ভূমিকায় আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী বলেন-

وادرك بالسن نحو عشرين صحابيا.<sup>৩</sup>

অর্থ্যাৎ-বয়সানুযায়ী হিসেব করলে আবু হানীফা বিশজনের মত সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। হাদীয়ে বাংলা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাহেবজাদা বহুগ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা হাফিয আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (ওফাত ১৩৩৩ হিজরী) আটজন সাহাবী এবং একজন সাহাবিয়্যার সাথে ইমাম আযমের দেখা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।<sup>৪</sup>

শায়খ মু'মিন বিন হাসান বলেন-

وادرك رضى الله عنه ستة من الصحابة، وهم انس بن مالك وعبد الله بن الحارث بن جزء وعبد الله بن انیس وعبد الله بن ابی اوفی ووائل بن الا سقع ومقل بن يسار. وفي ادراكه جابر بن عبد الله خلاف.<sup>৫</sup>

১. الدكتور محمد قاسم عبده الحارثی۔ مكانة الامام ابی حنیفة بین المحدثین: ص ۫۫

২. الامام ابن حجر مکی۔ الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفة النعمان: ص ২২

৩. العلامة علاء الدین حصکفی۔ مقدمة درالمختار۔ ۧ: ۧ

৪. العلامة الحافظ عبد الاول جون بوری۔ النوادر المنیفة فی مناقب الامام ابی حنیفة: ص ৩১-৩৫

৫. الشیخ مؤمن بن حسن۔ نور الابصار فی مناقب آل بیت النبى المختار: ص ৩১৫



অর্থ্যাৎ-ছয় জন সাহাবীর সাথে তাঁর নিশ্চিত সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁরা হলেন- ১. আনাস বিন মালিক ২. আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন জায় ৩. আবদুল্লাহ বিন উনাইস ৪. আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা ৫. ওয়াছিলা ইবনুল আসকা ৬. মা'কাল বিন ইয়াসার। আর যাবির বিন আবদুল্লাহর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ বিষয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান।

মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ হাসান সানবিলী (ওফাত ১৩০৫ হিজরী) উল্লেখ করেছেন-

اعلم انه قد عد بعض العلماء من ادركهم الامام من الصحابة بالسن وهم:  
انس بن مالك الانصارى، وسعد بن سهل بن حنيف الانصارى، وبسر بن  
ارطاة القرشى العامرى، والسائب بن يزيد الكندى، آخر من مات بالمدينة  
المنورة من الصحابة، وسهل بن سعد الساعدى، وصدى بن عجلان ابا امامة  
الباهلى، وطارق بن شهاب البجلي الكوفى، وعبد الله بن ابي اوفى، وعبد  
الله بن بسر، وعبد الله بن ثعلبة، وعبد الله بن الحارث بن نوفل ابا محمد،  
وعبد الله بن الحارث بن جزء ابا الحارث، وعتبة بن عبد السلمي. وعامر بن  
واثلة ابا الطفيل، وعمرو بن ابي سلمة، وعمرو بن حارث القرشى المخزومى،  
وقبيصة بن زويب، ومالك بن حويرث، ومحمود بن لبيد، ومقدام بن معد  
يكرب، ومالك بن اوس، وواثلة بن الاسقع رضى الله عنهم.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- জেনে রাখুন-অনেক উলামার মতে বয়সানুযায়ী ইমাম আবু হানীফা যে সকল সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন- ১. আনাস বিন মালিক আনসারী ২. সা'আদ বিন সাহাল বিন হুনাইফ আনসারী ৩. বুসর বিন আরতাত আল কুরাশী আমিরী ৪. সায়ীব বিন ইয়াযীদ আল কিন্দী (মদীনা শরীফে ওফাত প্রাপ্ত শেষ সাহাবী) ৫. সাহাল বিন সা'আদ সায়িদী ৬. সাদী বিন আজলান আবু উমামা বাহিলী ৭. তারিক বিন শিহাব বাজিলী আল কুফী ৮. আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা ৯. আবদুল্লাহ বিন বুসর ১০. আবদুল্লাহ বিন ছা'লাবা ১১. আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন নওফাল ১২. আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন জায় আবুল হারিছ ১৩. উতবা বিন আবদুস সালামী ১৪. আমির বিন ওয়াসিলা আবুত তুফাইল ১৫. আমর বিন আবি সালমা ১৬. আমর বিন হারিছ কুরাশী আল মাখযুমী ১৭. কুবাইসা বিন যুওয়াইব ১৮. মালিক বিন হুওয়াইরিছ ১৯. মাহমুদ বিন লাবীদ ২০. মিকদাম বিন মা'দিকারিব ২১. মালিক বিন আউস ২২. ওয়াছিলা ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

শায়খ আবদুল আযীয ইয়াহইয়া সা'দী বলেন-

فقد اتفق العلماء على انه ادرك زمن الصحابة ولا يشك فيه احد، لان مو  
لده رحمه الله على القول الصحيح المشهور سنة ثمانين، وكان قرن  
الصحابة منتها الى رأس المائة الى سنة مائة وعشرة.<sup>২</sup>

১. العلامة محمد حسن السنبلی- تنسيق النظام فى مسند الامام - ص ৯

২. الشيخ عبد العزيز يحيى السعدى- الامام الاعظم ابو حنيفة والثنائيات فى مسانيدہ : ص ৫৪



অর্থ্যাৎ- এ বিষয়ে উলামায়ে কিরাম একমত যে, তিনি (আবু হানীফা) সাহাবায়ে কিরামের যুগ পেয়েছেন। এতে কারো সন্দেহ নেই। কেননা বিখ্যাত এবং গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী ৮০ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আর সাহাবাগণের যুগ শেষ হয়েছে (হিজরী) প্রথম শতাব্দীর শেষ এবং ১১০ হিজরী পর্যন্ত।

জাস্টিস মাওলানা মুফতী তাকী উসমানী বলেন-

امام صاحب کی تابعیت ایک مسلم اور ناقابل انکار حقیقت ہے۔<sup>۱</sup>

অর্থ্যাৎ-ইমাম সাহেব (আবু হানীফা) যে তাবিঈ ছিলেন ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত এবং অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রণীত ইসলামী বিশ্বকোষে এ সম্পর্কিত ভাষ্য হচ্ছে-“আবু হানীফা (র.) ছিলেন একজন তাবিঈ (ইবনু-নাদীম, পৃ: ১০১)। ইবন সা’দ তাঁকে তাবিঈদের পঞ্চম স্তরের অন্তর্ভুক্ত বুলিয়াছেন। তিনি আনাস বিন মালিক (মৃ: ৯৩ হি:) কে দেখিয়া ছিলেন। এবং আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা (মৃ: ৮৭ হি:) সাহল ইবন সা’দ (মৃ: ৯১ হি:), আবুত তুফায়ল আমির ইবন ওয়াছিলা (মৃ: ১০২ হি:) প্রমুখ সাহাবীর সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহাদের অনেকের সাক্ষাৎ লাভ করেন।”<sup>২</sup>

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম এ বিষয়ে তাঁর গবেষণার ফলাফল এভাবে উল্লেখ করেছেন-অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণের ভিত্তিতে একথা জোর করিয়া বলা যায় যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) সাহাবাদের দর্শন লাভ বুলিয়াছেন।<sup>৩</sup>

বিশিষ্ট গবেষক মাওলানা এ, এম, এম, সিরাজুল ইসলাম তাঁর পরিশ্রমলব্ধ গবেষণা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) তাবিঈ ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা (র.) তাঁর সময়ে জীবিত কতিপয় সাহাবা (র.) এর সাক্ষাৎ অবশ্যই পেয়েছেন।<sup>৪</sup>

এরপর তিনি নির্ভরযোগ্য কিতাবাদী থেকে এতদবিষয়ক বিভিন্ন বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

ড. মুহাম্মাদ ফাউযী ফাইদুল্লাহ ১৬ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন যাদের সাথে ইমাম আযমের সাক্ষাৎ হয়েছে।<sup>৫</sup>

১. مفتی مولانا تقی عثمانی، درس ترمذی - ۹۲ : ۱ -

২. ইসলামী বিশ্বকোষ ২য় খণ্ড, ইফাবা - পৃষ্ঠা ৩৫৯

৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম - হাদীস সংকলনের ইতিহাস - পৃষ্ঠা ২৬২

৪. এ, এম, এম, সিরাজুল ইসলাম - ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) - পৃষ্ঠা ১০৬

৫. الدكتور فوزی فیض الله - مقدمة الامام ابو حنیفة النعمان محدثا فی كتب المحدثین للشیخ نور سويد : ص ۹ -

ماڳولانا شاھ আবুল হাসان یاید فاروقی لیکھن-

صحابیت کے بعد تابعیت سے بڑھ کر اسلام میں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، اور ائمہ مجتہدین میں یہ مرتبہ عالی صرف حضرت امام اعظم کو ملا ہے، حدائق الحنفیہ میں لکھا ہے کہ آپ بیس صحابہ سے زیادہ کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور کئی ایک کی زیارت کی ہے اور بعض سے حدیث سنی ہے۔<sup>۱</sup>

اثریاء- اسلامے ساهابیر پره تابیدئ تھکه سمنان و مریادا انی کارو نهی۔ آار موجدتاهید ایمامگنهر مध्ये केवल ایمام आयमेरई ए मरीادا रयेछे। हादाईकुल हानाफिय्या'य लेखा रयेछे ये, तिनि बिशजनर अधिک सاهابیر युगे जनग्रहण करेन। एर मध्ये कतिपयेर साथे तार शुधु साक्षां हयेछे एवं कतिपयेर काछ तھکه हादीसओ गुनेछेन।

माڳولانا कायी आतहार मुबारकपुरी ए बिषयटिर आलोचना एभावे करेछेन-

ائمہ اربعہ متبوعین میں صرف امام صاحب کو متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم کی زیارت اور ملاقات و ہم نشینی کا شرف حاصل ہے، اور آپ کا شمار اعیان تابعین میں ہوتا ہے، آپ کی بچپن میں متعدد صحابہ کوفہ میں بقید حیات تھے، جن کی زیارت اور ملاقات سے مسلمان فیضیاب ہوتے تھے، خود آپ کی دکان کے مالک عمرو بن حریت موجود تھے، جن کی وصال ۸۵ھ میں ہوا۔<sup>۲</sup>

اثریاء- انوسرणीय चार इमामेर मध्ये केवल इमाम साहेबेर (इमाम आयम) किछु संख्यक सहाबीर साथे साक्षां एवं तांदेर समसामयिक हওয়ার गौरव रयेछे। ताई तिनि ताबिददैर मध्ये गण्य हन। तार बाल्यकाले कुफाय किछु संख्यक सहाबी जीवित छिलेन। यांदेर दर्शन ओ साक्षाते मुसलमानगण उपकृत हतेन। तार दोकानेर मालिक स्वयं सहाबी हयरत आमर बिन हुराईछ जीवित छिलेन, यार इत्तिकाल ८५ हिजरी साले हयेछे।

किताबुल आछार'र इंगरेजी अनुवादक আবদুস সামাদ ক্লার্ক বলেন- He was one of the followers because it is authentically established that he saw Anas ibn Malik when he came to Kufa, and that similarly he also saw other companions.<sup>3</sup>

اثریاء- बिशुस्त सूत्रे एटा प्रमाणित ये, तिनि एकजन ताबिद छिलेन। आनास बिन मालिक रादियाल्लाहु आनहु यখন कुफा नगरीते आसेन, तखन तिनि तार साथे साक्षां करेछेन एवं एकइभावे अन्यान्य सहाबीर साथेओ तार साक्षां हयेछे।

উপরের আলোচনায় প্রমাণিত হলো যে, সায়্যিদুনা আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ একজন তাবীঈ ছিলেন। ফিক্‌হ ও হাদীসের ইমামগণের মধ্যে এ মর্যাদা অন্য কারো ছিলোনা। যদি এটা কেউ

১. حضرت شاه ابو الحسن زید فاروق، سوانح امام اعظم ابو حنیفہ - ص ۳۹۔

۲. مولانا قاضی اطہر مبارک پوری، سیرت ائمہ اربعہ - ۳۸ : ۳۷۔

3. Abdassamad Clarke - The Kitab al-Athar of Imam Abu Hanifah.  
Introduction XXXVI

মানতে না চায় (যেমনটি গাইর মুকাল্লিদ ও সালাফীগণের কেউ কেউ বলে) তবে এটা তার প্রকাশ্য জেহালত বা অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুহ্ হারিছী স্বীয় পিএইচডি'র থিসিস গ্রন্থে এ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ এবং প্রামাণ্য আলোচনা উপস্থাপনের পর বলেছেন-

فننتهى الى القول بان ابا حنيفة تابعى ومن قال غير ذلك فانما ينفى عنه الفضيلة حقدا وحسدا.<sup>۱</sup>

অর্থ্যাৎ- আমরা এ কথার উপর ইতি টানতে চাই যে, নিশ্চয়ই আবু হানীফা তাবিঈ ছিলেন। যে কেউ এর বিপরীত বলে তারা হিংসা বসতঃ তাঁর মর্যাদাকে খাটো করতে চায়।

## ইমাম আযমের যুগে জীবিত সাহাবীগণের ইত্তিকাল সন

ইমাম ইবনু হিব্বান (ওফাত ৩৫৪ হিজরী) এর আস সিকাত ও মাশাহিরু উলামায়িল আমসার, ইমাম বুখারীর তারিখুল কাবীর ও তারিখুস সাগীর, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী'র আল ইসাবা ফী তাময়িযিজ সাহাবা, তাহযীবুত তাহযীব ও তাকরীবুত তাহযীব, ইমাম মিয়যী'র তাহযীবুল কামাল, ইমাম যাহবীর সিয়াকু আ'লামিন নুবালা ও আল কাশিফ প্রভৃতি রিজাল শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদির বরাতে শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লার সময়ে জীবিত সাহাবীগণের ইত্তিকাল সন চিহ্নিত করেছেন। এই আলোচনা ইমাম আযমের তাবিঈ হওয়ার ব্যাপারে উত্থাপিত অহেতুক বিতর্ক অবসানে সহায়ক হবে।

১. হযরত আবু তোফাইল আমির বিন ওয়াসিলা-ওফাত ১০৭/১১০ হিজরী
২. হযরত আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন জায যুবাইদী- ওফাত ৯৯ হিজরী
৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন বুসর- ওফাত ৮৮ হিজরী
৪. হযরত মাহমুদ বিন লাবীদ- ওফাত ৯৬ হিজরী
৫. হযরত আনাস বিন মালিক- ওফাত ৯১/৯৩/৯৫ হিজরী
৬. হযরত মালিক বিন আউস- ওফাত ৯২ হিজরী
৭. হযরত সাহাল বিন সা'দ- ওফাত ৮৮/৯১ হিজরী
৮. হযরত সাযিব বিন ইয়াযীদ আল কিন্দী- ওফাত ৯১ হিজরী
৯. হযরত আবদুল্লাহ বিন সা'লাবা- ওফাত ৮৯ হিজরী
১০. হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা- ওফাত ৮৭ হিজরী
১১. হযরত মিকদাম বিন মা'দিকারিব- ওফাত ৮৭ হিজরী
১২. হযরত উতবা বিন আবদুস সালামী - ওফাত ৮৭ হিজরী

১. الدكتور محمد قاسم عبده الحارثي - مكانة الامام ابي حنيفة بين المحدثين: ص ৫১



১৩. হযরত আবু উমামা বাহিলী- ওফাত ৮৬ হিজরী
১৪. হযরত বুসর বিন আরতাত- ওফাত ৮৬ হিজরী
১৫. হযরত আ'মর বিন হোরাইস- ওফাত ৮৫ হিজরী
১৬. হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা- ওফাত ৮৩/৮৫ হিজরী
১৭. হযরত তারিক বিন শিহাব বাজিলী- ওফাত ৮৩ হিজরী
১৮. হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ- ওফাত ৭৮ হিজরী
১৯. হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার- ওফাত ৬০ থেকে ৭০ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে।
২০. হযরত আবদুল্লাহ বিন জা'ফর বিন আবু তালিব-ওফাত ৮০ হিজরী

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইমাম আযম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র ইত্তিকালের সন ১৫০ হিজরী এতে কোন মতানৈক্য নেই। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ৮০ হিজরী সালকে তাঁর জন্ম সন ধরে নিলে উল্লিখিত সাহাবীগণের মধ্যে কয়েকজনের সাথে তাঁর দেখা হওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তবে তাঁর জন্ম সন সম্পর্কিত অন্য যে মতগুলো রয়েছে (৬১/৬৩/৭০ হিজরী) তা বিবেচনায় আনলে এ সমস্যা আপনা থেকেই সমাধান হয়ে যায়।

## সাহাবী থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা

ইমাম আযম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ সরাসরি কোন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন কি না তা নিয়ে প্রচণ্ড মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আযম সাহাবী থেকে সরাসরি কোন হাদীস বর্ণনা করেননি বলে অনেকে সাব্যস্ত করেছেন। সাহাবী থেকে ইমাম আযমের সরাসরি হাদীস বর্ণনা বিষয়টি তাহকীক করে যারা প্রমাণ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম বুখারী ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল'র উস্তাদ ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন (ওফাত ২১৮ হিজরী), ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ প্রমুখের উস্তাদ ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন (ওফাত ২৩৩ হিঃ), ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মাদ বিন হারুণ বিন আবদুল্লাহ হাদরামী (ওফাত ৩২১ হিঃ), ইমাম আলী বিন মুহাম্মাদ বিন কাছ নাখরী (ওফাত ৩২৪ হিঃ), ইমাম মুহাম্মাদ বিন উমার জাআবী (ওফাত ৩৫৫ হিঃ), ইমাম আবু নাঈম ইস্পাহানী (ওফাত ৪৩০ হিঃ), ইমাম ইবনু আবদিল বার মালিকী (ওফাত ৪৬০ হিঃ), ইমাম আবু মা'শার আবদুল কারীম শাফিঈ (ওফাত ৪৭৮ হিঃ), ইমাম মাওফিক বিন আহমাদ মাক্কী হানাফী (ওফাত ৫৬৭ হিঃ), ইমাম সাব্বত ইবনুল জাউযী (ওফাত ৬৫৪ হিঃ), ইমাম খাওয়ারিয়মী হানাফী (ওফাত ৬৬৫ হিঃ), ইমাম ইবনু কাছীর হাম্বলী (ওফাত ৭৭৪ হিঃ), ইমাম আবদুল কাদির বিন আবিল ওয়াফা হানাফী (ওফাত ৭৭৫ হিঃ), ইমাম ইবন বাযযায কারদারী হানাফী (ওফাত ৮২৮ হিঃ), ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী শাফিঈ (ওফাত ৯১১ হিঃ), ইমাম ইবনু হাজার মাক্কী শাফিঈ (ওফাত ৯৭৩ হিঃ), ইমাম ইবনু ইমাদ হাম্বলী (ওফাত ১০৮৯ হিঃ) প্রমুখ।



এছাড়া পরবর্তী আরো অনেকেই এ বিষয়ে গবেষণা করত: সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থভাণ্ডার তালিশ করলে বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী স্বীয় তাবরীদুস সাহীফা গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন-

### ذكر ماوردالا امام ابو حنيفة عن الصحابة رضى الله عنهم

অর্থ্যাৎ- ইমাম আবু হানীফা সাহাবগণ থেকে যা বর্ণনা করেছেন।

এই পরিচ্ছেদে ইমাম সুয়ুতী ইমাম আবু মা'শার এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম আযম কর্তৃক কয়েকজন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে এসব হাদীসের সনদ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেছেন। ইমাম সুয়ুতী প্রতিটি হাদীস বর্ণনার পূর্বে- ইমাম আবু মা'শার এর সনদ বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। পরে সনদের উপর নিজ মন্তব্য রেখেছেন। আমরা এখানে ইমাম আবু মা'শার এর সনদ বাদ দিয়ে কেবল মতন উল্লেখ করলাম। সাথে সাথে প্রতি হাদীসের সনদের উপর ইমাম সুয়ুতীর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা না করে কেবল প্রথম হাদীসের সনদে তাঁর মন্তব্য উদাহরণ হিসেবে পেশ করলাম।

ইমাম আবু মাশা'র নিজ সনদে ইমাম আবু হানীফা কর্তৃক সাহাবী সায্যিদুনা আনাস বিন মালিক থেকে তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন-

১. طلب العلم فريضة على كل مسلم

২. الدال على الخير كفاعله

৩. ان الله يحب اغائة اللهفان

প্রথম হাদীসের সনদ সম্পর্কে ইমাম সুয়ুতী বলেন-

الحديث الاول متنه مشهور، وقد قال النووى فى فتاواه هو حديث ضعيف وان كان معناه صحيحا، وقال الحافظ جمال الدين المزي وروى من طريق يبلغ رتبة الحسن، قلت وعندى انه بلغ رتبة الصحيح لانى وقفت له على نحو خمسين طريقا وقد جمعتها فى جزء ١

অর্থ্যাৎ- প্রথম হাদীসের মতন মশহুর। ইমাম নববী স্বীয় ফাতাওয়া গ্রন্থে বলেছেন, অর্থ সাহীহ হলেও হাদীসটি যাবীফ। আর হাফিয জামালুদ্দিন মিয়যী বলেছেন, ঐ হাদীস এমন সনদেও বর্ণিত হয়েছে যা হাসান পর্যায়ভূক্ত। আমি বলি, আমার মতে এ হাদীস সাহীহ পর্যায়ভূক্ত। কেননা আমার জানামত এ হাদীসের পঞ্চাশটি ভিন্ন ভিন্ন সনদ রয়েছে। যা আমি একটি পুস্তিকায় একত্রিত করেছি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বর্তমান যুগে যারা কিছু অনুবাদ গ্রন্থ পড়েই ইলমে হাদীসের পণ্ডিত সেজে বসেছেন, যারা কেবল দু'এক বিশেষ ব্যক্তির মন্তব্যের উপর হাদীসের সাহীহ-যাবীফ

১. الامام السيوطى- تبييض الصحيفة فى مناقب ابى حنيفة: ص ٣٦

এর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন; ইমাম হাফিয জালালুদ্দিন সুয়ুতী শাফিঈর উপরোক্ত আলোচনায় তাদের জন্য একটি মহৎ শিক্ষা রয়েছে। সাহাবী আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম আযম বর্ণিত একটি হাদীসের সনদ পর্যালোচনায় তিন জন হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমাম তিন ধরনের মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এর কারণ ইমাম সুয়ুতীর আলোচনায় স্পষ্ট। ইমাম আবু মা'শার এর সনদের ভিত্তিতে ইমাম নববী শাফিঈ এ হাদীসকে যারীফ বলেছেন। অথচ ইমাম মিশযীর কাছে এ হাদীসের এমন সনদও রয়েছে যা হাসান পর্যায়ের। আবার ইমাম সুয়ুতীর কাছে এই একই হাদীসের পঞ্চাশটি সনদ বিদ্যমান রয়েছে, যা সাহীহ পর্যায়ের। তাই কোন হাদীসের একটি মাত্র সনদ দেখে কোন বিশেষজ্ঞের দেয়া সিদ্ধান্ত মতে হাদীসকে যারীফ সাব্যস্ত করা মোটেই ঠিক নয়। (অথচ এই অর্থিক কাজটা ইদানিং একটু বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে) কেননা একই হাদীসের অন্য একাধিক সাহীহ সনদও থাকতে পারে।

ইমাম আবু মা'শার নিজ সনদে ইমাম আবু হানীফা কর্তৃক সাহাবী ওয়াছিলা ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যথা-

১. دع مايريبك الى ما لا يريبك.

২. لا تظهر الشماتة لاختيك.

সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আবি আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যথা-

১. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة.

সাহাবিয়া আয়শা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যথা-

১. اكثر جند الله في الارض الجراد لا اكله ولا احرمه.

সাহাবী আবদুল্লাহ বিন উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যথা-

১. حبك الشيء يعمى ويصم.

এ হাদীস ব্যাপারে একটি আপত্তি উত্থাপন করা হয়। ইমাম সুয়ুতী তা উল্লেখপূর্বক সমাধানও বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন-

واصعب ما هنا ان يقال ان عبد الله بن انيس الجهني الصحابي المشهور مات سنة اربع وخمسين، وذلك قبل مولد ابي حنيفة بدهر.

والجواب : ان الصحابة المسمين عبد الله بن انيس خمسة، فلعل الذي روى عنه ابو حنيفة واحد آخر منهم غير الجهني المشهور.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- এখানে একটি অভিযোগ উত্থাপন পূর্বক বলা হয় যে, বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ বিন উনাইস জুহনী আবু হানীফার জন্মের একযুগেরও পূর্বে ৫৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। এর জবাব হচ্ছে- আবদুল্লাহ বিন উনাইস নামে পাঁচজন সাহাবী ছিলেন। হতে পারে ইমাম আবু

১. الامام السيوطي- تبييض الصحيفة : ص ৩৮-৩৭

হানীফা যার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বিখ্যাত জুহনী ছাড়া অন্য কোন জন। উপরের আলোচনা পুরোটাই ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতীর তাবয়ীদুস সাহীফা গ্রন্থের আলোকে করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, ইমাম আবু মা'শার এর বরাতে ইমাম সুয়ূতী পাঁচজন সাহাবী থেকে আটটি হাদীস আবু হানীফা কর্তৃক বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন :

১. সায্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩টি
২. সায্যিদুনা ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু ২টি
৩. সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি
৪. সায্যিদুনা আইশা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহা ১টি
৫. সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ সালিহী শাফিঈ (ওফাত ৯৪২ হিজরী) নিজ সনদে আবু হানীফা কর্তৃক কয়েকজন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা ইমাম সালিহী বর্ণিত হাদীসের সনদ ও মতন উল্লেখ না করে কেবল সাহাবীর নাম এবং হাদীস সংখ্যা উল্লেখ করলাম।

১. সায্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩টি
২. সায্যিদুনা ওয়াছিলা ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু ২টি
৩. সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন জায রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি
৪. সায্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি
৫. সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি
৬. সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি
৭. সায্যিদুনা আয়শা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি

ইমাম সালেহী স্বীয় গ্রন্থে নিজ সনদে সাতজন সাহাবী থেকে দশটি হাদীস ইমাম আবু হানীফা কর্তৃক বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম খাওয়ারিয়মী (ওফাত ৬৬৫ হিজরী) বলেন-

اتفق العلماء على انه روى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة اوسبعة اوثمانية على اختلاف الروايات. قال الامام الظاهرة داؤد الظاهري في رسالته التي كتب في مناقب الامام رضى الله عنه. وادرك بالسنن عشرين من الصحابة وروى عن ثمانية منهم.<sup>১</sup>

১- الامام الخوارزمي - مقدمة جامع المسانيد ১: ৫



অর্থ্যাৎ- এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম একমত যে, তিনি (আবু হানীফা) সাহাবী থেকে (সরাসরি) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের সংখ্যা ছয়, সাত, নাকি আট তা নিয়ে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম দাউদ যাহিরী ইমাম আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মানাকিব সম্পর্কিত নিজ রিসালায় বলেছেন, বয়সের হিসেবে তিনি বিশজন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তন্মধ্যে আটজন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী মুনিয়াতুল মুফতি গ্রন্থের বরাতে বলেছেন-

وصح ان ابا حنيفة سمع الحديث من سبعة من الصحابة.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- এটা সত্য যে, ইমাম আবু হানীফা সাত জন সাহাবীর কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন। ইমাম আবদুল কাদির বিন আবিল ওয়াফা (ওফাত ৭৭৫ হিজরী) বলেন-

والذى سمع منهم رضى الله عنهم اجمعين عبد الله بن انيس وعبد الله بن جزء الزبيدي وانس بن مالك وجابر بن عبد الله ومقل بن يسار وواثلة بن

الاسقع وعائشة بنت الاجر.<sup>২</sup>

অর্থ্যাৎ- আর তিনি (আবু হানীফা) যে সকল সাহাবী থেকে হাদীস শুনেছেন তাঁরা হলেন আবদুল্লাহ বিন উনাইস, আবদুল্লাহ বিন জায় যুবাইদী, আনাস বিন মালিক, জাবির বিন আবদুল্লাহ, মা'কাল বিন ইয়াসার, ওয়াছিলা ইবনুল আসকা এবং আয়শা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ হাসান সানবিলী (ওফাত ১৩০৫ হিজরী) বলেন-

قال الكردرى فبلغ خمسين حديثا يرويه الامام عن الصحابة.<sup>৩</sup>

অর্থ্যাৎ-ইমাম কারদারী বলেছেন, সাহাবায়ে কিরাম থেকে ইমাম আযম বর্ণিত হাদীস সংখ্যা পঞ্চাশে পৌঁছে।

আল্লামা যাকার আহমদ উসমানী (ওফাত ১৩৯৪ হিজরী) বলেন-

العلامة بدر الدين الحنفى حيث اثبت سماعه عن ادركه من الصحابة.<sup>৪</sup>

অর্থ্যাৎ-আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (ওফাত ৮৫৫ হিজরী) প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা যে সকল সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন তাঁদের কাছ থেকে (হাদীসও) শুনেছেন।

১- العلامة علاء الدين - مقدمة الدر المختار - ص ৫৭

২- الامام عبد القادر بن ابي الوفاء - الجواهر المضية - ص ২১

৩. العلامة محمد حسن السنبلی - تنسيق النظام فى مسند الامام ص ১২

৪. العلامة ظفر احمد العثمانى - ابو حنيفة و اصحابه المحدثون - ص ৭



ইমাম আযমের শাগরিদ এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও ইমাম বুখারীর শায়খ ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন (ওফাত ২১৮ হিজরী) বলেন-

رأى انس بن مالك سنة خمس وتسعين وسمع منه.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- পঁচানব্বই হিজরীতে তিনি (আবু হানীফা) আনাস বিন মালিককে দেখেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীসও শুনেছেন।

ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন (ওফাত ২৩৩ হিজরী) বলেন-

ابو حنيفة صاحب الرأي قدسمع من عائشة بنت عجرد.<sup>২</sup>

অর্থ্যাৎ- ছাহেবুর রায় আবু হানীফা আয়শা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে নিশ্চিত হাদীস শুনেছেন।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, উর্দু, আরবী ও ইংরেজী ভাষায় হাজার গ্রন্থ প্রণেতা, সুবক্তা শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা আটজন সাহাবী থেকে ১৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন-

১. সায্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ৫টি
২. সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু ২টি
৩. সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন জায় রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি
৪. সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন হারিছ রাদিয়াল্লাহু আনহু ২টি
৫. সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ২টি
৬. সায্যিদুনা ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু ২টি
৭. সায্যিদুনা আইশা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহা ১টি
৮. সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আবি হাবীব রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি

ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুল হারিছী স্বীয় থিসিস গ্রন্থে ইমাম আযম কর্তৃক সাহাবী থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা বিষয়ে আলোচনা শেষে বলেছেন-

وقد روينا ان الذهبي وابن حجر والسيوطي هم شافعيون المذهب اثبتوا له الرواية والسماع.<sup>৩</sup>

১- الامام الصيمرى - اخبار ابى حنيفة واصحابه - ص ৪

২- الامام يحيى بن معين - تاريخ ابن معين (رواية الدورى) ৪৮: ৩

৩- الدكتور محمد قاسم عبده الحارثى - مكانة ابى حنيفة بين المحدثين - ص ১৫

অর্থ্যাৎ- আমরা দেখি ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবন হাজার ও ইমাম সুয়ুতী শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা সাহাবীদের দেখেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম দারাকুতনী, ইমাম ইবন শাহীন ও ইমাম তাবারানী'র শায়খ (উস্তাদ) ইমাম আলী বিন মুহাম্মাদ বিন কাস্ নাখয়ী ইমাম আযমের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-

من فضائله انه روى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان العلماء اتفقوا على ذلك، واختلفوا في عددهم!

অর্থ্যাৎ- তাঁর (আবু হানীফা) বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ কথার উপর উলামায়ে কিরাম একমত। কেবল সাহাবীর সংখ্যা নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে।

### একটি সন্দেহের অপনোদন

ইমাম আবু হানীফা যে সকল সাহাবা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের ইত্তিকালের সন দেখে কেউ সন্দেহে পতিত হতে পারেন যে, এতো কম বয়সে হাদীস বর্ণনা করা বিধিবদ্ধ কিনা। যেমন- আধুনিক গবেষণার ফলাফল হচ্ছে, ইমাম আযম সাহাবী আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে পাঁচটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর ইত্তিকাল হয়েছে ৯১/৯৩/৯৫ হিজরীতে। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী হিসেব করলে ইমাম আযমের জন্ম ৮০ হিজরীতে। সুতরাং সায্যিদুনা আনাস বিন মালিক এর ইত্তিকালের সময় তাঁর বয়স ১১/১৩/১৫ বছর। অন্যান্য সাহাবীর ইত্তিকাল সন দেখলে দেখা যাবে তখন ইমাম আযমের বয়স ছয়/সাত বছর ছিলো। এমতাবস্থায় এসকল সাহাবীর কাছ থেকে তাঁর পক্ষে হাদীস বর্ণনা করা বিধিবদ্ধ কিনা? এর জবাব হলো, মুহাদ্দিসীদের কাছে পাঁচ বছরের বাচ্চার হাদীস শ্রবণ করার বৈধতা আছে।

বিশেষ করে ইমাম বুখারী পাঁচ বছর বয়সের বাচ্চার হাদীস শ্রবণ বৈধ বলে মত দিয়েছেন। এমনকি তিনি স্বীয় আল জামীউস সাহীহ (বুখারী শরীফ) গ্রন্থের কিতাবুল ইলম অধ্যায়ে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন-

باب متى يصح سماع الصغير

অর্থ্যাৎ- ছোট বাচ্চার কোন বয়সে হাদীস শ্রবণ করা বৈধ।

এই পরিচ্ছেদের অধীনে ইমাম বুখারী সাহাবী সায্যিদুনা মাহমুদ বিন রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন-

عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن خمس سنين من دلو

অর্থ্যাৎ- আমার স্মরণ আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঢাউল (পাত্র বিশেষ) থেকে পানি নিয়ে আমার চেহারায় কুলি করেন। তখন আমি পাঁচ বছরের বাচ্চা ছিলাম।

আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী পাঁচ বছরের বাচ্চার হাদীস শোনা বৈধ মনে করেই ক্ষান্ত হননি, বরং স্বীয় সাহীহ গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীস বর্ণনা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাই এ বিষয়ে অহেতুক প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগই নেই।

### ইমাম আযমের উস্তাদ সংখ্যা

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি ইমাম আবু হানীফা আটজন সাহাবী থেকে ষোলটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাই ইলমে হাদীসে ইমাম আযমের উস্তাদের মধ্যে এই আটজন সাহাবী গণ্য হন। ইমাম ইবন হাজার মাক্কী ইমাম আযমের উস্তাদের সংখ্যা বিষয়ে বলেন-

هم كثيرون لايسع هذا المختصر ذكرهم، وقد ذكر منهم الامام ابو حفص الكبير اربعة الاف شيخ من التابعين فما بالك بغيرهم<sup>১</sup>।

অর্থ্যাৎ- তাঁদের সংখ্যা অনেক। এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁদের আলোচনা সম্ভব নয়। ইমাম আবু হাফস কাবীর বলেছেন, তাঁদের সংখ্যা চার হাজার। অন্যেরা বলেন- কেবল তাবিঈদের মধ্যে তাঁর উস্তাদের সংখ্যা চার হাজার। তাবিঈ ছাড়া বাকীরা তো রইলেন।

ইমাম আযমের উস্তাদগণ সম্পর্কে ইমাম শা'রানী শাফিঈ (ওফাত ৯৭৩ হিজরী) বলেন-

لا يروى حديثا الا عن خيار التابعين العدول الثقات، الذين هم من خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالا سود وعلقمة وعطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسن البصري واضرابهم رضى الله عنهم، فكل الرواة الذين هم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدول، ثقات، اعلام، اخيار، ليس فيهم كذاب ولا متهم بكذب<sup>২</sup>।

অর্থ্যাৎ- ইমাম আবু হানীফা সিকাহ (নির্ভরযোগ্য), আদুল (হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ) উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন তাবিঈগণ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি। যাদের যুগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইরুল কুরুন বা উত্তম যুগ বলে অভিহিত করেছেন। যেমন- ইমাম আসওয়াদ, ইমাম আলকামা, ইমাম আ'তা, ইমাম ইকরিমা, ইমাম মুজাহিদ, ইমাম মাকহুল, ইমাম হাসান বাসরী এবং তাঁদের সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের মধ্যে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে না কোনো মিথ্যাবাদী আছেন আর না তাঁদের ব্যাপারে কেউ মিথ্যার অভিযোগ করেছেন।

১- الامام ابن حجر المكي - الخيرات الحسان - ص: ৫০

২- الامام الشعراني - الميزان الكبرى - ২: ৩৫



## ইমাম আযমের কয়েকজন উস্তাদ

ইমাম আবু হানীফা রাহিমাল্লাহু'র উস্তাদের মধ্যে কয়েক জনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো। এতে সহজেই ইলমে হাদীসে ইমাম আযমের অবস্থান অনুমান করা যাবে।

### ১. ইমাম হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান, ওফাত ১২০ হিজরী

তঁার কুনিয়াত ছিলো আবু ইসমাইল। তিনি ছিলেন সে সময়ে ইরাকের শ্রেষ্ঠ ফকীহ। ইমাম আযম ১৮ বছর ইমাম হাম্মাদের ছাত্র হিসেবে কাটান। এ সময় তিনি তঁার কাছ থেকে হাদীস ও ফিকহ শেখেন। ইমাম হাম্মাদ সায্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈগণ তঁার উস্তাদ ছিলেন। তন্মধ্যে ইমাম সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, ইমাম সাঈদ ইবন জুবাইর, ইমাম হাসান বিন ইয়াসার বাসারী, ইমাম ইকরিমা, ইমাম শা'বী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

১২০ হিজরীতে কুফায় তিনি ইত্তিকাল করলে সবার পরামর্শে ইমাম আবু হানীফা তঁার স্থলাভিষিক্ত হন।

### ২. ইমাম নারফি' মাওলা ইবন উমার, ওফাত ১১৭ হিজরী

ইলমে হাদীসে ইমাম আযমের উস্তাদগণের অন্যতম হচ্ছেন-ইমাম নারফি' মাওলা ইবন উমার। তঁার পুরো নাম আবু আবদিল্লাহ নারফি' বিন হরমুয আদাওয়ী মাদানী। তিনি আটজন সাহাবীর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তঁারা হলেন- সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু। সায্যিদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু। সায্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু। সায্যিদুনা আবু লুবাবা ইবন আবদুল মুনযির রাদিয়াল্লাহু আনহু। সায্যিদুনা নারফি' বিন খুদাইজ রাদিয়াল্লাহু আনহু। উম্মুল মু'মিনীন আয়শা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা। উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। সায্যিদাতুনা রুবাইয়্যি বিনতে মুআউযিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা। ইমাম নারফি'র ইলমি অবস্থান নতুন করে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। তঁার যুগে ইলমে হাদীসের ছাত্রগণ পতঙ্গের ন্যায় ছুটে যেতেন তঁার কাছে। মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মালিকও তঁার ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন-

إذا سمعت من نافع حديثاً عن ابن عمر لا أبالي أن لا اسمعه من غيره.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- আমি যখন নারফি'র কাছ থেকে ইবন উমার এর কোনো হাদীস শুনে নিতাম তখন এ হাদীস অন্য কারো কাছে শুন্য প্রয়োজন বোধ করতাম না।

১১৭ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

### ৩. ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির, ওফাত ১৩০ হিজরী

ইলমে হাদীসে ইমাম আযমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উস্তাদ ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির। তঁার কুনিয়াত ছিলো আবু আবদিল্লাহ। মদীনা শরীফের বাসিন্দা ছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যমতে

১- الامام النووي - تهذيب الاسماء واللغات - ২ : ২২৬

তিনি দশজন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন- সায্যিদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু। সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। সায্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। সায্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। উম্মুল মু'মিনীন আয়শা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা। সায্যিদাতুনা উমাইমা বিনতে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির ১৩০ হিজরীতে ইত্তিকাল করেন।

#### ৪. ইমাম হিশাম বিন উরওয়া, ওফাত ১৪৬ হিজরী

ইমাম আযমের উস্তাদ ইমাম হিশাম বিন উরওয়া। তাঁর পুরো নাম- আবুল মুনযির হিশাম বিন উরওয়া ইবন যুবাইর বিন আওয়াম। তিনি ৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মদীনা শরীফের বাসিন্দা ছিলেন। সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার, সায্যিদুনা আনাস বিন মালিক, সায্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ, সায্যিদুনা সাহাল বিন সা'আদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। কতিপয় সাহাবী এবং বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈগণ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ১৪৬ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

#### ৫. ইমাম কাতাদাহ্ বিন দিআমাহ্, ওফাত ১১৭ হিজরী

ইলমে হাদীসে ইমাম আযমের উস্তাদ ইমাম কাতাদাহ্ বিন দিআমাহ্ ৬০ হিজরীতে বাসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবুল খাত্তাব, উপাধি ছিলো কুদওয়াতুল মুফাসসিরীন ওয়াল মুহাদ্দিসীন। জন্মান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ছিলেন। সাহাবীগণের মধ্যে সায্যিদুনা ইমরান বিন হোসাইন, সায্যিদুনা সাফিনা, সায্যিদুনা আবু হুরাইরা, সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন সারাজিস্ ও সায্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া তাঁর উস্তাদের মধ্যে রয়েছেন- ইমাম সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, ইমাম হাসান বাসারী, ইমাম আতা বিন আবি রিবাহ্, ইমাম ইকরিমা প্রমুখ বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ। ইমাম কাতাদা সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল বলেন-

كان قتادة أحفظ أهل البصرة، لا يسمع إلا حفظه، وقرأ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- কাতাদাহ্ বাসরার সর্বশ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ছিলেন। কোন কিছু একবার শুনলেই তাঁর মুখস্থ হয়ে যেতো। সহীফায়ে জাবির তাঁর কাছে মাত্র একবার পড়া হয়েছিলো, এতেই তিনি তা মুখস্থ করে ফেলেন।

ইমাম কাতাদাহ্ ১১৭ হিজরীতে ইরাকের ওয়াসিত শহরে ইত্তিকাল করেন।

১- الامام ابن ابى حاتم- الجرح والتعديل - ৭ : ১৩৬، الامام المزی- تهذيب الكمال - ২৩ : ১১১

## ৬. ইমাম আতা বিন আবি রিবাহ্, ওফাত ১১৪ হিজরী

ইলমে হাদীসে ইমাম আবু হানীফার বিখ্যাত উস্তাদ ছিলেন ইমাম আতা। তাঁর পুরো নাম- আবু মুহাম্মাদ আতা বিন আবি রিবাহ্ আসলাম আল মাক্কী। সায্যিদুনা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফত কালে মক্কা শরীফে তিনি জনগ্রহণ করেন।

ইমাম আতা বিন আবি রিবাহ্ একজন বিখ্যাত তাবিঈ ছিলেন। সাহাবীগণের সাথে সাক্ষাৎ বিষয়ে তিনি বলেন-

ادرکت مأتین من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই'শ সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি।

এই দুই'শ সাহাবীর মধ্যে ১৬ জনের কাছ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন-উম্মুল মু'মিনীন আয়শা সিদ্দীকা, উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমা, নবীজির ফুফু হযরত উম্মে হানি বিনতে আবদুল মুত্তালিব, সায্যিদুনা আবু হুরাইরা, সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, সায্যিদুনা হাকিম বিন হিয়াম, সায্যিদুনা রাফি' বিন খুদাইজ, সায্যিদুনা যায়িদ বিন আকরাম, সায্যিদুনা যায়িদ বিন খালিদ, সায্যিদুনা সাফওয়ান বিন উমাইয়া, সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন যুবাইর, সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আমর, সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার, সায্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী, সায্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ, সায্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

ইমাম আতা বিন আবি রিবাহ্'র ইল্মী অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে দু'জন সাহাবীর মন্তব্যই যথেষ্ট। যেমন- সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে মক্কাবাসী কোন ব্যক্তি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন-

يا اهل مكة: تجمعون على وعندكم عطاء.<sup>২</sup>

অর্থ্যাৎ- হে মক্কাবাসী! তোমাদের মাঝে আতা থাকতে আমার কাছে (মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য) জড়ো হয়েছে?

ইমাম আমর বিন সাঈদ স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন-

قدم ابن عمر مكة فسأله، فقال: تجمعون لي المسائل وفيكم عطاء.<sup>৩</sup>

অর্থ্যাৎ- সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার মক্কা শরীফে এলে লোকেরা তাঁর কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে শুরু করলো। তিনি বলেন- আমার জন্য মাসআলা জমা করে রেখেছো, অথচ তোমাদের মধ্যে আতা রয়েছেন।

১১৪ হিজরীতে ইমাম আতা ইত্তিকাল করেন।

১- الامام الذهبي - سير اعلام النبلاء - ৮১:৫

২- الامام المزی - تهذيب الكمال - ৭৭:২০، الامام الذهبي - سير اعلام النبلاء - ৮১:৫، الامام ابن حجر -

تهذيب التهذيب ১৮১: ৭

৩- الامام الذهبي - تذكرة الحفاظ ৮৭৮: ১



## ৭. ইমাম ইবন শিহাব যুহরী, ওফাত ১২৪ হিজরী

তঁার পুরো নাম- আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন শিহাব যুহরী। ৫০ হিজরীতে মদীনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তঁার যুগে মদীনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ছিলেন। ১৩ জন সাহাবী থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সায্যিদুনা আবু হুরাইরা, সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার, সায্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ রয়েছেন।

আমিরুল মু'মিনীন সায্যিদুনা উমার বিন আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তঁার সম্পর্কে বলেছেন-

لم يبق أحد اعلم بسنة ماضية من الزهرى.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- সুনাত (হাদীস) ব্যাপারে যুহরীর চেয়ে অধিক জ্ঞাত কোনো ব্যক্তি বাকী নেই।

ইমাম বুখারী'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ উস্তাদ ইমাম আলী বিন মাদিনী'র দৃষ্টিতে হিজাযে সে যুগে সহীহ হাদীসের খাযানা ছিলেন ইমাম যুহরী এবং ইমাম আমর বিন দীনার।

ইমাম যুহরী ১২৪ হিজরীতে ইত্তিকাল করেন।

## ৮. ইমাম মানসুর বিন মু'তামির, ওফাত ১৩২ হিজরী

তঁার কুনিয়াত ছিলো-আবু আতাব। তিনি ছিলেন তখনকার কুফার শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস। কোন সাহাবী থেকে তঁার হাদীস বর্ণনার প্রমাণ পাওয়া যায়না। তবে বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তঁার উস্তাদের তালিকায় বাইশ জন বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ রয়েছেন।

১৩২ হিজরীতে কুফায় তিনি ইত্তিকাল করেন।

## ৯. ইমাম আ'মাশ, ওফাত ১৪৮ হিজরী

তঁার পুরো নাম আবু মুহাম্মাদ সুলাইমান বিন মিহরান আল আ'মাশ। তিনি ছিলেন কুফার বাসিন্দা। একজন হাফিযে হাদীস হিসেবে তঁার খ্যাতি ছিলো। সাহাবীগণের মধ্যে সায্যিদুনা আনাস মালিক এবং সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তঁার উস্তাদের তালিকায় ১৫ জন বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ রয়েছেন।

১৪৮ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

## ১০. ইমাম আবু ইসহাক সাবিঈ, ওফাত ১২৭ হিজরী

ইলমে হাদীসে ইমাম আবু হানীফার শ্রেষ্ঠতম উস্তাদ হচ্ছেন ইমাম আবু ইসহাক সাবিঈ। তঁার পুরো নাম ইমাম আবু ইসহাক আমর বিন আবদুল্লাহ হামদানী। তিনি কুফার বাসিন্দা খ্যাতিমান হাফিযে হাদীস ছিলেন। ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবু ইসহাক সাবিঈ বলেন-

ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، ورأيت علي بن ابي طالب يخطب<sup>২</sup>

১- الامام الذهبي - تذكرة الحفاظ - ১: ১০৭

২- الامام الذهبي - سير اعلام النبلاء ৫: ৩৭৩

অর্থ্যাৎ- হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালের দুই বছর অবশিষ্ট থাকতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। আর সায়্যিদুনা আলীকে খুতবা দিতে দেখেছি।

মোট কতজন সাহাবীর সাথে তাঁর দেখা হয়েছে এ ব্যাপারে কোন বর্ণনা পাওয়া যায়না। তবে ৩৮ জন সাহাবী থেকে তিনি সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে প্রমাণিত।

১২৭ হিজরীতে কুফায় তিনি ইত্তিকাল করেন।

### ১১. ইমাম আমর বিন দীনার, ওফাত ১২৬ হিজরী

ইলমে হাদীসে ইমাম আবু হানীফার মাক্কী উস্তাদগণের একজন হচ্ছেন ইমাম আমর বিন দীনার। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু মুহাম্মাদ। লকব ছিলো শাইখুল হারাম। ৪৫/৪৬ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ও সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমারসহ ১৪ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মক্কা শরীফের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ছিলেন।

১২৬ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

### ১২. ইমাম মুহাম্মাদ আল বাকির, ওফাত ১১৪ হিজরী

আহলে বাইতের প্রখ্যাত এ ইমাম ছিলেন ইমাম আবু হানীফার উস্তাদ। তাঁর নসব হচ্ছে-আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আলী (যাইনুল আবিদীন) বিন হোসাইন বিন আলী বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুম। ৫৪ হিজরীতে মদীনা শরীফে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি কয়েকজন সাহাবী এবং বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈগণের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মদীনা শরীফের শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ছিলেন।

১১৪ হিজরীতে মদীনা শরীফে তিনি ইত্তিকাল করেন।

### ১৩. ইমাম শা'বী, ওফাত ১০৪ হিজরী

ইলমে হাদীসে ইমাম আবু হানীফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উস্তাদ হলেন ইমাম শা'বী। তাঁর পুরো নাম আমির বিন গুরাহিল অথবা আমর বিন গুরাহবিল। ১৭ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কূফার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি প্রথম সারির তাবিঈ ছিলেন। ইমাম বুখারী ইমাম শা'বী থেকে নিজ সনদে বর্ণনা করেন-

ادرکت خمس مائة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او اكثر<sup>১</sup>।

অর্থ্যাৎ- আমি নবীজির পাঁচশত কিংবা এরও বেশি সংখ্যক সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছি।

মুহাদ্দিসীন একমত যে, ইমাম শা'বী উল্লিখিত পাঁচ শতাধিক সাহাবীর মধ্যে ৪২ জন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবন হিব্বান (ওফাত ৩৫৪ হিজরী) এর মতে তিনি ১৫০ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে ইমাম যাহাবী তাঁকে ইমাম আবু হানীফার শ্রেষ্ঠ শায়খ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ইমাম শা'বী ৮২ বছর বয়সে ১০৪ হিজরীতে কুফায় ইত্তিকাল করেন।

১- الامام الذهبي - تذكرة الحفاظ ১: ১১

## ১৪. ইমাম ইকরিমা, ওফাত ১০৭ হিজরী

ইমাম আবু হানীফার উস্তাদগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ইমাম ইকরিমা। তিনি ছিলেন সায্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র আযাদকৃত দাস। মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, ইমাম ইকরিমা সায্যিদুনা ইবন আব্বাস, সায্যিদুনা ইবন উমার এবং উম্মুল মু'মিনীন আইশা সিদ্দিকাসহ ১৬ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর ব্যাপারে ইমাম শা'বী বলেন-

مابقى احد اعلم بكتاب الله من عكرمة.'

অর্থ্যাৎ- কিতাবুল্লাহ'র ইল্ম সম্পর্কে ইকরিমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত কোন আলিম এখন বাকী নেই।

অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের মতে ইমাম ইকরিমা ১০৭ হিজরীতে মদীনা শরীফে ইত্তিকাল করেন।

## ১৫. ইমাম ইয়াযীদ আল ফাকীর, ওফাত ১২২ হিজরী

তাঁর কুনিয়াত ছিলো - আবু উসমান এবং লকব ছিলো আল ফাকীর। পুরো নাম-ইয়াযীদ বিন সুহাইব আল ফাকীর। তিনি কূফার বাসিন্দা শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার, সায্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ ও সায্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর উস্তাদের তালিকায় বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈগণ রয়েছেন।

১২২ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

## ১৬. ইমাম হাসান বাসারী, ওফাত ১১০ হিজরী

তাঁর পুরো নাম - ইমাম আবু সাঈদ হাসান বিন ইয়াসার বাসারী। ইমাম হাসানের জন্ম হয় ২১ হিজরীতে মদীনা শরীফে। তাঁর মা খাইরাহ উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহার খাদিমা ছিলেন। এই সুবাদে তিনি হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে প্রতিপালিত হন। তাঁর পিতা ইয়াসার সায্যিদুনা যায়িদ বিন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু'র আযাদকৃত দাস ছিলেন। ইমাম মিয়যীর বর্ণনা মতে শিশু হাসানের মা যখন উম্মে সালমার কোন প্রয়োজনে অনুপস্থিত থাকতেন তখন তিনি হযরত উম্মে সালমা স্বীয় স্তন মুখে দিয়ে তাঁর কান্না থামাতেন।

ইমাম হাসান ৩৭ হিজরীতে ১৭ বছর বয়সে পিতা মাতার সাথে বাসরায় চলে যান। সেই থেকে তাঁর নামের সাথে বাসারী যোগ হয়ে যায়। তিনি ৭০ জন বদরীসহ অনেক সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তন্মধ্যে হাদীস বর্ণনা করেছেন- সায্যিদুনা উসমান, সায্যিদুনা আলী, সায্যিদুনা আবু মুসা আশআরী, সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার, সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, সায্যিদুনা ইমরান বিন হোসাইন, সায্যিদুনা আনাস বিন মালিক, সায্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ, সায্যিদুনা নু'মান বিন বাশীর, সায্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবী থেকে।

প্রখ্যাত তাবিঈ ইমাম হাসান বাসারীর ইলমী অবস্থান সম্পর্কে নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন পড়েনা। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইমাম হাসান বাসারী ইলমে তাসাউফের ইমাম



হিসেবে যতোটা আলোচিত হয়েছেন ইলমে হাদীসের ইমাম হিসেবে ততোটা হননি। তাই আমাদের মাঝে ইলমে হাদীসের ইমাম হিসেবে তাঁর পরিচিতি গড়ে ওঠেনি। রিজাল শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি পাঠে ইলমে হাদীসে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

ইমাম কালাবায়ী, ইমাম আবু নাসিম ইস্পাহানী প্রমুখের মতে ১১০ হিজরীতে ইমাম হাসান বাসারী ইত্তিকাল করেন।

#### ১৭. কাসিম বিন আবদুর রহমান, ওফাত ১১৬ হিজরী

ইমাম কাসিম সায্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুঁর খিলাফত কালে জন্মগ্রহণ করেন। সাহাবীগণের মধ্যে সায্যিদুনা ইবন উমার ও সায্যিদুনা জাবির বিন সামুরা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈগণ রয়েছেন তাঁর উস্তাদের তালিকায়। তিনি মুজতাহিদ ইমাম এবং কুফার কাযী ছিলেন।

১২৬ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

#### ১৮. ইমাম সিমাক বিন হারব, ওফাত ১২৩ হিজরী

তাঁর পুরো নাম- আবু মুগীরাহ সিমাক বিন হারব। কুফার বাসিন্দা ছিলেন। সায্যিদুনা নুমান বিন বাশীর ও সায্যিদুনা আনাস বিন মালিকসহ ৬ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন ৮০ জন সাহাবীর।

১২৩ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

#### ১৯. ইমাম উসমান বিন আসিম, ওফাত ১২৮ হিজরী

তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু হাসীন। কুফার বাসিন্দা ছিলেন। সায্যিদুনা ইবন আব্বাস, সায্যিদুনা আনাস বিন মালিক এবং সায্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরীসহ ৭ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি কুফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন।

১২৮ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

#### ২০. ইমাম জা'ফর সাদিক, ওফাত ১৪৮ হিজরী

আহলে বাইতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব ইমাম জা'ফর সাদিক। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু আবদুল্লাহ। লকব ছিলো-সাদিক। পুরো নসব-ইমাম আবু আবদুল্লাহ জা'ফর বিন মুহাম্মাদ (আল বাকির) বিন আলী (যাইনুল আবিদীন) বিন হোসাইন বিন আলী বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুঁম। তিনি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম যাহাবী বলেছেন- হয়তোবা তিনি সায্যিদুনা আনাস বিন মালিক এবং সায্যিদুনা সাহাল বিন সা'আদ রাদিয়াল্লাহু আনহুঁমার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

ইমাম জা'ফর সাদিক স্বীয় পিতা ইমাম মুহাম্মাদ আল বাকির এবং নানা ইমাম কাসিম বিন মুহাম্মাদসহ বিপুল সংখ্যক তাবিঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, ইমাম জা'ফর সাদিক যেমন ইমাম আবু হানীফার উস্তাদ তেমনি তাঁর পিতা ইমাম

মুহাম্মাদ আল বাকিরও ইমাম আবু হানীফার উস্তাদ। এছাড়া ইমাম আযম আহলে বাইতের প্রায় সকল সূত্র থেকেই ইলমী ফায়দা হাসিল করেছেন।

ইমাম জা'ফর সাদিক ১৪৮ হিজরীতে ইত্তিকাল করেছেন।

ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইমাম আযম আবু হানীফা ৮ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর উস্তাদের মধ্যে রয়েছেন ৪ হাজার তাবিঈ। তন্মধ্যে মাত্র ২০ জনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো। এতে করে উস্তাদগণের মর্যাদা এবং ইলমী অবস্থান সম্পর্কে অনুমান করা সহজ হবে। ইমাম আযমের উস্তাদগণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য রিজাল শাস্ত্রের নিম্নোক্ত কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে।

ইমাম যাহাবী'র *তায়কিরাতুল হুফফায় ও সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খাতীব বাগদাদীর *তারীখে বাগদাদ*, ইমাম মিসযী'র *তাহযীবুল কামাল*, ইমাম সুয়ুতীর *তাবাকাতুল হুফফায়*, ইমাম ইবন হাজার আসকালানীর *তাহযীবুত তাহযীব*, ইমাম ইবন হিব্বান'র *মাশাহিরু উলামাইল আমসার* এবং *আছ ছিকাত*, ইমাম কালাবায়ী'র *রিজালু সাহীহিল বুখারী*, ইমাম ইবন আবি হাতিম'র *আল জারহ ওয়াত তা'দীল*, ইমাম নববী'র *তাহযীবুল আসমা ওয়াললুগাত* প্রভৃতি।

## ইমাম আযমের ছাত্র সংখ্যা

ইমাম আযমের উস্তাদের সংখ্যা যেসব বিপুল তেমনি তাঁর ছাত্র সংখ্যাও বিশাল। বিভিন্ন কিতাবে ইমাম আযমের ছাত্রদের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন তথ্য উল্লেখিত হয়েছে।

ইমাম যাহাবী বলেন-

روى عنه من المحدثين والفقهاء عدة لا يحصون<sup>১</sup>।

অর্থ্যাৎ- তাঁর কাছ থেকে বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দিস ও ফকীহ রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁদের সংখ্যা নিরূপন করা সম্ভব নয়।

ইমাম ইবন হাজার মাক্কী বলেন-

الفصل الثامن : في ذكر الاخذين عنه الحديث والفقهاء : قيل استيعابهم متعذر لا يمكن ضبطه.....وقد ذكر منهم بعض متأخرين المحدثين في ترجمته ثمانمئة مع ضبط اسمائهم ونسبهم<sup>২</sup>।

অর্থ্যাৎ- অষ্টম অধ্যায়ঃ তাঁর (ইমাম আযম) কাছ থেকে হাদীস ও ফিকহ অর্জনকারীদের বর্ণনা।

উলামায়ে কিরাম বলেন- তাঁদের সংখ্যা নির্ণয় করে লিপিবদ্ধ করা কঠিন। মুতাআখখিরীন মুহাদ্দিসীনের কেউ কেউ তাঁর আট'শ ছাত্রের নাম ও বংশ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করেছেন।

ইমাম আবদুল কাদির বিন আবিল ওয়াফা কুরাশী (ওফাত ৭৭৫ হিজরী) বলেন-

وروى عن ابى حنيفة ونقل مذهبه نحو من اربعة الاف نفرا<sup>৩</sup>।

১- الامام الذهبي - مناقب الامام ابو حنيفة وصاحبيه - ص ২০

২- الامام ابن حجر المكي - الخيرات الحسان - ص ৫৩

৩- الامام عبد القادر بن ابى الوفاء القرشي - الجواهر المضية في طبقات الحنفية ১: ৪

অর্থ্যাৎ- প্রায় চার হাজার ব্যক্তি আবু হানীফার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা এবং ফিক্‌হে হানাফী শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

## ইমাম আযমের ক'জন খ্যাতিমান ছাত্র

### ১. ইমাম হাম্মাদ বিন ইমাম আবু হানীফা, ওফাত ১৭৬ হিজরী

ইমাম আযমের একমাত্র সন্তান ইমাম হাম্মাদ। তিনি স্বীয় পিতা ইমাম আযমের কাছ থেকে ইলমে হাদীস ও ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। ইমাম হাম্মাদ স্বীয় পিতার কাছ থেকে শুনা হাদীস সংকলিত করেন, যা মুসনাদ-ই হাম্মাদ নামে খ্যাত।

১৭৬ হিজরীতে ইমাম হাম্মাদ ইত্তিকাল করেন।

### ২. ইমাম আবু ইউসুফ, ওফাত ১৮২ হিজরী

ইমাম আযমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ। তাঁর নসব হচ্ছে- আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইবরাহীম বিন হাবিব বিন খুনাইস বিন সা'আদ বিন হাব্বাহ আল আনসারী। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যার লকব হয়েছিলো কাদিউল কুদাত (প্রধান বিচারপতি)। মূলতঃ ফিক্‌হে হানাফী দুনিয়াব্যাপী প্রচারে প্রথম দিকে মূখ্য ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি হচ্ছেন ইমাম আবু ইউসুফ।

আল্লামা যাকার আহমাদ উসমানী বলেন-

وروى عباس عن ابن معين قال: ابو يوسف صاحب حديث وصاحب سنة،  
وقال احمد كان منصفافي الحديث<sup>১</sup>।

অর্থ্যাৎ- ইমাম ইবন মাজীন থেকে আব্বাস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-আবু ইউসুফ হাদীস ও সুন্নাতের অধিকারী ছিলেন। আর আহমাদ বলেছেন-হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম আহমাদ বিন মুনী, ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান ও ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাজীন প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ রয়েছেন। ইমাম আযম থেকে বর্ণনাকৃত তাঁর হাদীস সংকলন কিতাবুল আছার।

১৮২ হিজরীতে ইমাম আবু ইউসুফ ইত্তিকাল করেন।

### ৩. ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী, ওফাত ১৮৯ হিজরী

ইমাম আযমের প্রখ্যাত ছাত্রগণের অন্যতম হচ্ছেন ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান। ফিক্‌হে হানাফীর দুনিয়াব্যাপী প্রসারে তাঁর অবদান অগ্রগণ্য। তাঁর রচিত ছয়টি গ্রন্থ (যা যাহিরুর রিওয়ায়াত নামে খ্যাত) ফিক্‌হে হানাফীর বুনিয়াদ। ইমাম আবু হানীফার ইত্তিকালের পর তিনি

১- العلامة ظفر احمد العثماني - ابو حنيفة واصحابه المحدثون - ص ৮৩



ইমাম আবু ইউসুফের কাছে অধ্যয়ণ করেন। এ ছাড়া তিনি মদীনা শরীফে তিন বছর অবস্থান করে ইমাম মালিক বিন আনাস'র কাছেও অধ্যয়ণ করেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম মুহাম্মাদ ফিক্‌হে হানাফীর বুনিয়াদী ছয়টি গ্রন্থ ছাড়াও ইমাম আযমের কাছ থেকে শুনা হাদীসের দু'টি সংকলন গ্রন্থবদ্ধ করেন। একটি *কিতাবুল আছার* এবং অন্যটি *মুসনাদে মুহাম্মাদ* নামে খ্যাত। ইমাম মালিক বিন আনাস'র কাছে শুনা হাদীসেরও একটি সংকলন করেন, যা *মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ* নামে খ্যাত। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে ইমাম শাফিঈ, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। বাদশাহ হারুন রশীদের সময় তিনি রিককা'র কাযী (বিচারপতি) ছিলেন।

১৮৯ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

#### ৪. ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী, ওফাত ২০৪ হিজরী

ইমাম আযমের ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছেন ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী। ইমাম কুরাশী বলেন-

كان حافظاً لروايات أبي حنيفة!

অর্থ্যাৎ- তিনি (হাসান বিন যিয়াদ) ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণিত হাদীসের হাফিয ছিলেন। অনেক মুহাদ্দিস হাসান বিন যিয়াদ সম্পর্কে অনেক কটু মন্তব্য করেছেন। তবে ইমাম ইবন হাজার আসকালানী *লিসানুল মীযানে* তাকে ছিকা বলেছেন। ইমাম আবু আওয়ানাহ, ইমাম হাকিম, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম বাইহাকী, ইমাম তাবরানী প্রমুখ হাসান বিন যিয়াদ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী স্বীয় উস্তাদ ইমাম আবু হানীফা থেকে শুনা হাদীসগুলো সংকলিত করেন, যা *মুসনাদে হাসান বিন যিয়াদ* নামে খ্যাত।

২০৪ হিজরীতে ইমাম হাসান বিন যিয়াদ ইত্তিকাল করেন।

#### ৫. ইমাম আবদুর রাযযাক বিন হাম্মাম, ওফাত ২১১ হিজরী

ইমাম আবু হানীফার মুহাদ্দিস ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন-ইমাম আবদুর রাযযাক বিন হাম্মাম। ইমাম যাহাবী *তায়কিরাতুল হুফফায়* (১ঃ৩৬৪) এ তাঁর সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ইমাম আবদুর রাযযাক অনেকগুলো গ্রন্থ রেখে গেছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে- সুব্‌হৎ হাদীস সংকলন *আল মুসান্নাফ*। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন- ইমাম আহমদ বিন হাম্মাল, ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান, ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়িয়াহ প্রমুখ। সিহাহ সিভায় তাঁর সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২১১ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

#### ৬. ইমাম ইয়াযীদ বিন হারুন, ওফাত ২০৬ হিজরী

ইমাম আবু হানীফার অন্যতম ছাত্র ইমাম ইয়াযীদ বিন হারুন। ইমাম যাহাবী *তায়কিরাতুল হুফফায়* (১ঃ২৯২,৯৩) এ বিশিষ্ট হাফিযে হাদীস হিসেবে ইমাম ইয়াযীদ বিন হারুন ওয়াসিতী'র আলোচনা করেছেন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন ইমাম বুখারীর শায়খ ইমাম

আল মাদিনী, ইমাম মুসলিম, ইমাম ইবনু মাজাহ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবনু খুযাইমাহ প্রমুখের উস্তাদ ইমাম আবদুল্লাহ দারিমী ও ইমাম আবু বাকর সাগানী প্রমুখ।

ইমাম ইয়াযীদ বিন হারুন ২০৬ হিজরীতে ইত্তিকাল করেন।

#### ৭. ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক, ওফাত ১৮১ হিজরী

ইমাম আবু হানীফার মুহাদ্দিস ছাত্রগণের অন্যতম হচ্ছেন ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক। তাঁর উপাধি ছিলো আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীস। ইলমে হাদীসে তাঁর পাণ্ডিত্য এবং গ্রহণযোগ্যতা ছিলো প্রশ্নাতীত। কিতাবুল আছার নামে তাঁর একটি হাদীস সংকলন রয়েছে।

ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারকের কাছ থেকে বিপুল সংখ্যক ছাত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছেন-ইমাম বুখারীর পিতা ইসমাইল বিন ইবরাহীম, ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল, ইমাম ইবনু আবি শাইবাহ (হাদীস গ্রন্থ আল মুসান্নাফ সংকলক), ইমাম আবদুর রাহমান বিন মাহদী, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাজিন, ইমাম আহমাদ বিন মুনী প্রমুখ।

১৮১ হিজরীতে ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক ইত্তিকাল করেন।

#### ৮. ইমাম ইয়াহইয়া আল কাত্তান, ওফাত ১৯৬ হিজরী

ইমাম আবু হানীফার অন্যতম শীর্ষ ছাত্র ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান। ইলমে হাদীসে ইয়াহইয়া আল কাত্তান'র উচ্চ মরতবার কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাজিন, ইমাম ইবনু হিব্বান, খাতীব বাগদাদী, ইমাম যাহাবী প্রমুখ ইলমে হাদীসে তাঁর গ্রহণ যোগ্যতার কথা সবিস্তার আলোচনা করেছেন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন- ইমাম শাফিঈ, ইমাম ইবনু আবী শাইবা প্রমুখ।

১৯৬ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

#### ৯. ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ, ওফাত ১৯৬ হিজরী

ইমাম আবু হানীফার অন্যতম ছাত্র ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ একজন জগৎখ্যাত মুহাদ্দিস। রিজাল শাস্ত্রের কিতাবাদীতে তাঁর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। ইমাম যাহাবী তায়কিরাতুল হোফফায় এ তাঁর আলোচনায় বলেন-

ما كان بالكوفة في وكيع افقه ولا اعلم بالحديث منه!

অর্থ্যাৎ- ইমাম ওয়াকীর সময়ে কুফায় ইলমে ফিক্হ এবং ইলমে হাদীসে তাঁর চেয়ে বেশি পারদর্শী কেউ ছিলো না।

সিহাহ সিত্তায় ওয়াকী ইবনুল জাররাহ সূত্রে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম শাফিঈ, ইমাম হুমাইদী, ইমাম ইবনু আবি শাইবা প্রমুখ। রিজাল শাস্ত্রে জারহ ও তা'দীল এর উদ্গাতাগণের মধ্যে ওয়াকী ইবনুল জাররাহকে গণ্য করা হয়।

১৯৬ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

১- العلامة ظفر احمد العثماني - ابو حنيفة اصحابه المحدثون - ص ১০৬

## ১০. ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম বলখী, ওফাত ২১৫ হিজরী

ইমাম আবু হানীফার বিশেষ ছাত্র ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম। তিনি বলখের অধিবাসী ছিলেন। একাধারে দশ বছর মক্কা শরীফ অবস্থান করায় তাঁর নামই মাক্কী হয়ে গেছে। ইলমের অন্তেষ্টে তিনি কূফা সফর করেন। এ সময় ইমাম আযমের সান্নিধ্যে আসেন। শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্দলুবী বলেন-

ولزم ابا حنيفة وسمع منه الحديث والفقه<sup>১</sup>।

অর্থ্যাৎ- তিনি আবু হানীফার ছাত্রত্ব গ্রহণপূর্বক তাঁর কাছ থেকে হাদীস ও ফিকহ শুনেন।

ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম'র ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম ইবন মাজীন এবং ইমাম বুখারী প্রমুখ। ইমাম বুখারী ২২ ছুলাহিয়াতের ১১টিই বর্ণনা করেছেন ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম থেকে।

২১৫ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

## ১১. ইমাম দাহহাক বিন মুখলাদ, ওফাত ২১২ হিজরী

ইমাম আযমের মুহাদ্দিস ছাত্রগণের অন্যতম ইমাম দাহহাক বিন মুখলাদ। তিনি আবু আসীম নাবীল নামে অধিক খ্যাত। ইমাম বুখারী ২২ ছুলাহিয়াতের ৬টি বর্ণনা করেছেন আবু আসীম নাবীল থেকে। এছাড়া সিহাহ সিত্তায় তাঁর সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

২১২ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

## ১২. ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী, ওফাত ২১৫ হিজরী

ইমাম আবু হানীফার ছাত্রগণের অন্যতম ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী। ইমাম আযমের ইত্তিকালের পর তিনি ইমাম আবু ইউসুফ'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম বুখারী তাঁর কাছ থেকে ৩টি ছুলাহিয়াত বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২১৫ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

## ১৩. ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া, ওফাত ২১৩ হিজরী

ইমাম আযমের মুহাদ্দিস ছাত্রগণের অন্যতম ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া। ইমাম বুখারী স্বীয় কিতাবে বর্ণিত ২২ ছুলাহিয়াতের ১টি বর্ণনা করেছেন ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া থেকে। সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

২১৩ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

## ১৪. ইমাম হাফস বিন গিয়াছ, ওফাত ১৯৪ হিজরী

ইমাম আযমের মুহাদ্দিস ছাত্রগণের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন ইমাম হাফস বিন গিয়াছ। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম আলী বিন মাদিনী ও ইমাম ইবন মাজীন প্রমুখ।

১৯৪ হিজরীতে ইত্তিকাল করেন।

১- شيخ الحديث مولانا زكريا - مقدمة لامع الدراري



### ১৫. ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ, ওফাত ১৯৬ হিজরী

ইমাম আযমের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছাত্রগণের একজন তিনি। ইলমে হাদীসে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিলো প্রশ্নাতীত। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম শাফীঈ, ইমাম আলী বিন মাদিনী এবং ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবন মাজাহ প্রমুখের উস্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান।

১৯৬ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

### ১৬. ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন, ওফাত ২১৮ হিজরী

ইমাম আযমের মুহাদ্দিস ছাত্রগণের অন্যতম ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন। ইমাম আবু হানীফার ইত্তিকাল পরবর্তীতে তিনি ইমাম যুফার'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ।

২১৮ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

### ১৭. ইমাম সুফিয়ান ছাওরী, ওফাত ১৬১ হিজরী

সায়্যিদুল হুফফায়, আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস, শাইখুল ইসলাম ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত ছিলেন ইমাম আযমের প্রখ্যাত ছাত্র ইমাম সুফিয়ান ছাওরী। তাঁর পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ সুফিয়ান বিন সাঈদ ছাওরী।

ইমাম মুল্লা আলী কারী তাঁর আলোচনায় বলেন-

روى عنه (ای عن ابی حنیفة) مصرحاً ومکنياً، وهو احداثمة المجتهدين. ومن  
اقطاب الاسلام واركان الدين، وجمع بين الفقه والحديث والزهد والورع  
والعبادات<sup>۱</sup>।

অর্থ্যাৎ- তিনি (সুফিয়ান) ইমাম আবু হানীফার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন মুজতাহিদ ইমাম, ইসলামের একজন স্তম্ভ ও কুতুব ছিলেন। ইলমে ফিকহ, ইলমে হাদীস ও ইলমে তাসাউফ ইত্যাদির সমন্বয় ছিলো তাঁর মাঝে। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক, ইমাম ইয়াহইয়া আল কাত্তান, ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ প্রমুখ।

১৬১ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

### ১৮. ইমাম আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ মুকরী, ওফাত ২১৩ হিজরী

ইমাম আযমের ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম ইমাম আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ মুকরী। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম বুখারী প্রমুখ।

২১৩ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

১- العلامة ظفر احمد العثماني - ابو حنیفة اصحابه المحدثون - ص ۱۱۳

## ইমাম আবু হানীফার হাদীস সংখ্যা

ইমাম আযম আবু হানীফা'র সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা কতো? এ প্রশ্ন অনেকটা উদ্ভট ঠেকলেও বিদ্বৈষীগণের প্রচার মতে তাঁর হাদীসের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। কেউ কেউ তাঁর হাদীসের সংখ্যা নিরূপন করতে গিয়ে দশকের কোটা থেকে শুরু করে শতকের কোটা পর্যন্ত যান। বিদ্বৈষীগণের ভিত্তিহীন এ অপপ্রচার ছিলো পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আমরা বিভিন্ন প্রামাণ্য সূত্র থেকে ইমাম আযমের হাদীস সংখ্যা ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করছি। যারা বিভিন্ন আলোচনায় ইমাম আবু হানীফার হাদীস সংখ্যা ১৭ থেকে ১৫০ পর্যন্ত পৌঁছান, আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক তাদের উদ্দেশ্য বলতে চাই- ইমাম আযমের অন্যতম শীর্ষ ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ফিকহে হানাফীর মূল স্তম্ভ ছয়টি গ্রন্থ ছাড়াও আরো কতিপয় অমর গ্রন্থ রেখে গেছেন। তন্মধ্যে রয়েছে *কিতাবুল আছার*। এই অনবদ্য গ্রন্থ কিতাবুল আছারে ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম আযম থেকে ৯৬৫টি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। বাকী রইলো ইমাম মুহাম্মাদ'র অন্য গ্রন্থ *মুসনাদ*, ইমাম আবু ইউসুফের *কিতাবুল আছার*, ইমাম হাম্মাদ বিন আবু হানীফা'র *মুসনাদ*, ইমাম হাসান বিন যিয়াদ'র *মুসনাদ*সহ অন্যান্য মুসনাদসমূহ। যারা ইমাম আবু হানীফার হাদীস সংখ্যা ১৭ থেকে ১৫০ এর মধ্যে সীমিত করেন এটা হয়তোবা অজ্ঞতা নতুবা হিংসার কারণেই করেন।

আল্লামা জাফর আহমাদ উসমানী বলেন-

اعلم، وفقك الله وايانا لما يحب ويرضى انه جرى على بعض الالسنه من المتعصبين ان الامام اباحنيفة رضى الله عنه كان قصير اليد فى الحديث، لم يبلغه الا احاديث يسيرة، ولعمري انها فرية بلامرية، نقشعمر منها الجلود، ويقف منها الشعر، ولا يعول بهذا القول الا جاهل حاسد او متعصب فاطر، بل الذى تدل عليه كلمات المحققين من الفقهاء والمحدثين ان الامام رضى الله عنه من المكثرين فى الحديث، جمع منه مقداراً عظيماً لا يحيط به الا من كان فى رتبته، والدليل على ذلك ما مر من شهادة اجلة المحدثين كمكى بن ابراهيم ويزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك، واعترافهم بكون الامام اعلم اهل زمانه.<sup>۱</sup>

অর্থ্যাৎ- জেনে রাখুন (আল্লাহ আপনাকে এবং আমাদেরকে তাঁর মর্জি মতো বুঝার তাওফিক দিন), কিছু সংখ্যক ছিদ্বাশেষী নিন্দুক বলে বেড়ায় যে, হাদীসে ইমাম আবু হানীফা রাহিমাল্লাহর দখল একেবারে কম ছিলো। অত্যন্ত অল্প সংখ্যক হাদীস ছাড়া তাঁর কাছে কোন হাদীস পৌঁছায়নি। জীবন আমার উৎসর্গিত হোক! এসব ভিত্তিহীন অমূলক কথায় চামড়ায় জ্বলন ধরে, লোম শিউরে ওঠে। ছিদ্বাশেষী নিন্দুক, অজ্ঞ ছাড়া অন্য কেউ এমন কথা বলতে পারেনা। বিশেষজ্ঞ ফুকাহা এবং মুহাদ্দিসীনের গবেষণা মতে ইমাম আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহু

১- العلامة ظفر احمد العثماني - ابو حنيفة اصحابه المحدثون - ص ১৩

আনহু ছিলেন বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারীদের (مكثرين في الحديث) একজন। এ কথা প্রমাণের জন্যে প্রথমেই মাক্কী বিন ইবরাহীম, ইয়াযীদ বিন হারুন এবং আবদুল্লাহ বিন মুবারক'র মতো জাঁদরেল মুহাদ্দিসগণের মতামতকে আলোচনায় আনতে হয়। তাঁদের মতে-ইমাম আযম তাঁর যুগে সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন।

রিজাল শাস্ত্রের সর্বজনমান্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব সিয়াক-আ'লামিন নুবালা, মীযানুল ই'তিদাল, তায়কিরাতুল হুফায প্রভৃতি কালোত্তীর্ণ গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম যাহাবী ইমাম আযমকে একজন হাফিয়ে হাদীস হিসেবে গণ্য করেছেন। ইমাম যাহাবী তাঁর রচিত হাফিয়ে হাদীসগণের পরিচিতিমূলক গ্রন্থ তায়কিরাতুল হুফায ১ম খণ্ডে ইমাম আবু হানীফার সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করতঃ বলেছেন-

مناقب هذا الامام افردتها في جزء.

অর্থ্যাৎ- এই মহান ইমামের মানাকিব বিষয়ে আমি আলাদা একটি পুস্তিকা লিখেছি।

ইমাম যাহাবীর তায়কিরাতুল হুফায গ্রন্থখানীর নাম থেকেই এর বিষয়বস্তু পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। তদুপরি তিনি গ্রন্থের মুকাদ্দিমায় বলেছেন-এটি হাফিয়ে হাদীসগণের তায়কিরাত বা আলোচনা। এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১২৮ নম্বরে ইমাম আবু হানীফার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই ইমাম যাহাবীর দৃষ্টিতে ইমাম আযম হাফিয়ে হাদীস ছিলেন।

এবার আমরা দেখবো হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণের পরিভাষায় কোন পর্যায়ের মুহাদ্দিসকে হাফিয়ে হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মুতাআখখিরীন মুহাদ্দিসগণের মতে কমপক্ষে একলক্ষ হাদীস সনদসহ যার মুখস্থ রয়েছে তিনিই হাফিয়ে হাদীস। তাই একথা সহজেই বলা যায় যে, ইমাম যাহাবীর মতে ইমাম আবু হানীফা কমপক্ষে এক লক্ষ হাদীস সনদসহ মুখস্থ জানতেন। এ কথা সহজেই বলা যে, ইমাম আযম আবু হানীফা মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। একজন মুজতাহিদের কি কি গুণাবলী থাকা দরকার এবং তাঁর ইলমী যোগ্যতা কেমন হওয়া প্রয়োজন এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। শুধুমাত্র একজন মুজতাহিদের জন্য কতো সংখ্যক হাদীস জানা থাকা আবশ্যিক সে বিষয়ে খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো। ইমাম ইবনুল কায়্যিম হাম্বলী (ওফাত ৭৫১ হিজরী) স্বীয় ই'লামুল মুওয়াক্কিযীন কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

ان رجلا سأل الامام احمد رضى الله عنه: اذا حفظ الرجل مائة الف حديث يكون فقيه؟ قال الامام: لا، قال: فمائتي الف؟ قال: لا، قال: فثلاث مائة الف؟ قال: لا، قال: فاربع مائة الف؟ قال الامام بيده هكذا وحركها، اى لعله يصلح ان يكون فقيها مجتهدا!

অর্থ্যাৎ- এক ব্যক্তি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলো, কোনো ব্যক্তি যদি এক লক্ষ হাদীসের হাফিয় হন তবে তিনি কি ফকীহ হতে পারবেন? উত্তরে ইমাম বললেন-না। যদি দুই লক্ষ হাদীসের হাফিয় হন তবে কি পারবেন? ইমাম বললেন-না। যদি



তিন লক্ষ হাদীসের হাফিয হন তবে কি পারবেন? ইমাম বললেন-না। যদি চার লক্ষ হাদীসের হাফিয হন তবে কি পারবেন? উত্তরে ইমাম নিজ হাত দিয়ে ইতি বাচক ইঙ্গিত করলেন। তথা আশা করা যায়, চার লক্ষ হাদীসের হাফিয একজন ফকীহ মুজতাহিদ হতে পারবেন।

ইমাম খতীব বাগদাদী (ওফাত ৪৬৩ হিজরী) বিদ্বন্ধ মুহাদ্দিস ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন সম্পর্কে আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন-

وقد قيل له : ايفتى الرجل من مائة الف حديث؟ قال : لا قلت ومن مائتي الف؟ قال : لا قلت ثلاثمائة الف؟ قال : لا قلت : خمس مائة الف؟ قال : ارجو.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈনকে জিজ্ঞেস করা হলো, এক লক্ষ হাদীস জানা ব্যক্তি কি ফাতাওয়া প্রদান করতে পারবেন? তিনি বললেন-না। তবে কি দুই লক্ষ হাদীস জানা ব্যক্তি পারবেন? বললেন-না। তিন লক্ষ হাদীস জানা ব্যক্তি কি পারবেন? বললেন-না। তবে কি পাঁচ লক্ষ হাদীস জানা ব্যক্তি পারবেন? তিনি বললেন-আশা করা যায়।

আল্লামা যাকার আহমদ উসমানী বলেন-

ولا يخفى على من له ادنى مسكة ان الفقه والاجتهاد لا يتيسر بدون حفظ الاحاديث والاثار، واقوال الصحابة والتابعين واختلافهم، ومعرفة النسخ والمنسوخ من القرآن والسنن.<sup>২</sup>

অর্থ্যাৎ- ইজতিহাদ বিষয়ে যাদের সামান্যতম জ্ঞান আছে তারা জানেন যে, হাদীস ও আছার, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈন'র মতামত এবং মতানৈক্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত হওয়া এবং কুরআন ও হাদীস'র নাসিখ-মানসুখ ইত্যাদি ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ অবগতি ছাড়া ইজতিহাদ করা সম্ভব নয়।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এটা বিদ্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল'র দৃষ্টিতে একজন ফকীহ মুজতাহিদের জন্য কমপক্ষে চার লক্ষ হাদীস জানা থাকা প্রয়োজন। আর ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন'র মতে মুজতাহিদের জন্য পাঁচ লক্ষ হাদীস জানা প্রয়োজন। ইতিহাসের পাতায় অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালে আমরা দেখি যে, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলসহ পরবর্তী কালের সকলেই ইমাম আযমকে মুজতাহিদ স্বীকার করেন। ইমাম আযম কেবল মুজতাহিদই নয় বরং বহু সংখ্যক মুজতাহিদ ইমামের উস্তাদ ছিলেন। এমতাবস্থায় স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, তিনি কমপক্ষে চার কিংবা পাঁচ লক্ষ হাদীসের হাফিয ছিলেন।

এ কথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, হাদীস কম বর্ণনা করা আর কম জানা এক কথা নয়। সাযিয়দুনা আবু বাক্র সিদ্দীক (বর্ণিত হাদিস ১৪২টি), সাযিয়দুনা উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুমা (বর্ণিত হাদিস ৫৩৯টি) খুব অল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ কি এই

১- الامام خطيب البغدادي - الجامع لاخلق الراوى واداب السامع ২ : ১৭৩

২- العلامة ظفر احمد العثماني - ابو حنيفة اصحابه المحدثون - ص ১৪

যে, তাঁরা অল্প সংখ্যক হাদীস জানতেন? ইলমে ফিক্‌হকে একটি স্বতন্ত্র ইলম হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন ইমাম আবু হানীফা। হাদীস বর্ণনার চেয়ে হাদীস'র অন্তর্নিহিত ভাব থেকে সমাধান বা ইসতিস্‌হাত নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। তাই হাদীস বর্ণনা কম করেছেন। নতুবা তাঁর কাছে হাদীসের সীমাহীন ভাণ্ডার যে মওজুদ ছিলো বিভিন্নভাবে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ড. মুস্তাফা সুবায়ী শাফিঈ বলেন-

لقد كتب أبو حنيفة عن أربعة آلاف شيخ، حتى عده الذهبي في تذكرته التي هي ثبت الحفاظ، وحدث عنه يحيى بن نصر فقال دخلت عليه في بيت مملوء كتباً فقلت له ما هذا، فقال هذه الأحاديث ما حدثت منها إلا اليسير الذي ينتفع به.<sup>١</sup>

অর্থ্যাৎ- ইমাম আবু হানীফা চার হাজার উস্তাদ থেকে (হাদীস) লিখেছেন। হাফিয যাহাবী তায়কিরাতুল হুফফায় গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফাকে হাফিযে হাদীস বলে গণ্য করেছেন। ইয়াহইয়া বিন নাসর ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবু হানীফার ঘরে প্রবেশ করত: দেখলাম ঘরখানি পাণ্ডুলিপিতে ভর্তি রয়েছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কি? জবাবে তিনি বললেন- এসব হচ্ছে হাদীস। (তবে এই বিশাল ভাণ্ডার থেকে) ফিক্‌হের ক্ষেত্রে মানুষের উপকারে আসে এরকম সামান্য সংখ্যক হাদীসই আমি বর্ণনা করেছি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম ইয়াহইয়া বিন নাসর ইমাম আযম থেকে বর্ণনা করেছেন; ইমাম আবু হানীফা বলেছেন-

عندي صناديق من الحديث ماخرجت منها إلا اليسير الذي ينتفع به.

অর্থ্যাৎ- আমার কাছে (লিখিত) হাদীস ভর্তি অনেকগুলো সিন্দুক রয়েছে। সেখান থেকে আমি প্রয়োজন মতো অল্প সংখ্যকই বের করেছি।

## ইমাম আবু হানীফার মুসনাদসমূহ

এ কথা অবশ্য সত্য যে, ইমাম আবু হানীফা স্বয়ং কোন হাদীসগ্রন্থ সংকলন করেননি। যেমনটি ইমাম মালিক মুওয়াত্তা সংকলন করেছিলেন। তবে ইমাম আযমের ছাত্রগণের মধ্যে চার জন তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত হাদীসগুলো মুসনাদ ও আছার নামে সংকলন করেছেন। এ ছাড়া পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদিসগণ নিজ নিজ মুত্তাসিল (অবিচ্ছেদ্য) সনদে ইমাম আবু হানীফার মুসনাদ সংকলন করেছেন। নিম্নে সে সব মুসনাদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো।

### মুসনাদ সংখ্যা

বিভিন্ন যুগে মুহাক্কিক উলামা ও ইমামগণ আপন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে ইমাম আবু হানীফার মুসনাদ সংখ্যা ব্যাপারে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যেমন-

১- الدكتور مصطفى السباعي - السنة ومكانتها في تشريع الإسلامى - ص ٤٥٠

ক. ইমাম খাওয়ারিয়মী হানাফী, ওফাত ৬৫৫ হিজরী

ইমাম আবুল মুওয়ায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ খাওয়ারিয়মী ইমাম আযম আবু হানীফার মুসনাদসমূহ একত্রিত করে জামিউল মাসানীদ নামে প্রকাশ করেছেন। স্বীয় সংকলনের মুকাদ্দিমায় তিনি বলেন-

أردت ان اجمع بين خمسة عشر من مسانيدہ التي جمعها له فحول علماء الحديث.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- আমি মনস্ত করলাম যে, (এ গ্রন্থে) ইমাম আবু হানীফার সেই ১৫টি মুসনাদ একত্রিত করবো যেগুলো বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ সংকলন করেছিলেন।

খ. ইমাম ইবন হাজার আসকালানী শাফিঈ, ওফাত ৮৫২ হিজরী

ইমাম হাফিয ইবন হাজার আসকালানী শাফিঈ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল মু'জামুল মুফাহরাস এ ইমাম আবু হানীফার চারটি মুসনাদ এবং ইমাম কর্তৃক সরাসরি সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসের দু'টি পুস্তিকার কথা উল্লেখ করেছেন।

গ. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ সালিহী শাফিঈ, ওফাত ৯৫২ হিজরী

সীরাতে শামিয়া প্রণেতা ইমাম সালিহী ইমাম আযম'র মানাকিব বিষয়ে লিখিত স্বীয় গ্রন্থ উকুদুল জুমআন এ ২৩ নম্বর অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন-

في بيان المسانيد التي خرجها الحفاظ من حديثه والذي اتصل بنا منها سبعة عشر مسنداً.<sup>২</sup>

অর্থ্যাৎ- ইমাম আযমের সেই মুসনাদসমূহের বর্ণনা যা হাফিযে হাদীসগণ তাখরীজ করেছেন। মুত্তাসিল সনদে আমাদের কাছ পর্যন্ত ১৭টি মুসনাদ পৌঁছেছে।

ঘ. ইমাম সায্যিদ মুরতাদা যাবিদী হানাফী, ওফাত ১২০৫ হিজরী

ইমাম সায্যিদ মুরতাদা যাবিদী হানাফী স্বীয় বিখ্যাত গ্রন্থ উকুদু জাওয়াহিরুল মুনিফাহ এর মুকাদ্দিমায় লিখেছেন-

أخرجته على مسانيد الامام الاربعة عشر المنسوبة اليه من تخاريج الائمة.<sup>৩</sup>

অর্থ্যাৎ- আমি এ গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফার প্রতি আরোপিত সেই ১৪টি মুসনাদ'র তাখরীজ করেছি যেগুলো হাদীসের ইমামগণ একত্রিত করেছেন।

ঙ. ইমাম ইবন আবিদীন শামী হানাফী, ওফাত ১২৫২ হিজরী

ইবন আবিদীন শামী নামে খ্যাত ইমাম মুহাম্মাদ আমীন লিখেছেন-

১- الامام الخوارزمي - جامع المسانيد للامام ابي حنيفة ১: ৪

২- عقود الجمان في مناقب الامام ابي حنيفة النعمان - ص ৩২২

৩- الامام مرتضى زبيدي - عقود الجواهر المنيفة في ادلة مذهب الامام ابي حنيفة ১: ৫০



واسند الامام ابو الصبر ايوب الخلو تي مسانيد الامام ابى حنيفة واوصلها الى  
سبعة عشر مسندا.<sup>١</sup>

অর্থ্যাৎ- ইমাম আবু সাবার আইউব খালওয়াতী ইমাম আবু হানীফার মুসনাদসমূহ একত্রিত করেছেন, যা সংখ্যায় ১৭টি হয়।

চ. ড. মুস্তাফা সুবায়ী শাফিঈ, ওফাত ১৯৬৪ ঈসায়ী

ড. মুস্তাফা সুবায়ী শাফিঈ ইমাম আবু হানীফার মুসনাদ সংখ্যা বিষয়ক আলোচনার শেষ পর্যায়ে লিখেছেন-

وكذلك الشمس الحافظ ابن طولون اذ ساق اسانيد تلك المسانيد  
السبعة عشر ايضا في الفهرست الاوسط، بل كان الخطيب حينما رحل الى  
دمشق استصحب معه مسند ابى حنيفة للدار قطنى، ومسنده لابن شاهن،  
ومسنده للخطيب نفسه، وهذه غير تلك المسانيد السبعة عشر وذكر  
البدر العيني في تاريخه الكبير ان مسند ابى حنيفة لابن عقدة يحتوى وحده  
على ما يزيد على الف حديث، وهو ايضا غير تلك المسانيد.<sup>٢</sup>

অর্থ্যাৎ- আর এমনি শামসুল হুফফায় হাফিয ইবন তুলুনও স্বীয় আল ফিহরসাতুল আওসাত গ্রন্থে সেই ১৭ মুসনাদের সনদসমূহ আলোচনা করেছেন। এমনকি খতীব বাগদাদী দামেশ্‌ক সফরকালে ইমাম দারাকুতনী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা, ইমাম ইবন শাহীনের মুসনাদে আবু হানীফা এবং খাতীবের নিজ সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা সাথে নিয়ে যান। এ তিনটি মুসনাদ উপরে বর্ণিত ১৭ মুসনাদ থেকে আলাদা।

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী হানাফী স্বীয় তারীখুল কাবীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, শুধুমাত্র ইবন উকদাহ সংকলিত মুসনাদে ইমাম আবু হানীফাতে এক হাজারেরও অধিক হাদীস উল্লেখ রয়েছে। এটিও উপরে বর্ণিত মুসনাদ থেকে আলাদা আরেকটি।

ড. মুস্তাফা সুবায়ী'র সারগর্ভ গবেষণা গ্রন্থ আস সুন্নাতু ওয়ামাকানাতুহা ফী তাশরিঈল ইসলামীতে (পৃ: ৪৫০) আমরা ইমাম আযম আবু হানীফার ২১টি মুসনাদের সন্ধান পেয়েছি।

ছ. শায়খ আবদুল হাফিয মালিক আবদুল হক মাক্কী\*

মক্কা শরীফের সওলতিয়া মাদরাসার মুহাদিস শায়খ আবদুল হাফিয মালিক আবদুল হক মাক্কী মক্কা শরীফের মাকতাবাতু ইমদাদিয়া থেকে ২০১০ সালে প্রকাশিত ইমাম হারিছী সংকলিত মুসনাদে ইমাম আযম এর মুকাদিমায় (পৃ:১২) ইমাম আযমের মুসনাদ সংখ্যা ২৮টি বলে উল্লেখ করেছেন।

১- الامام ابن عابدين - عقود اللالى - ص ٤٢

২- الدكتور مصطفى السباعى - السنة و مكانتها فى تشريع الاسلامى ص ٤٥١

\* সাউথ আফ্রিকা সফররত অবস্থায় গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ সোমবার মাগরিব নামাজের পর এ মহান শায়খ ইন্তিকাল করেন। তিনি বহু মূল্যবান কিতাবের রচয়িতা।

বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, হাজার গ্রন্থ প্রণেতা শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী ইমাম আযমের মুসনাদসমূহের উপর উর্দু ভাষায় রচিত গবেষণা গ্রন্থ তায়কিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম এ ইমাম আবু হানীফা'র মুসনাদ সংখ্যার বিষয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতামত আলোচনা করতঃ বলেন-

অর্থাৎ- লেখক প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং অপ্রকাশিত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও বিভিন্ন লাইব্রেরিতে ঘাটাঘাটি করে আরো ১২টি মুসনাদের সন্ধান পেয়েছি। এভাবে সর্বশুদ্ধ মুসনাদ সংখ্যা ২৯টিতে দাঁড়িয়েছে।

১. ইমাম খাওয়ারিয়মী হানাফীর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ১৫টি।
২. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী শাফিঈর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ৪টি।
৩. ইমাম ইবনে ইউসুফ সালিহী শাফিঈর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ১৭টি।
৪. ইমাম সায়্যিদ মুরতাদা যাবিদী হানাফীর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ১৪টি।
৫. ইমাম ইবনে আবিদীন শামী হানাফীর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ১৭টি।
৬. ড. মুস্তাফা সুবায়ী শাফিঈর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ২১টি।
৭. শায়খ আবদুল হাফিয মালিক আবদুল হক মাক্কী হানাফীর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ২৮টি।
৮. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহির আল কাদিরী হানাফীর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ২৯টি।

১. মুসনাদে ইমাম হাম্মাদ বিন আবু হানীফা, ওফাত ১৭৬ হিজরী

ইমাম আযম আবু হানীফার একমাত্র সন্তান ইমাম হাম্মাদ ছিলেন ইল্‌মে হাদীস ও ইল্‌মে ফিক্‌হ এ গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি স্বীয় পিতার মুসনাদ সংকলন করেন, যা মুসনাদে হাম্মাদ নামে খ্যাত হয়। কাসিম বিন মাজীন'র পর তিনি কূফার কাযী (বিচারপতি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইমাম যাহাবী শাফিঈ, ইমাম ইবন হাজার আসকালানী শাফিঈ, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ শাফিঈ, ইমাম খাওয়ারিয়মী হানাফী এবং ইমাম আবুল ওয়াফা হানাফী প্রমূখ ইমাম হাম্মাদ বিন আবু হানীফার ইলমী বৈশিষ্ট ও দক্ষতার কথা সবিস্তার আলোচনা করেছেন।

ইমাম যাহাবীর মতে ১৭৬ হিজরীতে ইমাম হাম্মাদ বিন আবু হানীফা ইন্তিকাল করেন।

۱۔ شیخ الاسلام ڈکٹر محمد طاہر القادری۔ تذکرہ مسانید امام اعظم ص ۳۷

## ২. মুসনাদে ইমাম কাযী আবু ইউসুফ, ওফাত ১৮২ হিজরী

ইমাম আযম আবু হানীফার সবচেয়ে খ্যাতিমান ছাত্রগণের একজন আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইবরাহীম আনসারী। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম কাযীউল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি লক্বে প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ইমাম আবু ইউসুফ। তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আমরা ইতোপূর্বে পেশ করেছি। ইমাম আবু ইউসুফ স্বীয় উস্তাদ ইমাম আবু হানীফার মুসনাদ সংকলন করেছেন।

ইমাম আবু ইউসুফের রচনাবলীর মধ্যে মুসনাদ এবং কিতাবুল আছার এ দু'টির নাম পাওয়া যায়। এমনকি আল্লামা আবুল ওয়াফা আফগানীর টীকা সম্বলিত কিতাবুল আছার পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম খাওয়ারিয়মী, ইমাম সালিহী প্রমুখ নিজ নিজ সনদে ইমাম আবু ইউসুফ সংকলিত মুসনাদের উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে কিতাবুল আছার এবং মুসনাদ এ দু'টি কি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নাকি একই গ্রন্থের দুই নাম? আল্লামা আবুল ওয়াফা আফগানী কিতাবুল আছার এর মুকাদ্দিমায় বলেছেন- কিতাবুল আছার এবং মুসনাদ মূলতঃ একই গ্রন্থের দুটি নাম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ইল্মে হাদীসে ইমাম আবু ইউসুফের অবস্থান বুঝার জন্যেই এটুকুই যথেষ্ট যে, ইমাম যাহাবী তায়কিরাতুল হুফফায় গ্রন্থে হাফিয়ে হাদীস হিসেবে তাঁর আলোচনা গ্রহিত করেছেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক খলীফা বিন খাইয়্যাত, ইয়াকুব বিন সুফইয়ান প্রমুখের মতে ১৮২ হিজরীতে ইমাম আবু ইউসুফ ইত্তিকাল করেছেন।

## ৩ ও ৪. মুসনাদ ও কিতাবুল আছার ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী, ওফাত ১৮৯ হিজরী

ইমাম আযমের অন্যতম মেধাবী ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন ফারকাদ শাইবানী। ১৩২ হিজরীতে ওয়াসিত শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই পিতার সাথে কুফায় চলে আসেন। এখানে তিনি জ্ঞান আহরণ শুরু করেন। ইমাম আবু হানীফার বিচক্ষণ ছাত্রগণের মধ্যে একজন তিনি। ইমাম আযমের ইত্তিকাল পরবর্তীতে তিনি ইমাম আবু ইউসুফের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। হানাফী মাযহাবের বুনিয়াদী ছয়টি গ্রন্থ প্রণয়ন করে তিনি এ মাযহাবের প্রসারে ব্যাপক অবদান রাখেন। ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান সংকলিত তিনটি হাদীস গ্রন্থ পাওয়া যায়। কিতাবুল আছার ও মুসনাদ, এ দু'টিতে ইমাম আবু হানীফার কাছে শোনা হাদীসসমূহ রয়েছে। অন্যটি ইমাম মালিক বিন আনাস'র কাছ থেকে শোনা হাদীসসমূহের সংকলন। এটি মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ নামে পরিচিতি। ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান স্বয়ং একজন মুজতাহিদ ছিলেন। ইতোপূর্বে আমরা তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করেছি।

১৮৯ হিজরীতে রায় শহরে তিনি ইত্তিকাল করেন।

## ৫. মুসনাদে ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী, ওফাত ২০৪ হিজরী

ইমাম আযমের মুহাদ্দিস ছাত্রগণের অন্যতম ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী আনসারী। ইমাম আযমের কাছে শোনা হাদীসসমূহ তিনি মুসনাদ আকারে সংকলন করেন। ইতোপূর্বে আমরা তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করে এসেছি।

ইমাম সাইমারী, ইমাম যাহাবী প্রমুখের মতে ২০৪ হিজরীতে ইমাম হাসান বিন যিয়াদ ইত্তিকাল করেন।



## ৬. মুসনাদে ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুখলাদ দাওরী, ওফাত ৩৩১ হিজরী

ইমাম আযম আবু হানীফার সরাসরি ছাত্রগণের পর মুসনাদে আবু হানীফা সংকলক হিসেবে বয়সের ক্রমানুসারে প্রথমেই নাম আসে ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুখলাদ দাওরী'র। বাগদাদের বাসিন্দা প্রখ্যাত এ মুহাদ্দিস ২৩৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুখলাদ তাঁর যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তন্মধ্যে ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ, আবু হুযাফা সাহামী, ফাদাল বিন ইয়াকুব, আহমাদ বিন উসমান, মুহাম্মাদ বিন হাসসান আযরাক রয়েছেন।

বহু গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুখলাদ সেই সৌভাগ্যবান প্রখ্যাত মুহাদ্দিস যার ছাত্রগণের মধ্যে কয়েকজন হাফিয়ে হাদীস এবং যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজন হলেন- হাফিয় আবুল আব্বাস বিন উকদাহ, হাফিয় আবু বাকর বিন জাআবী, হাদীস গ্রন্থ সুনান প্রণেতা ইমাম আবুল হাসান দারাকুতনী প্রমুখ।

খাতীব বাগদাদী, হাফিয় ইবন কাছীর, ইমাম যাহাবী, ইমাম হাফিয় ইবন হাজার আসকালানী মুহাদ্দিস হিসেবে তাঁর উচ্চসিত প্রশংসা করেছেন।

হাফিয় আসকালানী বলেন-

وهو ثقة ثقة مشهور في تاريخ بغداد، له ترجمة مليحة. ومات سنة إحدى وثلاثين وثلاث مائة. وهو من اعلم عصره اسنادا، وقع لنا حديثه بعلوبينا وبينه في خمس مائة سنة ست انفس باسما ع المفصل.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- তিনি মশহুর ছিকাহ- ছিকাহ- ছিকাহ ছিলেন। তারীখে বাগদাদে পরিপূর্ণ জীবনী গ্রন্থিত রয়েছে। তিনি ৩৩১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। সনদের দিক থেকে তিনি তাঁর যুগে সর্বোচ্চ জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর এবং আমাদের মাঝখানে প্রায় পাঁচশত বছরের ব্যবধান। অথচ তাঁর এবং আমাদের মাঝখানে হাদীস বর্ণনায় মাত্র ছয়জন বর্ণনাকারী রয়েছেন।

তারীখে বাগদাদে ইমাম ইবন মুখলাদের ইন্তিকাল সন ৩৩১ হিজরী বলে উল্লেখ রয়েছে।

## ৭. মুসনাদে ইমাম ইবন উকদাহ, ওফাত ৩৩২ হিজরী

উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হাফিয়ে হাদীস ইবন উকদাহ ২৪৯ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রখ্যাত আরবী ব্যাকরণবিদ মুহাম্মাদ বিন সাঈদ'র উপাধি ছিলো উকদাহ। এ হিসেবে তিনি ইবন উকদাহ নামে খ্যাত হন।

হাদীস সংগ্রহের জন্য ইবন উকদাহ নিজ শহর কূফা ছাড়াও বাগদাদ, মক্কা মুকাররমা'র প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপক সফর করে অসংখ্য মুহাদ্দিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। মুহাদ্দিস হিসেবে তাঁর যুগে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন উবাইদুল্লাহ, হাসান বিন আলী বিন আফফান, ইবরাহীম, আবী বাকর বিন আবী শাইবাহ, আবু ইয়াহইয়া বিন আবী মাইসারাহ প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ। অন্যদিকে তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন ইমাম ইবন শাহীন, ইমাম তাবরানী প্রমুখ প্রখ্যাত হাফিয়ে হাদীসগণ।

১- الامام العسقلاني - لسان الميزان - ৩৭৬ : ৫

ইমাম ইবন উকদাহ্ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে মুসনাদে আবু হানীফা উল্লেখযোগ্য। খাতীব বাগদাদী, আবুল কাসিম হামযাহ বিন ইউসুফ সাহামী, ইমাম ইবন হাজার আসকালানী নিজ নিজ সনদে ইবন উকদাহ্ সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী শরীফের বিখ্যাত শরহ গ্রন্থ উমদাতুল কারী প্রণেতা ইমাম বদরুদ্দীন আইনী হানাফী স্বীয় তারিখুল কাবীর এ উল্লেখ করেন-

ان مسند ابى حنيفة لابن عقدة يحتوى وحده على مايزيد على الف حديث.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- কেবল ইবন উকদাহ্ সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফায় এক হাজারেরও অধিক হাদীস রয়েছে।

ইল্মে হাদীসে ইবন উকদাহ্'র সুগভীর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমরা বিন ইয়াহইয়ার জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বলেন-

احفظ مائة الف حديث بالسند والمتن.<sup>২</sup>

অর্থ্যাৎ- সনদ ও মতনসহ একলক্ষ হাদীস আমি মুখস্থ করেছি।

ইমাম দারাকুতনী (ওফাত ৩৮৫ হিজরী) বলেন-

اجمع اهل الكوفة انه لم ير من زمن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه الى زمن ابى العباس بن عقدة احفظ منه.<sup>৩</sup>

অর্থ্যাৎ- কূফাবাসী একতায় একমত যে, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় থেকে আবুল আব্বাস ইবন উকদাহ্'র সময় পর্যন্ত তাঁর চেয়ে বেশি হাদীসের হাফিয কেউ ছিলো না। তারীখে বাগদাদের বর্ণনামতে (৫:১২) ৩৩২ হিজরীতে ইমাম ইবন উকদাহ্ ইত্তিকাল করেন।

৮. মুসনাদ ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম, ওফাত ৩৩৫ হিজরী

হাফিযে হাদীস ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম'র নসব হচ্ছে- আবুল কাসিম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ সায়িদী ইবন আবিল আওয়াম। তাঁর উস্তাদের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম নাসাঈ, ইমাম তাহাওয়া, ইমাম ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ তিরমিযী প্রমুখ যুগ বরেণ্য মুহাদ্দিস ইমামগণ।

ইমাম খাওয়ারিযমী তাঁর জামিউল মাসানীদ এ ১৫ নম্বর মুসনাদ হিসেবে মুসনাদে ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম গ্রন্থিত করেছেন (১:৭৭)। এছাড়া ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ শাফিঈ উকুদুল জুমআন এ (৩৩৩ পৃ:) মুসনাদে ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম এর নাম উল্লেখ করেছেন।

১- الامام العلامة زاهد الكوثري- تأنيب الخطيب- ص ১০৫، شيخ الاسلام ذكر محمد طاهر القادري-

تذكرة مسانيد امام اعظم- ص ৭০

২- الامام الذهبي- سير اعلام النبلاء ১০:৩

৩- شيخ الاسلام ذكر محمد القادري- تذكرة مسانيد امام اعظم- ص ৭২

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম'র মুসনাদ নিয়ে মতানৈক্য দৃশ্যমান। ইমাম খাওয়ারিয়মী ও ইমাম ইবন হাজার আসকালানীর মতে ইবন আবুল আওয়াম সংকলিত মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ। পক্ষান্তরে ইমাম সালিহী ও ইমাম যাইলায়ীর মতে এটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয় বরং তাঁর রচিত ফাদাইলু আবী হানীফা নামক গ্রন্থের একটি বাব বা অধ্যায়।

মূলতঃ একটু গভীরে চিন্তা করলেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, উভয় অবস্থায় ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম কর্তৃক মুসনাদে আবু হানীফা সংকলন প্রমাণিত হচ্ছে।

৩৩৫ হিজরীতে ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম ইত্তিকাল করেন।

### ৯. মুসনাদে ইমাম উমার বিন হাসান আশনানী, ওফাত ৩৩৯ হিজরী

হাফিয়ে হাদীস ইমাম আবুল হাসান উমার বিন আশনানী ২৫৯/৬০ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উস্তাদের মধ্যে রয়েছেন-হাফিয় ইবরাহীম হারবী, আবু বাকর বিন আবিদ দুনিয়া, আবু ইসমাইল তিরমিযী, মুহাম্মাদ বিন আইনী মাদায়িনী প্রমুখ যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদিসগণ। অন্যদিকে তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন- হাফিয় ইবন উকদাহ, হাফিয় ইবন শাহীন, আবু আমর সিমাক, মুহাম্মাদ বিন মুযাফফার প্রমুখ ইল্মে হাদীসের স্তম্ভগণ।

ইমাম খাওয়ারিয়মী, ইমাম সালিহী, হাজী খলিফা, ইমাম সায়্যিদ মুরতাদা যাবিদী ইমাম উমার বিন হাসান আশনানী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা'র কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবন হাসান আশনানী স্বীয় উস্তাদ ইমাম হাফিয় ইবরাহীম হারবীর জীবদ্দশাতেই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন।

খাতীব বাগদাদী স্বীয় অনবদ্য রচনা তারীখে বাগদাদে ইবন আশনানী সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন-

وهذا رجل من جلة الناس ومن اصحاب الحديث الموجودين واحد الحفاظ له وحسن المذاكرة!

অর্থ্যাৎ-তিনি তাঁর যুগে সম্মানিত ব্যক্তি এবং মুহাদিসগণের মধ্যে গণ্য হতেন। হাফিয়ে হাদীস ছিলেন। মুহাদিসগণের নীতিমালার উপর সুন্দর পর্যালোচনা পেশ করতেন।

৩৩৯ হিজরীতে এ মহান ইমাম ইত্তিকাল করেন।

### ১০. মুসনাদে ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ হারিছী, ওফাত ৩৪০ হিজরী

তাঁর নাম ও নসব হচ্ছে- আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব বিন হারিছ বিন খালীল কালাবায়ী হানাফী। ইমাম হারিছী ২৫৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কালক্রমে তিনি উস্তাদ উপাধিতে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন- আবদুল্লাহ বিন ওয়াসিল, আবদুস সামাদ বিন ফাদাল বিন মুহাম্মাদ শা'রানী, মুহাম্মাদ বিন খাল্ফ নাসাফী, হামদান বিন যুন্নুন প্রমুখ খ্যাতিমান মুহাদিসগণ।

১- شيخ الاسلام دكتور محمد طاهر القادري - تذكرة مسانيد امام اعظم ص ৮০



ইমাম যাহাবী (ওফাত ৭৪৮ হিজরী) তায়কিরাতুল হুফফায় (৩:৮৫৪) এ ইমাম কাসিম বিন আসবাগ কুরতুবীর পরিচিতির মধ্যে লিখেছেন-তিনি ৩৪০ হিজরীতে ইত্তিকাল করেছেন। সাথে সাথে আরো লিখেছেন-

وفيها مات عالم ماوراء النهر ومحدثه الامام العلامة عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الحارثي البخاري، الملقب بالاستاذ جامع مسند ابي حنيفة الامام وله ثنتان وثمانون سنة.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- এ বছরেই মাওয়ারাউন্নাহর'র আলিম ও মুহাদ্দিস ইমাম আল্লামা আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব বিন হারিছ আল হারিছী বুখারী ইত্তিকাল করেন। যিনি উস্তাদ উপাধিতে ভূষিত এবং মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা সংকলক ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮২ বছর।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী বলেন-

قد اعتنى الحافظ ابو محمد الحارثي وكان بعد الثلاثمائة بحديث ابي حنيفة فجمعه في مجلده ورتبه على شيوخ ابي حنيفة.<sup>২</sup>

অর্থ্যাৎ-তিন'শ বছর পর হাফিয়ে হাদীস আবু মুহাম্মাদ হারিছী ইমাম আবু হানীফার হাদীসের প্রতি বিশেষ মনযোগী হন। তিনি আবু হানীফার উস্তাদগণের ক্রমধারানুযায়ী হাদীসগুলোকে একটি খণ্ডে সংকলন করেন।

ইমাম খাওয়ারিয়মী ইমাম হারিছীর ইলমী বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন-

من طالع مسنده الذي جمعه للامام ابي حنيفة علم تبحره في علم الحديث واحاطته بمعرفة الطرق والمتن.<sup>৩</sup>

অর্থ্যাৎ- যে ব্যক্তি ইমাম হারিছী সংকলিত মুসনাদ আবী হানীফা গভীর মনযোগে অধ্যয়ন করবে, সে ইল্মে হাদীসে তাঁর (হারিছী) সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং হাদীসের মতন (মূল পাঠ) ও বিভিন্ন সনদ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের কথা জানতে পারবে।

কোন কোন মুহাদ্দিস ইমাম হারিছীকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। এ বিষয়ে গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা যাহিদ কাউছারী (ওফাত ১৩৭১ হিজরী) নাসবুর রায়া'র মুকাদ্দিমায় লিখেছেন-

له مناقب ابي حنيفة، وله مسند ابي حنيفة ايضا، اكثرفيه جدا من سوق طرق الحديث، وقد اكثر ابن مندة الرواية عنه وكان حسن الرأي فيه، وقد تكلم فيه اناس بتعصب واكبر ما يرمونه به اكثاره من الرواية عن النجيرمي، ابان بن جعفر في مسند ابي حنيفة ولم ينتبهوا الى ان روايته عنه ليس في احاديث ينفرد هو بها، بل فيها له مشارك فيه. كما فعل مثل ذلك الترمذي، في محمد بن سعيد المصلوب والكلبي، لكن قاتل الله تعصب يعمي ويصم.<sup>৪</sup>

১- الامام الذهبي - تذكرة الحفاظ ৩: ৮৫৪

২- الامام ابن حجر العسقلاني - تعجيل المنفعة ২: ৪৪৮

৩- الامام الخوارزمي - جامع المسانيد ২: ২০৫

৪- العلامة زهد الكوثري - مقدمة نصب الراية - ১: ২৭

অর্থ্যাৎ-ইمام হারিছী ইمام আবু হানীফার মানাকিব বিষয়ে কিতাব লিখেছেন। তিনি মুসনাদে আবু হানীফা সংকলন করেছেন। যার মধ্যে তিনি বিভিন্ন বর্ণনা সূত্র বা তুরূক লিপিবদ্ধ করেছেন। ইمام ইবন মিনদাহ তাঁর কাছ থেকে বেশির ভাগ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর ব্যাপারে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। কেউ কেউ তাঁর প্রতি হিংসুটে আচরণ করেছেন। তাঁর নিন্দায় তাঁরা এ কারণেই সবচেয়ে বেশি মত্ত হয়েছেন যে, তিনি (তাঁর সংকলিত) মুসনাদে আবু হানীফায় আবান বিন জা'ফার নাজিরামী সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ আপত্তিকারীগণের ধারণাই নেই যে, তিনি কেবল আবান বিন জা'ফার থেকেই বর্ণনা করেননি বরং অন্যান্য বহু বর্ণনাকারী থেকেও বর্ণনা করেছেন। যেভাবে ইمام তিরমিযী মুহাম্মাদ বিন সাঈদ মাসলুব ও কালবীর বেলায় করেছেন। আল্লাহ সেইসব হিংসার ধ্বংস করুণ, যা বিজ্ঞজনকেও অন্ধ এবং বধির করে দেয়।

ইمام যাহাবীর মতে ৩৪০ হিজরীতে ইمام হারিছী ইত্তিকাল করেন।

### ১১. মুসনাদে ইمام আবদুল্লাহ বিন আদী জুরজানী, ওফাত ৩৬৫ হিজরী

ইمام আবু আহমাদ আবদুল্লাহ বিন আদী ২৭৭ হিজরীতে জুরজানে (বর্তমান ইরানের অন্তর্গত) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত হাফিযে হাদীস এবং জারহ্ ও তা'দীল'র ইمام। হাদীস বর্ণনাকারীগণের উপর জারহ্ ও তা'দীল বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *আল কামিল ফী দুআফায়ির রিজাল*। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন- হাদীস গ্রন্থ সাহীহ ইবন খুযাইমাহ প্রণেতা ইمام আবু বাকর ইবন খুযাইমাহ, হাদীস গ্রন্থ মুসনাদে আবু ইয়ালা প্রণেতা ইمام আবু ইয়ালা মুসিলী, আবদুর রহমান বিন কাসিম দামেশকী, জা'ফর বিন মুহাম্মাদ ফিরইয়াবী প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ।

সুলতান মালিক মুয়াযযাম আল্লামা ঈসা বিন আবু বাকর আইয়ুবী (ওফাত ৬২৪ হিজরী) স্বীয় গ্রন্থ *আস সাহমুল মুসীব* (পৃঃ ১০৫) এ, ইمام খাওয়ারিয়মী (ওফাত ৬৬৫ হিজরী) *জামিউল মাসানীদে* (১ : ৭৩) এবং ইمام সালিহী (ওফাত ৯৪২ হিজরী) *উকুদুল জুমআন* (পৃঃ ৩২৫) এ ইمام ইবন আদী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইمام ইবন আদী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *আল কামিল ফী দুআফায়ির রিজাল* এ ইمام আবু হানীফা এবং তাঁর ছাত্রগণের মারাত্মক ধরনের সমালোচনা করেছেন। এমতাবস্থায় তিনি আবার ইمام আবু হানীফার মুসনাদ সংকলন করলেন কেন? এ বিষয়ে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী (জন্ম ১৯৫১ ঈসাব্দী) বলেন-

شروع میں وہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے لیکن بعد ازاں جب انہوں نے امام ابوحنفر  
طحاوی سے نسبت تلمذ قائم کی تو وہ امام اعظم کے مقام حدیث سے روشناس ہو گئے لہذا انہوں  
نے مسند ابوحنیفہ کو جمع کر دیا۔<sup>۱</sup>

۱- شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری - تذکرة مسانید امام اعظم - ص ۸۸

অর্থ্যাৎ- প্রথমে তিনি ইমাম আবু হানীফার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ইমাম আবু জা'ফর তাহাবী'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, তখন ইল্মে হাদীসে ইমাম আযমের সুউচ্চ অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবহতি লাভ করেন। এ কারণেই তিনি মুসনাদে আবু হানীফা সংকলন করেছেন।

ইমাম ইবন আবু আদী'র ইলমী অবস্থান সম্পর্কে নতুন করে আলোচনার কিছু নেই। তাঁর বিখ্যাত ছাত্র হামযা বিন ইউসুফ সাহামী জুরজানী (ওফাত ৪২৯ হিজরী) তারীখে জুরজান (জুরজানের ইতিহাস) গ্রন্থে বলেন-

كان ابو احمد بن عدى حافظا متقنا، لم يكن في زمانه مثله.

অর্থ্যাৎ- আবু আহমাদ ইবন আদী হাফিযে হাদীস এবং গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সে যুগে তাঁর সমকক্ষ (ইলমে হাদীসে) কেউ ছিলোনা।

তারীখে জুরজান প্রণেতার মতে ৩৬৫ হিজরীতে ইমাম ইবন আদী ইন্তিকাল করেন।

## ১২. মুসনাদে ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুযাফফার, ওফাত ৩৭৯ হিজরী

ইমাম আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন মুযাফফার বিন মুসা বিন ঈসা বিন মুহাম্মাদ ২৮৬ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত সাহাবী সালমা বিন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বংশধর ছিলেন তিনি। তাঁর উস্তাদের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম আবু জা'ফর তাহাবী, আবদুল্লাহ বিন সালেহ বুখারী, মুহাম্মাদ বিন জারীর তাবারী, কাসিম বিন যাকারিয়া প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ। অন্যদিকে তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন-ইবন শাহীন, আবু নাঈম ইস্পাহানী, আবু আবদুর রহমান সুলামী, আবু বাকর আল বুরকানী প্রমুখ যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস।

ইমাম ইবন নুকতাহ (ওফাত ৬২৯ হিজরী) আত তাকয়িদ বিমা'রিফাতি রুওয়াতিস সুনান ওয়াল মাসানীদ পৃঃ ১১৩, ইমাম খাওয়ারিয়মী (ওফাত ৬৬৫ হিজরী) জামিউল মাসানীদ ১:৭১, ইমাম ইবন হাজার আসকালানী (ওফাত ৮৫২ হিজরী) তা'জীলুল মুনফিআহ বিযাওয়াঈদি রিজালিল আইয়িম্মাতিল আরবাআ পৃঃ ৬, ইমাম সালিহী (ওফাত ৯৪২ হিজরী) উকুদুল জুমআন পৃঃ ৩২৪, হাজী খলীফাহ (ওফাত ১০৬৭ হিজরী) কাশফুয যুনুন ২:১৬৮, আল্লামা যাহিদ কাউছারী (ওফাত ১৩৭১ হিজরী) তা'নীবুল খাতীব পৃঃ ১৫৬, ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুল হারিছী মাকানাতুল ইমাম আবু হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন পৃঃ ২৭৭ এবং শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তায়কিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ৯ প্রমুখ ইমাম ইবন মুযাফফার কর্তৃক মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা সংকলনের কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবন মুযাফফার'র ইলমী অবস্থান সম্পর্কে উলামা-মুহাদ্দিসীন দীর্ঘ আলোচনা পেশ করেছেন। ইমাম খাতীব বাগদাদী (ওফাত ৪৬৩ হিজরী) বলেন-

كان حافظا فهما، صادقا، مكثرا.



অর্থ্যাৎ- তিনি হাফিযে হাদীস, প্রখর মেধাবী, সত্যবাদী এবং বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন।

ইমাম আবু কাসিম আযহারীর মতে ৩৭৯ হিজরীতে ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুযাফফার ইত্তিকাল করেন।

### ১৩. মুসনাদে ইমাম তালহা বিন মুহাম্মাদ, ওফাত ৩৮০ হিজরী

ইমাম আবু কাসিম তালহা বিন মুহাম্মাদ বিন জা'ফর ২৯১ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের বাগদাদের বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তাঁর উস্তাদের মধ্যে রয়েছেন - আমর বিন ইসমাইল কুফী, মুহাম্মাদ বিন আব্বাস, মুহাম্মাদ বিন হোসাইন উশনানী, আবু বাকর বিন আবু দাউদ, আবু কাসিম বাগাবী প্রমুখ খ্যাতিমান মুহাদ্দিস। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন ফকীহ উমার বিন ইবরাহীম, আলী বিন মুহসিন তানুখী, হাসান বিন আলী জাওহারী প্রমুখ।

ইমাম খাওয়ারিয়মী (ওফাত ৬৬৫ হিজরী) জামিউল মাসানীদ ২:৪৮৭, হাজী খলিফা (ওফাত ১০৬৭ হিজরী) কাশফুয যুনুন ২: ১৬৮০, ইমাম সালিহী (ওফাত ৯৬৪ হিজরী) উকুদুল জুমআন পৃ: ৩২৩, ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুল হারিহী মাকানাতু ইমাম আবী হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন পৃ: ২৭৬, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃ: ৯৭ প্রমুখ ইমাম তালহা বিন মুহাম্মাদ সংকলিত মুসনাদে ইমাম আবু হানীফার কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আযহারীর মতে ৩৮০ হিজরীতে ইমাম তালহা ইত্তিকাল করেন।

### ১৪. মুসনাদে মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম মুকরী, ওফাত ৩৮১ হিজরী

ইমাম আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন আলী বিন আসিম বিন যাযান ২৮৫ হিজরীতে ইস্পাহানে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস সংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে সফরকারী হিসেবে খ্যাতি ছিলো। তাঁর উস্তাদের সংখ্যা প্রচুর। তন্মধ্যে কয়েকজন হলেন- ইমাম আবু জা'ফর তাহাবী, ইমাম আবু ইয়ালা আহমাদ বিন আলী মুসিলী, উমার বিন আবী গাইলান, ইবন কুতাইবাহ, আহমাদ বিন ইয়াহইয়া প্রমুখ। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন- হাফিয আবু নাঈম ইস্পাহানী, ইবন হাইয়ান, হাফিয আবু ইসহাক বিন হামযাহ, তাহির বিন মুহাম্মাদ প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ।

ইমাম ইবন নুকতাহ হাম্বালী (ওফাত ৬২৯ হিজরী) আততাকয়ীদ পৃ: ২৭, ইমাম যাহাবী শাফিঈ (ওফাত ৭৪৮ হিজরী) তাযকিরাতুল হুফফায ৩:৯৭৩, ইমাম ইবন হাজার আসকালানী শাফিঈ (ওফাত ৮৫২) তা'জীলুল মুনফিআ পৃ: ৬, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃ: ১০০ প্রমুখ ইমাম ইবনুল মুকরী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবনুল মুকরীর ইলমী উচ্চ মর্যাদা প্রসঙ্গে ইমাম আবু নাঈম ইস্পাহানী বলেন-

محدث كبير، ثقة، امين صاحب مسانيد و اصول سمع بالعراق والشام ومصر  
مالا يحصى كثرة.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- তিনি উচ্চ মর্যাদার মুহাদ্দিস ছিলেন। ইল্মে হাদীসে ছিকাহ ও আমীন ছিলেন। কয়েকটি মুসনাদ এবং উসুল প্রণেতা ছিলেন। ইরাক, সিরিয়া এবং মিশরে এতো অধিক সংখ্যক হাদীস শুনেছেন যা ধারণা করা মুশকিল।

ইমাম ইবনুল মুকরী ৩৮১ হিজরীতে ইত্তিকাল করেন।

#### ১৫. মুসনাদে ইমাম দারাকুতনী, ওফাত ৩৮৫ হিজরী

শায়খুল ইসলাম, ইমাম আবুল হাসান আলী বিন উমার বিন আহমাদ। তিনি ৩০৬ হিজরীতে বাগদাদের দারকুতন এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। এ কারণেই তিনি দারাকুতনী নামে খ্যাত হন। ইমাম দারাকুতনী হাদীস গ্রন্থ সংকলন ছাড়াও রিজাল শাস্ত্রে অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি হাফিয়ে হাদীস এবং রিজাল শাস্ত্রে সুবিজ্ঞ ইমাম ছিলেন।

তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন-আবুল কাসিম বাগাবী, ইবন আবু দাউদ সিজিসতানী, ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ, আবু হামিদ বিন হারুন হাদরামী, আহমাদ বিন ইসহাক বিন বাহলুল, আলী বিন আবদুল্লাহ প্রমুখ যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন ইমাম হাফিয় আবু আবদুল্লাহ হাকিম, হাফিয় আবু বাকর বুরকানী, হাফিয় আবু নাঈম ইস্পাহানী, হাফিয় আবদুলগণী আযদী, কাযী আবু তায়্যিব তাবারী প্রমুখ বরেন্য মুহাদ্দিসগণ।

ইমাম দারাকুতনী যে ইমাম আবু হানীফার মুসনাদ সংকলন করেছিলেন এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের তাহকীক নিম্নরূপ।

বিগত শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা যাহিদ কাউছারী (ওফাত ১৩৭১ হিজরী) বলেন-

كان الخطيب نفسه حينما رحل الى دمشق استصحبه معه مسند ابي حنيفة  
للدارقطني.<sup>২</sup>

অর্থ্যাৎ- স্বয়ং খাতীব বাগদাদী যখন সফর করে দামেশ্কে পৌঁছান তখন ইমাম দারাকুতনী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা সাথে নিয়ে যান।

বিগত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক ড. মুস্তাফা সুবায়ী শাফিঈ ইমাম আবু হানীফার মুসনাদ সংখ্যা ব্যাপারে আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন-

بل كان الخطيب حينما رحل الى دمشق استصحبه معه مسند ابي حنيفة  
للدارقطني.<sup>৩</sup>

১- شيخ الاسلام الدكتور محمد طاهر القادري - تذكرة مسانيد امام اعظم ص ১০০

২- العلامة زاهد الكوثري - تأنيب الخطيب ص ১০৬

৩- الدكتور مصطفى السباعي - السنة ومكانتها في تشريع الاسلام ص ৪০১

অর্থ্যাৎ- বরং খাতীব বাগদাদী দামেশক সফরকালে ইমাম দারাকুতনী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা সাথে নিয়ে যান।

শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী ইমাম দারাকুতনী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা বিষয়ে বিভিন্ন গবেষকের মতামত তুলে ধরার সময় বলেন-

امام دارقطنی نے ہی امام اعظم ابو حنیفہ کے مسند کو ہی جمع کیا<sup>۱</sup>۔

অর্থ্যাৎ- ইমাম দারাকুতনী ইমাম আযম আবু হানীফার মুসনাদ সংকলন করেছেন।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ইমাম দারাকুতনী মুসনাদে আবু হানীফা সংকলন করা ছাড়াও তাঁর বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সুনান এর মধ্যে আবু হানীফা সূত্রে ৩৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। গবেষক মুহাম্মাদ নুর সুওয়াইদ কুয়েত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ আল ইমাম আবু হানীফাহ আননু'মুন মুহাদিসান ফী কুতুবিল মুহাদিসীন এর তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন-

رواية ابي حنيفة في سنن الدارقطني رحمهما الله تعالى<sup>২</sup>۔

(সুনানে দারাকুতনীতে আবু হানীফার রিওয়ায়াত)

এ অধ্যায়ে লেখক সুনানে দারাকুতনীতে ইমাম আবু হানীফা বর্ণিত হাদীসগুলো একত্রিত করেছেন। ইল্মে হাদীসে ইমাম দারাকুতনীর প্রজ্ঞা-পাণ্ডিত্য সম্পর্কে নতুন করে আলোচনার অপেক্ষা রাখেনা। ইমাম হাকিম, হাফিয আবদুল গণী বিন সাঈদ, আবু আবদুর রহমান সুলামী, খাতীব বাগদাদী প্রমুখ ইল্মে হাদীসে ইমাম দারাকুতনীর গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপারে উচ্চসিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কাযী আবু তায়্যিব তাহির বিন আবদুল্লাহ তাবারী (ওফাত ৪৫০ হিজরী) বলেন-

كان الدارقطنى امير المؤمنين فى الحديث، وما رأيت حافظا ورد بغداد الا مضى اليه وسلم له<sup>৩</sup>۔

অর্থ্যাৎ- ইমাম দারাকুতনী হাদীসে আমিরুল মু'মিনীন ছিলেন। আমি এমন কোন হাফিযে হাদীসকে দেখিনি যিনি বাগদাদ এসেছেন অথচ তাঁকে সালাম করার জন্য উপস্থিত হননি। ৩৮৫ হিজরীতে ইমাম দারাকুতনী ইন্তিকাল করেন।

১৬. মুসনাদে ইমাম ইবন শাহীন, ওফাত ৩৮৫ হিজরী

ইবন শাহীন নামে খ্যাত এই হাফিযে হাদীসের নাম আবু হাফস উমার বিন আহমাদ বিন উসমান বাগদাদী। ২৯৭ হিজরীতে তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন- আবুল কাসিম বাগাবী, আবু বাকর বুরকানী, মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বাগিন্দী, মুহাম্মাদ বিন হারুন শুআইব বিন মুহাম্মাদ প্রমুখ।

১- শিখ الاسلام ডক্টর محمد طاهر القادري، تذكرة مسانيد امام اعظم ص ১০৫

২- محمد نور سويد - الامام ابو حنيفة النعمان محدثا في كتب المحدثين - ص ৭০

৩- শিখ الاسلام ডক্টর محمد طاهر القادري - تذكرة مسانيد امام اعظم - ص ১৭০



খাতীব বাগদাদীর বর্ণনা মতে (তারীখে বাগদাদ ১১:২৬৭) ইমাম ইবন শাহীন ৩৩০ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর ইলমী গ্রন্থযোগ্যতা ব্যাপারে ইমাম ইবন মাকূলা, ইমাম যাহাবী, খাতীব বাগদাদী প্রমূখ উচ্চসিত প্রসংশামূলক আলোচনা করেছেন।

ইমাম ইবন শাহীন যে মুসনাদে আবু হানীফা সংকলন করেছেন এ ব্যাপারে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা যাহিদ কাউসারী স্বীয় তা'নীবুল খাতীব গ্রন্থে (পৃঃ ১৫৬) আলোচনা করেছেন।

ড. মুস্তাফা সুবায়ী ইবন শাহীন কর্তৃক মুসনাদে আবু হানীফা সংকলনের কথা তাঁর গবেষণা গ্রন্থ আসসুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফী তাশরিয়ীল ইসলামী (পৃঃ ৪৫১) তে উল্লেখ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী বলেন-

امام ابن شاهين كثير كتب كے مصنف تھے، ان کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی مسند کو جمع کیا۔<sup>۱</sup>

অর্থ্যাৎ- ইমাম ইবন শাহীন বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তিনি সেই সম্মান অর্জন করে ছিলেন যে, তাঁর দ্বারা ইমাম আযম আবু হানীফার মুসনাদ সংকলিত হয়েছিলো।

হাফিয আবু নাজ্জিম ইস্পাহানীর মতে ৩৮৫ হিজরীতে ইমাম ইবন শাহীন ইত্তিকাল করেন।

#### ১৭. মুসনাদে ইমাম ইবন মান্দাহ, ওফাত ৩৯৫ হিজরী

নাম ও নসব হচ্ছে- হাফিয আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু ইয়াকুব ইসহাক বিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন মান্দাহ। ৩১০/১১ হিজরীতে ইস্পাহানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর যুগে হাফিযে হাদীস হিসেবে তিনি খুবই খ্যাতিমান ছিলেন। হাদীস শোনার জন্য ইসলামী বিশ্বের নানা প্রান্তে ব্যাপক সফর করেন। রিজাল শাস্ত্রের খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ ইমাম যাহাবী ইমাম ইবন মান্দাহ'র উপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন। এমনকি তাঁর উস্তাদ সংখ্যা ১৭০০ বলে ইমাম যাহাবী বলে উল্লেখ করেছেন (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৭:৩০)। তন্মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন- তাঁর পিতা আবু ইয়াকুব ইসহাক, আবদুর রহমান বিন ইয়াহইয়া, আবু আলী হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবন আবু হুরাইরা, আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম, আবদুল্লাহ বিন ইয়াকুব কিরমানী, ইমাম হাফিয আবু হাতিম ইবন হিব্বান, আহমাদ বিন যাকারিয়া মুকাদিসী প্রমূখ। ইমাম ইবন মান্দাহ প্রচুর সংখ্যক গ্রন্থ প্রণেতা। ড. ফাওয়াদ সিয়গিন ইমাম আবু হানীফার মুসনাদসমূহের আলোচনায় ইমাম ইবন মান্দাহ কর্তৃক সংকলিত মুসনাদের কথাও উল্লেখ করেছেন। (তারীখু তুরাখিল আরাবী ৩:৪২)। শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী স্বীয় গবেষণা গ্রন্থ তায়কিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম (পৃঃ ১১১) এ ইবন মান্দাহ সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু নাজ্জিম ইস্পাহানী প্রমুখের মতে ৩৯৫ হিজরীতে ইমাম ইবন মান্দাহ ইত্তিকাল করেন।

১- شيخ الاسلام ڈکٹر محمد طاہر القادری - تذکرۃ مسانید امام اعظم - ص ۱۷۱

## ১৮. মুসনাদে ইমাম আবু নাজ্জিম ইম্পাহানী, ওফাত ৪৩০ হিজরী

ইমাম আবু নাজ্জিম আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন ইসহাক মিহরানী ৩৩২ হিজরীতে ইম্পাহানে জন্মগ্রহণ করেন। এ কারণেই তিনি ইম্পাহানী নামে খ্যাত হন। ইমাম আবু নাজ্জিম ইম্পাহানীকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন পড়েনা। তাঁর রচিত আল মুসতাখরাজ আলাস সাহীহাইন, দালাঈলুন নাবুওয়্যাহ, হুলিয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া প্রভৃতি গ্রন্থ পৃথিবী ব্যাপী বিখ্যাত হয়ে আছে।

তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন- আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন জা'ফর, কাযী আবু আহমাদ আসসাল, আহমাদ বিন ইউসূফ নাসিবী, মাখলাদ বিন জা'ফর দাকিকী, মুহাম্মাদ বিন আলী বিন মুসলিম আমিরী, মুহাম্মাদ বিন উমার জাআবী প্রমূখ। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন- খাতীব বাগদাদী, হাফিয সুলাইমান বিন ইবরাহীম, আবুল ফাদাইল মুহাম্মাদ বিন আহমাদ প্রমূখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ।

ইমাম আবু নাজ্জিম ইম্পাহানীর ইলমী মর্যাদার উচ্চসিত প্রসংশা করেছেন পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ।

ইমাম যাহাবী ইমাম হামযা বিন আব্বাস আলাবীর (ওফাত ৫১২ হিজরী) সূত্রে উল্লেখ করেন-

كان اصحاب الحديث يقولون: بقي ابو نعيم واربع عشرة سنة بلا نظير  
لا يوجد شرقا وغربا اعلى منه اسنادا ولا احفظ منه. ۱

অর্থ্যাৎ- মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন- চৌদ্দ বছর এমন কেটেছে যে, আবু নাজ্জিমের মতো কাউকে পাওয়া যায়নি। প্রাচ্য ও প্রতিচ্যে তাঁর মতো উচ্চ সনদ সম্পন্ন হাফিযে হাদীস কেউ ছিলোনা।

ইমাম খাওয়ারিয়মী জামিউল মাসানীদ ১:৭২, ইমাম সালিহী উকুদুল জুমআন পৃঃ ৩২৫. ইমাম সাযিদ মুরতাদা যাবিদী উকুদুল জাওয়াহিরুল মুনীফাহ ১:৬, আল্লামা যাহিদ কাউছারী তানীবুল খাতীব পৃঃ ১৫২, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১১৭ প্রমূখ ইমাম আবু নাজ্জিম ইম্পাহানী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবন নুকতাহ হাম্বালী ও ইমাম যাহাবীর মতে ৪৩০ হিজরীর ২০ মুহাররাম ইমাম আবু নাজ্জিম ইম্পাহানী ইত্তিকাল করেন।

## ১৯. মুসনাদে ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ কালাঈ, ওফাত ৪৩২ হিজরী

ইমাম আবু উমার আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন খালিদ কালাঈ ৩৯৪ হিজরীতে করডোবায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উস্তাদের মধ্যে রয়েছেন- কাযী ইউনুস বিন আবদুল্লাহ, আবু আবদুল্লাহ ইবন আবিদ, আবুল কাসিম খায়রাজী, আবু আলী হাদ্দাদ প্রমূখ।

তিনি বহুমুখি ইল্মে পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে ইল্মে কিরাতে একজন খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। এ বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন।

ইমাম খাওয়ারিয়মী জামিউল মাসানীদ ১:৭৪, ইমাম সালিহী উকুদুল জুমআন পৃ: ৩২৮, হাজী খলীফা কাশফুয যুনুন ২:১৬৮১, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃ: ১২২, ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুল হারিছী মাকানাতুল ইমাম আবু হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন পৃ: ২৮০, প্রমুখ ইমাম আহমদ কালাঈ কর্তৃক সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার কথা উল্লেখ করেছেন।

৪৩২ হিজরীর ১০ যুলকা'দাহ ইমাম আহমাদ কালাঈ ইত্তিকাল করেন।

## ২০. মুসনাদে ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী, ওফাত ৪৫০ হিজরী

ইমাম আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ বিন হাবীব মাওয়ারদী শাফিঈ ৩৬৪ হিজরীতে বাসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন- হাসান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ জাবালী, মুহাম্মাদ বিন আদী বিন যাহর মুনকিরী, জা'ফর বিন মুহাম্মাদ বিন ফাদাল বাগদাদী প্রমুখ। অন্যদিকে খাতীব বাগদাদীসহ খ্যাতিমান অনেক মুহাদ্দিস তাঁর ছাত্র ছিলেন।

কালক্রমে তিনি কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) হয়েছিলেন। ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী শাফিঈ মাযহাবের বিখ্যাত একজন পণ্ডিত হিসেবে গণ্য হতেন। তাফসীর, ফিকহ, উসূলে ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর রচিত বহু গ্রন্থ রয়েছে।

হাজী খলীফা কাশফুয যুনুন ২:১৬৮১, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃ: ১২৪ এ ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার কথা উল্লেখ করেছেন।

খাতীব বাগদাদীর মতে ৪৫০ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী ইত্তিকাল করেন।

## ২১. মুসনাদে ইমাম খাতীব বাগদাদী, ওফাত ৪৬৩ হিজরী

ইমাম আবু বাকর আহমাদ বিন আলী বিন ছাবিত বিন আহমাদ বিন মাহদী বাগদাদী ৩৯২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবুল হাসান আলী বিন ছাবিত ইল্মে কিরাত ও ইল্মে হাদীসে ইমাম আবু হাফস কাত্তানী'র বিশেষ ছাত্র ছিলেন। মুহাদ্দিস পিতার সন্তান খাতীব বাগদাদী ইলমী পরিবেশে বড় হয়ে ওঠেন। ১১ বছর বয়সে তিনি প্রথম হাদীস শুনেন। ২০ বছর বয়সে তিনি হাদীস শিক্ষার জন্য বাসরা সফর করেন। ২৩ বছর বয়সে নিশাপুর (বর্তমান ইরানের অন্তর্গত) সফর করেন। পরবর্তীতে মক্কা মুকাররামা ও মদীনা তায়্যিবা সফর করেন। পরিণত বয়সে শাম (সিরিয়া) সফর করেন।

খাতীব বাগদাদী আরব ও আযমের অসংখ্য উলামার কাছ থেকে ইল্মে হাদীস শিক্ষা করেন। তন্মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন-আবুল হাসান আহমাদ বিন সালত আহওয়াযী, আবু উমার বিন মাহদী ফারিযী, আবুল হুসাইন বিন মুতীম, ইমাম হাফিয আবু নাস্তিম ইস্পাহানী, হাফিয আবু হাযিম, কাযী আবু বাকর হাইরী, হুসাইন বিন হাসান জাওয়ালিকী, আবুল ফাতহ বিন আবুল ফাওয়ারিস, আবু উমার কাসিম বিন জা'ফার হাশিমী প্রমুখ। অন্যদিকে তাঁর ছাত্রের সংখ্যাও বিশাল।



খাতীব বাগদাদী রচিত বিপুলসংখ্যক অমূল্য গ্রন্থ তাঁকে দুনিয়াব্যাপী খ্যাতিমান করে রেখেছে। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি লিখেছেন। তবে ইল্মে হাদীসের নানা দিক নিয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। কুয়েতের ড. মাহমুদ তাহহান রচিত গ্রন্থ *আল হাফিয় আল খাতীব আল বাগদাদী ওয়া আছারুহু ফী ইলমিল হাদীস* (প্রকাশক দারুল কুরআন, বৈরুত-লেবানন ১৪০১ হিজরী)। এ গ্রন্থে ইল্মে হাদীসের নানা দিকের উপর রচিত তাঁর গ্রন্থাবলীর তালিকা ও পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে। ইমাম খাতীব বাগদাদীর ইলমী অবস্থান সম্পর্কে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসীন উচ্চসিত প্রশংসা করেছেন। যদিও তাঁর রচিত ইতিহাস গ্রন্থ *তারীখে বাগদাদ*’র কিছু কিছু বিষয় নিয়ে অনেকেই আপত্তি উত্থাপন করেছেন। বিখ্যাত ফকীহ আবু ইসহাক ইবরাহীম শিরায়ী (ওফাত ৪৭২ হিজরী) বলেন-

ابو بكر الخطيب يشبه بابي الحسن الدارقطني ونظرائه في معرفة الحديث وحفظه.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- ইল্মে হাদীসে ব্যাপক জ্ঞান ও হিফয এর ক্ষেত্রে আবু বাকর খাতীবকে ইমাম আবুল হাসান দারাকুতনী এবং তাঁর সমসাময়িকদের সাথে সামঞ্জস্যশীল বলা হয়।

খাতীব বাগদাদীর রচনা সম্ভারের মধ্যে তাঁর সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার নামও পাওয়া যায়।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইমাম খাতীব বাগদাদী দামেশক সফর কালে ৪৭৪ খানা কিতাব সাথে নিয়ে যান। তন্মধ্যে ৬৪ খানা তাঁর রচিত। এই গ্রন্থগুলোর নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন দামেশকে তাঁর ছাত্র মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আন্দালুসী মালিকী।

تسمية ماوردبه الخطيب دمشق من الكتب من روايته.

নামক সে গ্রন্থ তালিকায় মুসনাদে আবু হানীফার নামও রয়েছে।

খাতীব বাগদাদী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার কথা গুরুত্বের সাথে আলোচনায় এনেছেন গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা যাহিদ কাউছারী *তা’নীবুল খাতীব* পৃ: ১৫৬, ড. মুস্তাফা সুবায়ী *আসসুনাতু ওয়া মাকানাতুহা ফী তাশারীল ইসলামী* পৃ: ৪৫১, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী *তায়কিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম* পৃ: ১১৭।

হাফিয় ইবন আসাকির’র মতে ৪৩৬ হিজরীর ৮ যিলহাজ্জ সোমবার খাতীব বাগদাদী ইত্তিকাল করেন। পরদিন বাগদাদে হযরত বিসর হাফী ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের কবরের কাছাকাছি স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

## ২২. মুসনাদে ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আনসারী, ওফাত ৪৮১ হিজরী

ইমাম আবু ইসমাইল আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আলী বিন মুহাম্মাদ আনসারী ৩৯৬ হিজরী হিরাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লকব ছিলো শাইখুল ইসলাম। তিনি মেঘবানে রাসূল হযরত আবু আইউব খালিদ বিন যায়িদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু’র (মাজার শরীফ-ইস্তাম্বুল, তুরস্ক) বংশধর।

১- الامام السبكي - طبقات الشافعية - ৪: ৩২، شيخ الاسلام الدكتور محمد طاهر القادري - تذكرة مسانيد امام

ইমাম আবদুল্লাহ আনসারী আবদুল জাব্বার বিন মুহাম্মাদ জারবাহীর কাছে ইমাম তিরমিযীর হাদীস গ্রন্থ শ্রবণ করেন। এছাড়া তাঁর উস্তাদের মধ্যে রয়েছেন- আবু মানসূর মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আযদী, হাফিয আবুল ফাদাল মুহাম্মাদ বিন আহমাদ জারুদী, ইয়াহইয়া বিন আম্মার সিজিসতানী, হাফিয আহমাদ বিন আলী প্রমুখ।

তাঁর ছাত্রের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন- মুহাম্মাদ বিন তাহির মুকাদিসী, মু'তামিন বিন আহমাদ সাজী, আবদুল্লাহ বিন আহমাদ সমরকন্দী, হাম্বাল বিন আলী বুখারী প্রমুখ।

ইমাম আবদুল্লাহ আনসারীর ইলমী অবস্থান সম্পর্কে পরবর্তী কালের মুহাদিসগণ ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হাফিয আবদুল গাফির বিন ইসমাঈল (ওফাত ৫২৯ হিজরী) বলেন-

كان ابواسماعيل الانصارى على حظ تام من معرفة العربية والحديث و  
التواريخ والانساب، اماما كاملا في التفسير، حسن السيرة في التصوف<sup>১</sup>।

অর্থ্যাৎ-আবু ইসমাঈল আনসারী আরবী ভাষা, ইল্মে হাদীস, ইতিহাস এবং ইল্মে আনসাব এ গভীর জ্ঞানী ছিলেন। ইল্মে তাফসীরে তিনি কামিল ইমাম ছিলেন। ইল্মে তাসাউফেও ছিলেন পুতঃ সত্তা।

বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত ইমাম আবু ইসমাঈল আবদুল্লাহ আনসারী রচিত গ্রন্থ রয়েছে। ইমাম আবদুল্লাহ আনসারী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ইমাম হাফিয আবদুল কাদির বিন আবিল ওয়াফা কুরাশী জাওয়াহিরুল মুদিয়া পৃঃ ৪১৫, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তাযকিরায় মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৩১।

ইমাম আবু আবদুল্লাহ হুসাইন বিন মুহাম্মাদ হারুবীর মতে ৪৮১ হিজরীর ২২ যিলহাজ্জ শুক্রবার ইমাম আবদুল্লাহ আনসারী ইন্তিকাল করেন।

### ২৩. মুসনাদে ইমাম হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন খসরু বলখী, ওফাত ৫২২ হিজরী

ইমাম আবু আবদিল্লাহ হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন খসরু বলখী বাগদাদের একজন বিখ্যাত মুহাদিস ছিলেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন-আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু নাসর হুমাইদী, আবুল গানাইম মুহাম্মাদ বিন আবি উসমান, আবু ইউসুফ আবদুস সালাম, আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ আম্বারী, আবু জা'ফর বিন হুসাইন প্রমুখ। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন- ইমাম হাফিয ইবনুল জাউযী, ইমাম হাফিয ইবন আসাকির প্রমুখ।

ইমাম বলখী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ইমাম খাওয়ারিযমী জামিউল মাসানীদ ২:৪৩৪, ইমাম আবদুল কাদির বিন আবুল ওয়াফা কুরাশী জাওয়াহিরুল মুদিয়া পৃঃ ১৪২, ইমাম যাহাবী সিয়রু আ'লামিন নুবালা ১৯:৫৯২, ইমাম ইবন হাজার আসকালানী তা'জীলুল মুনফিআ পৃঃ ২, ইমাম সালিহী উকুদুল জুমআন পৃঃ ৩২৮, ড. মুহাম্মাদ

১- شيخ الاسلام ذكر محمد طاهر القادري - تذكرة مسانيد امام اعظم - ص ۱۳۳

কাসিম আবদুল হারিছী মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন পৃঃ ২৮০ ও শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তায়কিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৩৫।

ইমাম আবদুল কাদির বিন আবিল ওয়াফার মতে ৫২২ হিজরীতে ইমাম হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন খসরু বলখী ইত্তিকাল করেন।

## ২৪. মুসনাদে ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল বাকী আনসারী, ওফাত ৫৩৫ হিজরী

ইমাম আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন আবদুল বাকী বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ খায়রাজী সালামী আনসারী ৪৪২ হিজরীর সফর মাসে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। পরিণত বয়সে তিনি মারিস্তানের কাযী নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর উস্তাদের মধ্যে রয়েছেন-আবু ইসহাক বারমিকী, আলী বিন ঈসা বাকিল্লানী, কাযী আবু তায়্যিব তাবারী, আবু মুহাম্মাদ হাসান বিন আলী জাওহারী, আবুল ফাদাল হিবাতুল্লাহ, খাদিজা বিনতে মুহাম্মাদ শাহ জানিয়া প্রমুখ।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন- আবু সাঈদ আবদুল কারীম বিন মুহাম্মাদ সামআনী, আবুল কাসিম আলী ইবন আসাকির, আবুল ফারজ আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী, আবু মুসা মাদিনী। পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিস ইমামগণ তাঁর ইলমী অবস্থান সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

ইমাম ইবন হাজার আসকালানী তাঁর ব্যাপারে বলেন-

مشهور معمر، عالي الاسناد، هو اخر من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجال ثقات مع اتصال السماع على شرط الصحيح.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- বিখ্যাত বয়স্ক বুয়ুর্গ ছিলেন। উচ্চ সনদে হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি সেই আখেরী মুহাদ্দিস যিনি সহীহ শর্তের উপর হাদীস শ্রবণকারী। তাঁর এবং নবীজির মধ্যখানে মাত্র ছয়জন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল বাকী আনসারী কর্তৃক সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার কথা উল্লেখ করেছেন ইমাম খাওয়ারিয়মী জামিউল মাসানীদ ১:৭২, ইমাম সালিহী উকুদুল জুমআন পৃঃ ৩২৫, হাজী খলীফা কাশফুয যুনুন ৬:১২৮১, ইমাম সায্যিদ মুরতাদা যাবিদী উকুদুল জাওয়াহিরুল মুনীফাহ ১:২, ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুল হারিছী মাকানাতুল ইমাম আবু হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন পৃঃ ২৭৮, শাইখুল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তায়কিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৩৯।

ইমাম ইবন শাফী'র মতে ৫৩৫ হিজরীর ২/৩ রজব বুধবার ইমাম কাযী আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন আবদুল বাকী আনসারী ইত্তিকাল করেন।

১- الامام ابن حجر العسقلاني - لسان الميزان - ৫ : ১৪১



## ২৫. মুসনাদে ইমাম ইবন আসাকির দামেশকী, ওফাত ৫৭১ হিজরী

ইমাম আবুল কাসিম আলী বিন হাসান বিন হিবাতুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ শাফিঈ ৪৯৯ হিজরীর শেষপাদে দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাফিয ইবন আসাকির নামে খ্যাত। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর রচিত অনেকগুলো গ্রন্থ রয়েছে।

মাত্র সাত বছর বয়সে ইমাম হাফিয ইবন আসাকির স্বীয় পিতা ও ভাইয়ের কাছ থেকে হাদীস শুনতে শুরু করেন। পরবর্তীতে নিজ শহর দামেশক ছাড়াও বাগদাদ, কূফা, নিশাপুর, ইস্পাহান, মারু, হিরাত, মক্কা মুকাররামা এবং মদীনা তায়্যিবার খ্যাতিমান মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে ইলম হাসিল করেন।

তাঁর উস্তাদগণের সংখ্যা ১৩০০। তন্মধ্যে ৮০ জন মহিলা রয়েছেন। হাফিয ইবন আসাকির এর ইলমী মর্যাদা সম্পর্কে পরবর্তী কালের মুহাদ্দিস গণ উচ্চসিত প্রশংসা করেছেন। হাফিয ইবন নাজ্জার বলেন –

ابوالقاسم امام المحدثين في وقته.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- আবুল কাসিম (ইবন আসাকির) তাঁর যুগে মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন।

ইমাম হাফিয ইবন আসাকির সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা'র নাম উল্লেখ করেছেন ইমাম যাহাবী সিয়রু আ'লামিন নুবালা ২০:৫৬১, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ ইয়াকূত বিন আবদুল্লাহ মু'জামুল উদাবা ৪:৪৪, আল্লামা সালাউদ্দিন খলিল সাফিদী আল ওয়াফী বিল ওয়াফিয়াত ২০:২১৯, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তায়কিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৪৩।

১৪০১ হিজরীতে বৈরুতের বিখ্যাত প্রকাশনী দারু ইহইয়ায় তুরাছিল আরাবী হাফিজ ইবন আসাকির রচিত জগতখ্যাত গ্রন্থ তারীখু দিমাশ্ক আল কাবীর প্রকাশ করেছে। হাফিয ইবন আসাকির'র পরিচিতি পেশ করতে গিয়ে তাঁর রচিত ও সংকলিত গ্রন্থ তালিকায় মুসনাদে আবু হানীফার নাম উল্লেখ করা হয়েছে (পৃঃ ১১)।

৫৭১ হিজরীর ১১ রজব হাফিয ইবন আসাকির ইন্তিকাল করেন।

(দামেশক নগরীর বিখ্যাত কবরগাহ বাবে সাগীর এর পার্শ্ববর্তী স্থানে হাফিয ইবন আসাকির'র কবর শরীফ অবস্থিত। ২০০৮ সালের ২৯ অক্টোবর ওয়ালিদ কিবলার সাথে এ মহান ইমামের রওজা যিয়ারতের সুযোগ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।)

## ২৬. মুসনাদে ইমাম আলী বিন আহমাদ রায়ী, ওফাত ৫৯৮ হিজরী

ইমাম আলী বিন আহমাদ মাক্কী রায়ীর উপাধি ছিলো-হুসামুদ্দিন। তিনি একজন বিখ্যাত হানাফী ফকীহ ছিলেন। মূলতঃ না হলেও পরবর্তীতে তিনি দামেশকে স্থায়ী বসত করেন। দামেশকের বিখ্যাত মাদরাসা সাদিরিয়্যায় অধ্যাপনা করতেন। তাঁর ইলমী মর্যাদা সম্পর্কে হাফিয ইবন

১- الامام الذهبي - تذكرة الحفاظ ৪: ১৩৩৩

আসাকির, ইমাম আবদুল কাদির বিন আবুল ওয়াফা কুরাশী প্রমুখ আলোচনা করেছেন। ইমাম আলী বিন আহমাদ কাযী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তুরস্কের প্রখ্যাত গবেষক প্রফেসর ড. ফাওয়াদ সিয়গীন তারীখুত তুরাছিল আরাবী ৩:৪৩ এবং শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তায়কিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৫০।

ইমাম কুরাশীর মতে ৫৯৮ হিজরীতে ইমাম আলী বিন আহমাদ রাযী ইত্তিকাল করেন।

## ২৭. মুসনাদে ইমাম আবু আলী আল বাকরী, ওফাত ৬৫৬ হিজরী

ইমাম সদরুদ্দীন আবু আলী হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন আবিল ফুতুহ কুরাশী আল বাকরী ৫৭৪ হিজরীতে দামেশ্কে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রথম খলীফা সাযিয়দুনা আবু বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর।

তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন- তাঁর নানা আবু হাফস মিয়ানিশী, মুওয়াযিয়দ বিন মুহাম্মাদ তুসী, আবুল ফুতুহ মুহাম্মাদ বিন জুনাইদ, আবুল মুযাফফার ইবন সামআনী প্রমুখ। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দিস তাঁর ছাত্র ছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজন হলেন- তাকীউদ্দীন ইবন সালাহ, আবদুল মু'মিন বিন খালফ দিমইয়াতী, আবু বাকর বিন ইউসুফ হারিছী, আবদুল হামীদ বিন সুলাইমান মাগরিবী প্রমুখ।

পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ তাঁর ইলমী মর্যাদা সম্পর্কে প্রসংশাপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। আবার কেউ কেউ তাঁর সমালোচনাও করেছেন। বিশেষতঃ তাঁকে সহীহ এবং যঈফ হাদীসের সংমিশ্রণকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইলমে রিজাল বিশেষজ্ঞ ইমাম যাহাবী তাঁকে হাফিয়ে হাদীস হিসেবে গণ্য করে স্বীয় তায়কিরাতুল হুফফাযে (৪:১৪৪৩) স্থান দিয়েছেন। এমনকি তিনি বলেছেন-

تم في الآخر صلح حاله

অর্থ্যাৎ- পরবর্তীতে তাঁর অবস্থা সংশোধিত হয়েছিলো।

ইমাম আবু আলী বাকরী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা'র কথা উল্লেখ করেছেন ইমাম সালিহী উকুদুল জুমআন পৃঃ ৩৩৪, আল্লামা যাহিদ কাউছারী তা'নীবুল খাতীব পৃঃ ১৫৩ ও শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তায়কিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৫২।

ইত্তিকালের কয়েক বছর পূর্বে তিনি দামেশক থেকে মিশর চলে যান।

৬৫৬ হিজরীর ১১ যিলহাজ্জ সেখানে তিনি ইত্তিকাল করেন।

## ২৮. মুসনাদে ইমাম শামসুদ্দীন সাখাওয়ী, ওফাত ৯০২ হিজরী

হাফিয় শামসুদ্দীন আবুল খায়ের মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বাকর বিন উসমান বিন মুহাম্মাদ ৮৩১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মিশরের কায়রো নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর মিশরের সাখা বংশের সাথে সম্পর্কিত বিধায় তাঁর নামের সাথে সাখাওয়ী যুক্ত হয়েছে। তিনি শাফিঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন।

ইমাম সাখাওয়ী ছিলেন ইমাম ইবন হাজার আসকালানী এবং ইমাম বদরুদ্দীন আইনী'র বিশেষ

ছাত্র। তাঁর রচিত দুইশতাধিক মূল্যবান গ্রন্থ তাঁকে দুনিয়াব্যাপী খ্যাতিমান করে রেখেছে। ইমাম সাখাওয়াইর প্রিয় ছাত্র শায়খ জারুল্লাহ ইবন ফাহদ মাক্কী বলেন-

ولقد والله العظيم، لم ارني الحفاظ المتأخرين مثله، ويعلم ذلك كل من اطلع على مؤلفاته وشاهده.<sup>۱</sup>

অর্থ্যাৎ- আল্লাহর কসম! মুতাআখখিরীন হাফিয়ে হাদীসগণের মধ্যে আমি তাঁর সমকক্ষ কাউকে দেখিনি। যারা তাঁকে দেখেছেন কিংবা তাঁর কিতাব অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা সেটা স্বীকার করেছেন। ইমাম সাখাওয়াইর স্বরচিত **الضوء اللامع** কিতাবে ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণিত হাদীসের উপর তাঁর সংকলিত কিতাবের নাম বলেছেন-

التحفة المنيفة فيما وقع له من حديث الامام ابى حنيفة

ইমাম সাখাওয়াইর উল্লিখিত হাদীস সংকলনকেই শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী (তায়কিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৫৫) মুসনাদে আবু হানীফা হিসেবে গণ্য করেছেন। ৯০২ হিজরীর ২৯ শাবান মদীনা শরীফে ইমাম সাখাওয়াই ইত্তিকাল করেন।

২৯. মুসনাদে ইমাম ঈসা বিন মুহাম্মাদ ছাআলাবী, ওফাত ১০৮০ হিজরী

ইমামুল হারামাইন ইমাম ঈসা বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আমির মরক্কোর যাওয়াদাহ শহরে ১০২০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত জাফর বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর ছিলেন। তাঁর লকব ছিলো জারুল্লাহ। কুনিয়াত ছিলো আবু মাকতুম এবং আবু মাহদী। তিনি বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দিসের কাছ থেকে ইলম হাসিল করেন। তন্মধ্যে কয়েকজন হলেন-হাফিয় শামসুদ্দীন বাবিলী, কাযী শিহাব আহমাদ খাফফাজী, শায়খ সুলতান মাযযাহী ও যাইনুল আবিদীন তিউনিসী প্রমুখ।

ইমাম ছাআলাবীর উচ্চ ইলমী মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় আল্লামা আবদুল মালিক বিন হোসাইন উসসামী মাক্কীর উক্তি। তিনি বলেন-

مولانا وسيدنا ومأوانا وسندنا وشيخنا، شيخ الاسلام والمسلمين خاتمة الائمة المحققين، خادم حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الجامع بين الاصول والفروع، الحافظ لكل متن مجموع الحائز فضيلتي العلم والنسب الحائز طرفي الكمال الفريزي والمكتسب رئيس العلوم العبقري.

অর্থ্যাৎ- আমাদের মাওলা, আমাদের সায্যিদ, আমাদের সনদ, শাইখুনা, শাইখুল ইসলাম ও মুসলিমীন, মুহাক্কিকীনগণের আখেরী ইমাম, সায্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র হাদীসের খাদিম। (ইলমের) উসূল বা মূলনীতি এবং ফুরূ' বা শাখাপ্রশাখা সম্পর্কে গভীর জ্ঞানী। হাদীসের মতন ও মাজমুআর হাফিয়। ইল্ম ও নসবে মর্যাদার অধিকারী। ইল্ম ও কামালে পূর্ণতার অধিকারী।

১- شيخ الاسلام الدكتور محمد طاهر القادري - تذكرة مسانيد امام اعظم - ص ১০৬

১- شيخ الاسلام الدكتور محمد طاهر القادري - تذكرة مسانيد امام اعظم - ص ১০৭



ইমাম ছাআলাবী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার উল্লেখ করেছেন ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী ইনসানুল আঈন ফী মাশাইখে হারামাইন-পৃঃ ৬, তুরস্কের বিশিষ্ট গবেষক প্রফেসর ড. ফাওয়াদ সিয়গীন তারীখু তুরাছিল আরবী ৩:৪৪ ও শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৫৮।

আল্লামা উসসামীর মতে ১০৮০ হিজরীর ১৪ রজব বুধবার ইমাম ঈসা বিন মুহাম্মাদ ছাআলাবী ইত্তিকাল করেন।

## মুসনাদে আবু হানীফার ব্যাখ্যা গ্রন্থ

যুগে যুগে উলামা ও ইমামগণ মুসনাদে আবু হানীফার উপর বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।

এক. কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) ইমাম আবুল মুওয়য়্যিদ মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ খাওয়ারিয়মী (৫৯৩-৬৬৫ হিজরী) বিভিন্ন মুহাদ্দিস ও ইমাম সংকলিত ইমাম আবু হানীফার ১৫টি মুসনাদ একত্রিত করেন। তিনি এই মুসনাদসমূহের হাদীসগুলোর সনদ এবং তাকরার (পুনরাবৃত্তি) বাদ দিয়ে ফিকহী অধ্যায় অনুযায়ী বিন্যস্ত করেন। ইমাম খাওয়ারিয়মী এ গ্রন্থের নাম দেন জামিউল মাসানীদ। এই মহামূল্যবান হাদীস সংকলনখানা বৃহৎ দু'টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। হায়দারাবাদ থেকে ১৩০০ হিজরীতে প্রকাশিত জামিউল মাসানীদের একটি কপি লন্ডনের ইউস্টনস্থ বৃটিশ লাইব্রেরীর আরবী সেকশনে রক্ষিত আছে। (বৃটিশ লাইব্রেরী থেকে সংগৃহীত জামিউল মাসানীদের মাইক্রোফিল্ম কপি এই লেখকের পারিবারিক গ্রন্থাগারে মওজুদ আছে।)

দুই. ইমাম জামালুদ্দীন মাহমুদ বিন আহমাদ বিন মাসউদ দামেশকী হানাফী (ওফাত ৭৭১ হিজরী) প্রথম মুসনাদে আবু হানীফার শরাহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ইমাম জামালুদ্দীন প্রথমে মুসনাদের সনদ ও তাকরার পরিহার করতঃ সংক্ষেপিত করে আল মু'তামাদ মুখতাসারুল মুসনাদ নাম দেন। (১৯২৩ সালে তুরস্ক থেকে এটি প্রকাশিত হয়।) পরবর্তীতে তিনি আল মুসতানাদ নামে আল মু'তামাদ গ্রন্থের শরাহ লিখেন।

তিন. ইমাম কাসিম বিন কাতলুবুগা বিন আবদুল্লাহ মিশরী (৭০২-৮৭৯ হিজরী) আল আমালী আলাল মুসনাদ নামে মুসনাদে আবু হানীফার (রিওয়াইয়াতে হারিছী) ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দুই খণ্ডে সমাপ্ত এ বৃহৎ শরাহ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুল হারিছী পরিবেশিত তথ্য মতে (মাকানাতুল ইমাম আবু হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন পৃঃ ৫০৮-৫০৯) এ মূল্যবান গ্রন্থের হস্তলিখিত একটি কপি বাগদাদের মাকতাবাতুল আওকাফ (নং হাদীস ১৮৭) এ রক্ষিত আছে।

চার. ইমাম হাফিয় জালালুদ্দীন সুয়ুতী শাফিঈ (ওফাত ৯১১ হিজরী) আত-তা'লিকাতুল মুনীফাহ আলা মুসনাদি আবী হানীফা নামে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ একটি শরাহ রচনা করেন।

পাঁচ. ইমাম মোল্লা আলী কারী হানাফী মাক্কী (ওফাত ১০১৪ হিজরী) মুসনাদে আবু হানীফার (রিওয়াইয়াতে হাসকাফী) বৃহৎ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। শারহ মুসনাদি আবী হানীফা নামে এ মূল্যবান ব্যাখ্যা গ্রন্থ বৈরুতের দারুল কুতুব ইলমিয়া থেকে ১৪০৫ হিজরী সালে প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়া তাকরার ও সনদ বাদ দিয়ে মুসনাদে আবু হানীফা অনেকেই সংকলন করেছেন। যেমন- ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্বাস বিন মালিক (ওফাত ৬৫২ হিজরী) মাকসাদুল মাসনাদ নামে। ইমাম আবুল বাকা আহমাদ বিন মুহাম্মাদ মাক্কী আল মুসতানাদ মুখতাসারুল মুসনাদ নামে। শায়খ ইসমাইল বিন ঈসা ইখতিয়ারু ইতিমাদিল মাসানীদ ফী ইখতিসারি আসমাউ বা'দু রিজালিল মাসানীদ নামে।

## মুসনাদে আবু হানীফার অনুবাদ

ইমাম আযম আবু হানীফার মাযহাবের অনুসারী হচ্ছে পৃথিবীর মুসলমান জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। তাই প্রয়োজন এবং জনার আগ্রহ থেকে মানুষ যেমন নানা ভাষায় ইমাম আবু হানীফার জীবনী লিখেছেন, তেমনি মুসনাদে আবু হানীফাও নানা ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

মাওলানা দোস্ত মুহাম্মাদ শাকির কর্তৃক উর্দু ভাষায় অনূদিত মুসনাদে আবু হানীফা পাওয়া যায়। এটি মুহাদিসুল হিজায় ইমাম মুহাম্মাদ আবিদ সিন্দি (ওফাত ১২৫৭ হিজরী) সংকলিত রিওয়াইয়াতে হাসকাফী।

উর্দু ভাষায় অনূদিত এই মুসনাদই মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল হক বাংলা অনুবাদ করেন ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (রবিউল আউয়াল ১৪১২ হিজরী)। মুহাম্মাদ সাজ্জাদ হোসেনের তত্ত্বাবধানে সেমার্স নুর লাইব্রেরী (ঢাকা, কক্সবাজার) এটি আংশিক প্রকাশ করে। ১৯৯৬ সালের জুন মাসে এ মুসনাদ ঢাকার শান্তিধারা প্রকাশনী থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

মুহাম্মাদ সিরাজুল হক অনূদিত এ মুসনাদ পূর্ণাঙ্গরূপে ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে মুহাররাম ১৪২৩ হিজরী) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হয় (ইফাবা প্রকাশনা ২০৪২)।

অনূদিত এ মুসনাদের শুরুতে অনুবাদক ইমাম আযম আবু হানীফার সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থিত করেছেন। প্রতিটি হাদীসের মূল পাঠ (আরবী) ঠিক রেখে সাথে বাংলা অনুবাদ দিয়েছেন। এ গ্রন্থে মোট ৫২৩ খানা হাদীস রয়েছে।

ইমাম আযম আবু হানীফার অন্যতম শীর্ষ ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী সংকলিত হাদীস গ্রন্থ কিতাবুল আছার। এতে ইমাম আবু হানীফা থেকে ৯৬৫ খানা হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ মূল্যবান হাদীস গ্রন্থখানা *The kitab al-athar of Imam Abu Hanifah* নামে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। Abdassamad Clarke কর্তৃক ইংরেজী অনূদিত গ্রন্থখানা ২০০৬ সালে লন্ডনের টুটিং এলাকায় অবস্থিত তাওরাত পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির শুরুতে একটি সমৃদ্ধ ভূমিকা রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি হাদীসের মূলপাঠ (আরবী) ঠিক রেখে সাথে ইংরেজী অনুবাদ দেয়া হয়েছে। ফুটনোটে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও সন্নিবেশিত হয়েছে।

## সাহাবীর সাথে ইমাম আবু হানীফার সনদসূত্র

ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, ইমাম আযম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ একজন তাবিঈ ছিলেন। ২২ জন সাহাবীর সাথে তাঁর দেখা হয়েছে। তন্মধ্যে ৮ জন থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর চার হাজার উস্তাদের মধ্যে অধিকাংশই বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ

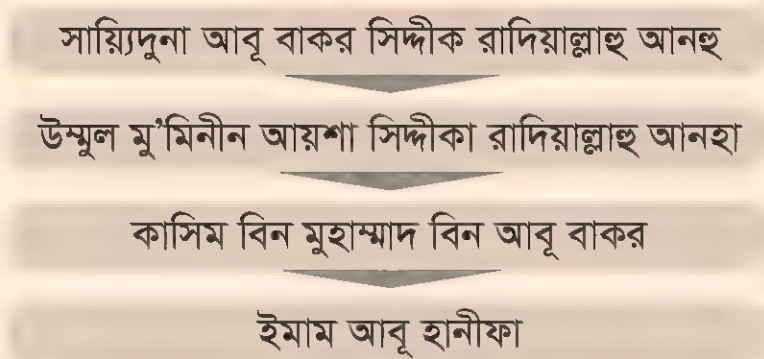
ছিলেন। এ কারণে ইমাম আবু হানীফা বর্ণিত বেশির ভাগ হাদীস ছুলাছী ও ছুনায়ী। ইমাম আযমের চার হাজার উস্তাদের প্রত্যেকেরই সাহাবায়ে কিরামের সাথে অবিচ্ছেদ্য সনদ সূত্র রয়েছে। সে হিসেবে বিপুল সংখ্যক সাহাবীর সাথে ইমাম আযমের সনদসূত্র বিদ্যমান। সাহাবায়ে কিরামের সাথে ইমাম আবু হানীফার সনদসূত্র সহজে অনুধাবনের জন্য উদাহরণ স্বরূপ মাত্র কয়েকজনের কথা নকশাসহ নিম্নে পেশ করা হলো।

**এক. সাযিয়্যুনা আবু বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ১৩ হিজরী**

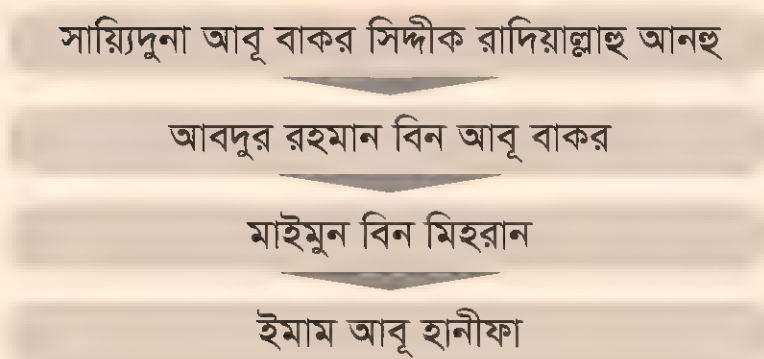
প্রথম খলিফা সাযিয়্যুনা আবু বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ইমাম আবু হানীফার অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। তন্মধ্যে মাত্র দু'টি হলো-

১. ইমাম আযমের এক উস্তাদ ইমাম কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বাকর (ওফাত ১০৪ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ স্বীয় ফুফু উম্মুল মু'মিনীন আয়শা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা (ওফাত ৫৬ হিজরী)। তার উস্তাদ স্বীয় পিতা সাযিয়্যুনা আবু বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ১৩ হিজরী)।
২. ইমাম আযমের একজন উস্তাদ মাইমুন বিন মিহরান (ওফাত ১১৯ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ আবদুর রহমান বিন আবু বাকর। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা সাযিয়্যুনা আবু বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু।

#### নকশা ১



#### নকশা ২





দুই. সায্যিদুনা উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু, শাহাদাত ২৩ হিজরী

দ্বিতীয় খলিফা সায্যিদুনা উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথেও ইমাম আবু হানীফার অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। তন্মধ্যে দু'টি উল্লেখ করা হলো।

১. ইমাম আযমের একজন উস্তাদ মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির (ওফাত ১৩১ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সালিম বিন আবদুল্লাহ (ওফাত ৬৫ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু (৭৪ হিজরী)। তার উস্তাদ স্বীয় পিতা সায্যিদুনা উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু (শাহাদাত ২৩ হিজরী)।
২. ইমাম আযমের একজন উস্তাদ য়া়িদ বিন আসলাম (ওফাত ১৩৬ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা আসলাম মাওলা উমার। তাঁর উস্তাদ সায্যিদুনা উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু।

#### — নকশা ১ —

সায্যিদুনা উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু

সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু

মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির

ইমাম আবু হানীফা

#### — নকশা ২ —

সায্যিদুনা উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু

আসলাম মাওলা উমার ইবন খাত্তাব

য়া়িদ বিন আসলাম

ইমাম আবু হানীফা

তিন. সায্যিদুনা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, শাহাদাত ৩৫ হিজরী

তৃতীয় খলিফা যিননূরাইন সায্যিদুনা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথেও ইমাম আবু হানীফার অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। তন্মধ্যে তিনটি উল্লেখ করা হলো-

১. ইমাম আযমের একজন উস্তাদ মুসা বিন তালহা তামিমী (ওফাত ১০৩ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায্যিদুনা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু।

২. ইমাম আযমের একজন উস্তাদ ইমাম হাসান বাসারী (ওফাত ১১০ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায্যিদুনা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৩. ইমাম আযমের একজন উস্তাদ আদী বিন ছাবিত (ওফাত ১১৩ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ যির বিন হুবাইছ (ওফাত ৮০ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায্যিদুনা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু।

### নকশা ১

সায্যিদুনা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু

মূসা বিন তালহা তামিমী

ইমাম আবু হানীফা

### নকশা ২

সায্যিদুনা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু

ইমাম হাসান বাসারী

ইমাম আবু হানীফা

### নকশা ৩

সায্যিদুনা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু

যির বিন হুবাইছ

আদী বিন ছাবিত

ইমাম আবু হানীফা

চার. সায্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, শাহাদাত ৪০ হিজরী

উলুমে নববীর দরজা, চতুর্থ খলিফা সায্যিদুনা আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনা শরীফ থেকে কুফায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। তাই সায্যিদুনা আলী'র মাধ্যমে উলুমে নববী

মদীনা তায়িবা এবং কুফায় প্রসার লাভ করে। ইমাম আযম আহলে বাইতের ইমামগণের কাছ থেকে ইলম হাসিলের কোন সুযোগই হাতছাড়া করেননি। আহলে বাইতের ইমামগণ ছাড়াও ইমাম আযম সায্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনেক ছাত্রের মাধ্যমে ইলম হাসিল করেছেন। নিম্নে আহলে বাইতের কয়েকজন ইমাম এবং অন্যদের মাধ্যমে হযরত আলী পর্যন্ত ইমাম আযমের সনদসূত্র উল্লেখ করা হলো।

১. ইমাম আযমের উস্তাদ ইমাম আবদুল্লাহ বিন হাসান। অন্য উস্তাদ ইমাম হাসান মুছাল্লাহ। এই দু'জনের উস্তাদ তাঁদের পিতা ইমাম হাসান মুছাল্লা। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা সায্যিদুনা ইমাম হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু (শাহাদাত ৫০ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা সায্যিদুনা আলী বিন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু (শাহাদাত ৪০ হিজরী)।
২. ইমাম আযমের উস্তাদ ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী আল বাকির (ওফাত ১১৪ হিজরী), অন্য উস্তাদ ইমাম আবদুল্লাহ বিন আলী, অন্য উস্তাদ ইমাম যায়িদ বিন আলী (ওফাত ১২২ হিজরী)। এই তিন জনের উস্তাদ তাঁদের পিতা ইমাম আলী বিন হুসাইন-যাইনুল আবিদীন (ওফাত ৯৫ হিজরী)। এছাড়া ইমাম আযমের অপর উস্তাদ ইমাম জা'ফর সাদিক (ওফাত ১৪৮ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা ইমাম মুহাম্মাদ বাকির (ওফাত ১১৪ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা ইমাম আলী বিন হুসাইন-যাইনুল আবিদীন (ওফাত ৯৫ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা শহীদে কারবালা সায্যিদুনা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু (শাহাদাত ৬১ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা সায্যিদুনা আলী বিন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু (শাহাদাত ৪০ হিজরী)।
৩. ইমাম আযমের উস্তাদ ইমাম হাসান বিন মুহাম্মাদ। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা ইমাম মুহাম্মাদ বিন হানফিয়া (ওফাত ৮১ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা সায্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৪. ইমাম আযমের উস্তাদ ইমাম ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ নাখয়ী (ওফাত ৯৬ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ গুরাইহ বিন হারিছ। তাঁর উস্তাদ সায্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৫. ইমাম আযমের উস্তাদ আবু ইসহাক সাবয়ী (ওফাত ১২৭ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ মাসরুক বিন আজদা। তাঁর উস্তাদ সায্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৬. ইমাম আযমের উস্তাদ সালামা বিন কোহাইল তাঁর উস্তাদ আলকামা বিন কায়িস নাখয়ী। তাঁর উস্তাদ সায্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু।



— নকশা ১ —

সায়্যিদুনা আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

ইমাম হাসান আল মুছান্না

ইমাম আবদুল্লাহ বিন হাসান

ইমাম হাসান আল মুছাল্লাহ

ইমাম আবু হানীফা

— নকশা ২ক —

সায়্যিদুনা আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

ইমাম আলী বিন হুসাইন (যাইনুল আবিদীন)

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী

ইমাম আবদুল্লাহ বিন আলী

ইমাম যায়িদ বিন আলী

ইমাম আবু হানীফা

— নকশা ২খ —

সায়্যিদুনা আলী বিন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

ইমাম আলী বিন হুসাইন (যাইনুল আবিদীন)

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী আল বাকির

ইমাম জা'ফর বিন মুহাম্মাদ আস সাদিক

ইমাম আবু হানীফা

— নকশা ৩ —

সায়্যিদুনা আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

ইমাম মুহাম্মাদ বিন হানফিয়া

ইমাম হাসান বিন মুহাম্মাদ

ইমাম আবু হানীফা

— নকশা ৪ —

সায়্যিদুনা আলী বিন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

শুরাইহ বিন হারিছ

ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ নাখঈ

ইমাম আবু হানীফা

— নকশা ৫ —

সায়্যিদুনা আলী বিন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

মাসরুক বিন আজদা

আবু ইসহাক সাবিঈ

ইমাম আবু হানীফা

— নকশা ৬ —

সায়্যিদুনা আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

আলকামা বিন কায়িস নাখঈ

সালামা বিন কুহাইল

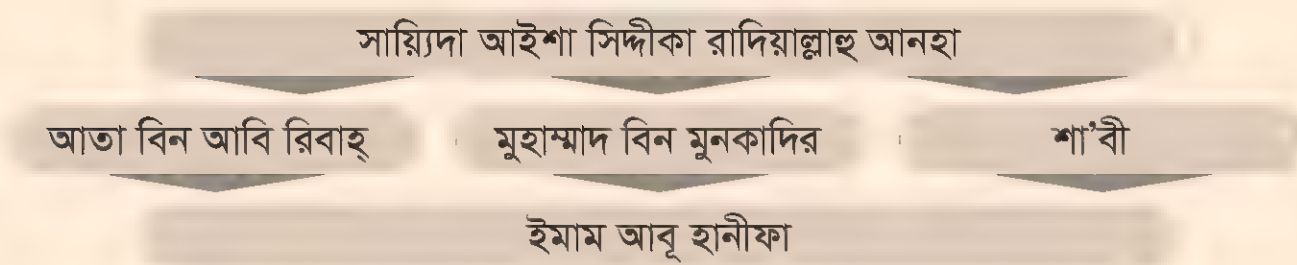
ইমাম আবু হানীফা

## পাঁচ. উম্মুল মু'মিনীন আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা, ওফাত ৫৭ হিজরী

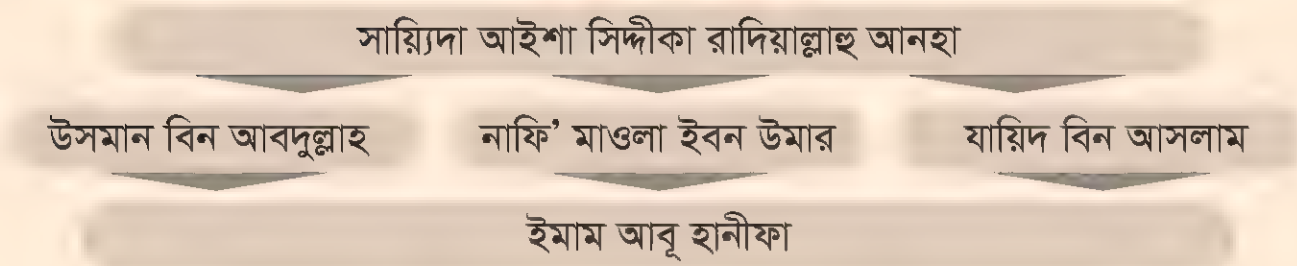
উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদা আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুকছিরীন (অধিক বর্ণনাকারী) পর্যায়ভুক্ত। মা আইশার কাছ থেকে অনেক সাহাবী এবং বিপুল সংখ্যক তাবিঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আযমের উস্তাদগণের মধ্যে অনেকেই হযরত আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহার সরাসরি ছাত্র ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে ইমাম আযমের অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো-

১. ইমাম আযমের কয়েকজন উস্তাদ হচ্ছেন-আতা বিন আবী রিবাহ (ওফাত ১১৪ হিজরী), মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির (ওফাত ১৩১ হিজরী), শা'বী (ওফাত ১০৪ হিজরী), উসমান বিন আবদুল্লাহ (ওফাত ১২০ হিজরী), নাফি' মাওলা ইবন উমার (ওফাত ১১৭ হিজরী), যায়িদ বিন আসলাম (ওফাত ১৩৬ হিজরী)। এরা সবাই সায়্যিদা আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহার ছাত্র।
২. ইমাম আযমের একজন উস্তাদ আমর বিন দীনার (ওফাত ১৩০ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইকরিমা মাওলা ইবন আব্বাস (ওফাত ৬২ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদা আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা (ওফাত ৫৭ হিজরী)।

### — নকশা ১ক —



### — নকশা ১খ —





সায়্যিদা আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা

ইকরিমা মাওলা ইবন আব্বাস

আমর বিন দীনার

ইমাম আবু হানীফা

ছয়. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ৩২ হিজরী

ফাকীহুল উম্মাহ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুনিয়াত ছিলো- ইবন উম্মে আবদ। দ্বিতীয় খলিফা কর্তৃক তিনি কুফায় শিক্ষক নিয়োগ হয়ে ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। চতুর্থ খলিফা সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফায় ইলমী চর্চার ব্যাপকতা দেখে বলেছিলেন-আল্লাহ পাক ইবন উম্মে আবদকে রহম করুন, তিনি এই জনবসতিকে ইল্মে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যে ক'জন ফকীহ হিসেবে খ্যাত, তন্মধ্যে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যতম। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ইমাম আবু হানীফার অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো-

১. ইমাম আযমের উস্তাদ হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান (ওফাত ১২০ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইবরাহীম নাখঈ (ওফাত ৯৬ হিজরী) তাঁর উস্তাদ আলকামা বিন কায়স (ওফাত ৬২ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ৩২ হিজরী)।
২. ইমাম আযমের উস্তাদ আবু ইসহাক সাবিঈ (ওফাত ১২৭ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ (ওফাত ৭৫ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ৩২ হিজরী)।
৩. ইমাম আযমের উস্তাদ ইমাম শা'বী (ওফাত ১০৪ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ মাসরুক বিন আজদা (ওফাত ৬২ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৪. ইমাম আযমের উস্তাদ হুসাইন বিন আসিম আসাদী। তাঁর উস্তাদ উবাইদুল্লাহ বিন আমর সালমানী (ওফাত ৭৪ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৫. ইমাম আযমের উস্তাদ সুলাইমান বিন মিহরান। তাঁর উস্তাদ খাইসামা বিন আবদুর রাহমান। তাঁর উস্তাদ হারিছ বিন কায়স। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

— নকশা ১ —

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

ইবরাহীম নাখঈ

আলকামা বিন কায়িস

হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান

ইমাম আবু হানীফা

— নকশা ২ —

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ নাখঈ

আবু ইসহাক সাবিঈ

ইমাম আবু হানীফা

— নকশা ৩ —

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

মাসরুক বিন আজদা

ইমাম শা'বী

ইমাম আবু হানীফা

### নকশা ৪

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

উবাইদুল্লাহ বিন আমর সালমানী

হুসাইন বিন আসলাম

ইমাম আবু হানীফা

### নকশা ৫

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

হারিছ বিন কায়িস

খাইসামা বিন আবদুর রাহমান

সুলাইমান বিন মিহরান

ইমাম আবু হানীফা

সাত. সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ৫৭ হিজরী

সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রাক-ইসলামী নাম ছিলো আবদে শামস্। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় আবদুর রাহমান বা আবদুল্লাহ।

বিশেষ কারণে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আবু হুরাইরা সম্বোধন করায় তাঁর নাম হয়ে যায় আবু হুরাইরা। তিনি আহলে সুফফার অন্তর্গত ছিলেন। মুকছিরীন (অধিক হাদীস বর্ণনাকারী) সাহাবীর মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫৩৭৪। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ইমাম আযমের অনেকগুলো সনদসূত্র আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে-

১. ইমাম আযমের উস্তাদ ইমাম শা'বী (ওফাত ১০৪ হিজরী), মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির (ওফাত ১৩১ হিজরী), আতা বিন রিবাহ (ওফাত ১১৪ হিজরী) এবং নাফি' মাওলা ইবন উমার (ওফাত ১১৭ হিজরী)। তাঁরা প্রত্যেকেই সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র।



— নকশা ১ক —

সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু

মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির

ইমাম শা'বী

ইমাম আবু হানীফা

— নকশা ১খ —

সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু

আতা বিন আবী রিবাহ

নাফি' মাওলা ইবন উমার

ইমাম আবু হানীফা

আট. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ৭৪ হিজরী

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুকছিরীন পর্যায়ভুক্ত। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৬৩০। সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ইমাম আযমের অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো-

১. ইমাম আযমের উস্তাদ নাফি মাওলা ইবন উমার (ওফাত ১১৭ হিজরী), মুহারিব বিন দিছার (ওফাত ১১৬ হিজরী), ছাবিত বিন আসলাম বুনানী (ওফাত ১২৭ হিজরী) এবং য়াযিদ বিন আসলাম (ওফাত ১৩৬ হিজরী)। এরা প্রত্যেকেই সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র।

— নকশা ১ক —

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু

নাফি মাওলা ইবন উমার

মুহারিব বিন দিছার

ইমাম আবু হানীফা

### নকশা ১খ

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু

ছাবিত বিন আসলাম বুল্লানী

যায়িদ বিন আসলাম

ইমাম আবু হানীফা

নয়. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ৬৮ হিজরী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র চাচাতো ভাই সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুকছিরীন পর্যায়ভুক্ত। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৬৬০। নবীজির দোয়ার বরকতে তিনি ছিলেন ইল্মে কুরআন ও ফিকহে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। সায়্যিদুনা ইবন আব্বাসের সাথে ইমাম আবু হানীফার সনদসূত্র অনেক। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো-

১. ইমাম আযমের কয়েকজন উস্তাদ আতা বিন আবী রিবাহ (ওফাত ১১৪ হিজরী), আবদুল আযীয বিন রাফি (ওফাত ১৩০ হিজরী), ইকরিমা মাওলা ইবন আব্বাস (ওফাত ১০৭ হিজরী), হাসান বাসারী (ওফাত ১১০ হিজরী), উসমান বিন আসিম (ওফাত ১২৪ হিজরী) এবং আমর বিন দীনার (ওফাত ১৩০ হিজরী)। তাঁরা প্রত্যেকেই সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র।

### নকশা ১ক

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু

আতা বিন আবী রিবাহ

আবদুল আযীয বিন রাফি

ইমাম আবু হানীফা

### নকশা ১খ

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু

ইকরিমা মাওলা ইবন আব্বাস

হাসান বাসারী

ইমাম আবু হানীফা

## নকশা ২

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু

উসমান বিন আসীম

আমর বিন দীনার

ইমাম আবু হানীফা

দশ. সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ৯৩ হিজরী

সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু গভীর তত্ত্বজ্ঞানী সাহাবীগণের একজন। তাঁর সাথে ইমাম আবু হানীফার সনদসূত্র হচ্ছে-

১. ইমাম আযমের উস্তাদ কাতাদা বিন দিআমাহ (ওফাত ১১৭ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ আবু উসমান নাহদী (ওফাত ১০০ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু।
২. ইমাম আযমের উস্তাদ আতা বিন আবী রিবাহ (ওফাত ১১৪ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সোওয়াইদ বিন গাফালাহ (ওফাত ৮১ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু।

## নকশা ১

সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু

আবু উসমান নাহদী

কাতাদা বিন দিআমাহ

ইমাম আবু হানীফা

## নকশা ২

সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু

সোওয়াইদ বিন গাফালাহ

আতা বিন আবী রিবাহ

ইমাম আবু হানীফা



এগারো. সায্যিদুনা যায়িদ বিন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ৪৫ হিজরী

সায্যিদুনা যায়িদ বিন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই সৌভাগ্যবান সাহাবী যিনি কাতিবে ওহী বা ওহী লিখক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর সাথে ইমাম আযমের অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে-

১. ইমাম আবু হানীফার উস্তাদ ইবন শিহাব যুহরী (ওফাত ১২৪ হিজরী), মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির (ওফাত ১৩৬ হিজরী) এবং হিশাম (ওফাত ১৪৬ হিজরী)। তাঁদের উস্তাদ উরওয়া (ওফাত ৯৩ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায্যিদুনা যায়িদ বিন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু।

নকশা ১

সায্যিদুনা যায়িদ বিন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু

উরওয়া

ইবন শিহাব যুহরী

মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির

হিশাম

ইমাম আবু হানীফা

বারো. সায্যিদুনা মুআ'য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ১৭ হিজরী

সায্যিদুনা মুআ'য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই সৌভাগ্যবান সাহাবী যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। সায্যিদুনা মুআ'য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ইমাম আবু হানীফার সনদসূত্র হচ্ছে-

১. ইমাম আযমের উস্তাদ কাতাদা বিন দিআমাহ (ওফাত ১১৭ হিজরী), ইবন শিহাব যুহরী (ওফাত ১২৪ হিজরী)। তাঁদের উস্তাদ রিদা বিন হাইওয়াহ (ওফাত ১১২ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায্যিদুনা মুআ'য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ১৭ হিজরী)।
২. ইমাম আযমের উস্তাদ আবু ইসহাক সাবিঈ (ওফাত ১২৭ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ আসওয়াদ নাখঈ। তাঁর উস্তাদ সায্যিদুনা মুআ'য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৩. ইমাম আযমের উস্তাদ আ'মাশ (ওফাত ১৪৬ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ কায়িস বিন আবী হাযিম (ওফাত ৯৮ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায্যিদুনা মুআ'য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু।

### নকশা ১

সায়্যিদুনা মুআ'য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু

রিদা বিন হাইওয়াহ

কাতাদা বিন দিআমাহ

ইবন শিহাব যুহরী

ইমাম আবু হানীফা

### নকশা ২

সায়্যিদুনা মুআ'য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু

আসওয়াদ নাখঈ

আবু ইসহাক সাবিঈ

ইমাম আবু হানীফা

### নকশা ৩

সায়্যিদুনা মুআ'য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু

কায়িস বিন আবী হাযিম

আ'মাশ

ইমাম আবু হানীফা

## ইমাম আবু হানীফার সাথে পরবর্তী ইমামগণের সনদসূত্র

ইমাম আযম আবু হানীফার জীবনকাল ছিলো ৮০-১৫০ হিজরী। তাঁর পরবর্তী যুগের ফিকহ এবং হাদীসের ইমামগণ বিভিন্নভাবে সনদসূত্রে ইমাম আবু হানীফার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইমাম মালিক বিন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনকাল ৯৩- ১৭৯ হিজরী। মানাকিবের কিতাবাদী ঘাটালে দু'টি মত পাওয়া যায়। কোন কোন কিতাবের ভাষ্যমতে ইমাম আবু হানীফা ইমাম মালিক বিন আনাস'র উস্তাদ ছিলেন। আবার ঠিক বিপরীত অর্থ্যাৎ ইমাম মালিক ইমাম আবু

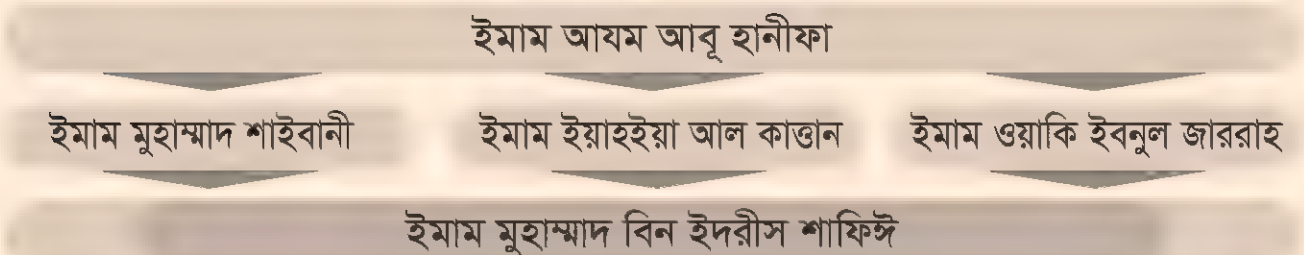
হানীফার উস্তাদ ছিলেন বলেও বর্ণনা পাওয়া যায়। এ বিষয়ে গভীর অধ্যয়নের পর বুঝা যায় যে, এ দুই মহান ইমামের কেউ কারো কাছে ছাত্র হিসেবে যাননি। তবে পরস্পরে সাক্ষাৎ হয়েছে এবং ইলমী আলোচনা-পর্যালোচনা দ্বারা একে অন্যের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

পরবর্তী যুগে জন্মগ্রহণকারী সকল ইমাম যেমন- ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমসহ প্রত্যেকেই সনদসূত্রে ইমাম আবু হানীফার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।

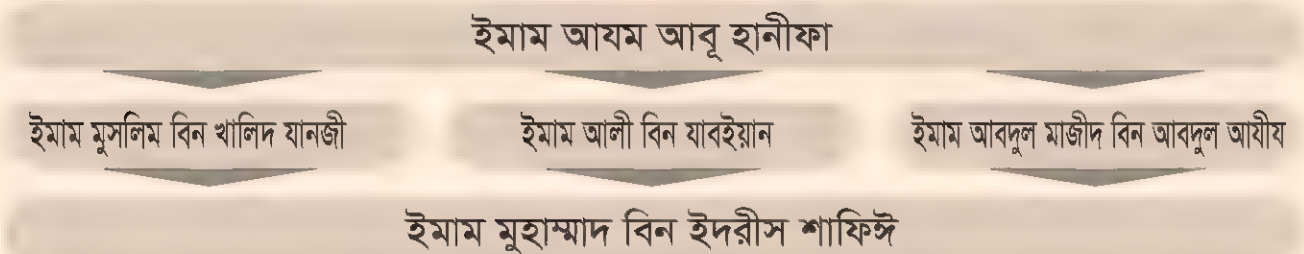
**এক. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফিঈ, ওফাত ২০৪ হিজরী**

ইমাম আযম আবু হানীফার সাথে ইমাম শাফিঈর কয়েকটি সনদসূত্র রয়েছে। যেমন- ১. ইমাম আযমের কয়েকজন ছাত্র সরাসরি ইমাম শাফিঈর উস্তাদ। তাঁরা হলেন- ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী (ওফাত ১৮৯ হিজরী), ইমাম ইয়াহইয়া আল কাত্তান (ওফাত ১৯৮ হিজরী), ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ (ওফাত ১৯৭ হিজরী), ইমাম মুসলিম বিন খালিদ যানজী (ওফাত ১৮০ হিজরী), ইমাম আলী বিন যাবইয়ান (ওফাত ১৯২ হিজরী), ইমাম আবদুল মাজীদ বিন আবদুল আযীয (ওফাত ২০৬ হিজরী)।

**নকশা ১ক**



**নকশা ১খ**



**দুই. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ওফাত ২৪১ হিজরী**

ইমাম আযম আবু হানীফার সাথে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। ইমাম আযমের কয়েকজন ছাত্র ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল'র উস্তাদ। তাঁরা হলেন-

ইমাম আবু ইউসুফ (ওফাত ১৮২ হিজরী), ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী (ওফাত ১৮৯)



হিজরী), ইমাম হোশাইম বিন বাশীর (ওফাত ১৮৩ হিজরী), ইমাম আব্বাদ বিন আওয়াম (ওফাত ১৮৫ হিজরী), ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ (ওফাত ১৯৬ হিজরী), ইমাম আলী বিন আসিম ওয়াসিতী (ওফাত ২০১ হিজরী), ইমাম আবদুর রায়যাক বিন হাম্মাম (ওফাত ২১১ হিজরী), ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন (ওফাত ২১৯ হিজরী), ইমাম দাহহাক বিন মুখলাদ (ওফাত ২১২ হিজরী)।

### নকশা ১ক

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম আবু ইউসুফ

ইমাম মুহাম্মাদ

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল

### নকশা ১খ

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম হুশাইম বিন বাশীর

ইমাম আব্বাদ বিন আওয়াম

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল

### নকশা ১গ

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ

ইমাম আলী বিন আসিম ওয়াসিতী

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল

### নকশা ১ঘ

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম জা'ফর বিন আউন

ইমাম আবদুর রায়যাক

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন

ইমাম দাহহাক বিন মুখলাদ

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল

তিন. ইমাম বুখারী, ওফাত ২৫০ হিজরী

আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস উপাধিতে ভূষিত ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বিন ইবরাহীম বুখারী ইমাম আযমের সাথে অনেকগুলো সনদসূত্রে সম্পর্কিত। তন্মধ্যে কিছু এক ওয়াসেতার, কিছু দুই ওয়াসেতার। উদাহরণ স্বরূপ উভয় প্রকার সনদসূত্রের কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

১. ইমাম আযমের কয়েকজন ছাত্র সরাসরি ইমাম বুখারীর উস্তাদ। তাঁরা হলেন- মাক্কী বিন ইবরাহীম (ওফাত ২১৪ হিজরী), আবু আসিম নাবীল দাহহাক বিন মুখলাদ (ওফাত ২১৫ হিজরী), মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী (ওফাত ২১৩ হিজরী), আবু আবদুর রহমান আল মুকরী (ওফাত ২১৩ হিজরী), ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া (ওফাত ২১৩ হিজরী) ও ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন (ওফাত ২১৪ হিজরী)।
২. ইমাম বুখারীর উস্তাদ স্বীয় পিতা ইসমাইল বিন ইবরাহীম। তাঁর উস্তাদ ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারাক (ওফাত ১৮১ হিজরী) ও ইমাম মুহাম্মাদ বিন যায়ীদ (ওফাত ১৮২ হিজরী)। তাঁদের উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।
৩. ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান (ওফাত ২৩৯ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ উস্তাদ ইমাম আবদুর রায়যাক (ওফাত ২১১ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা (ওফাত ১৫০ হিজরী)।
৪. ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম ইবরাহীম বিন মূসা (ওফাত ২২০ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম ইয়াযীদ বিন যুরায়ি (ওফাত ১৮২ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।
৫. ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম আব্বাদ বিন ইয়াকুব (ওফাত ২৫০ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আব্বাদ ইবনুল আওয়াম (ওফাত ১৮৫ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।
৬. ইমাম বুখারীর উস্তাদ আমর বিন যুরারাহ (ওফাত ২৩৮ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম হুশাইম বিন বাশীর (ওফাত ১৮৩ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।

— নকশা ১ক —

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম

ইমাম আবু আসীম নাবীল

ইমাম বুখারী

— নকশা ১খ —

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ

ইমাম আবু আবদুর রহমান আল মুকরী

ইমাম বুখারী

— নকশা ১গ —

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া

ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন

ইমাম বুখারী

— নকশা ২ —

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারাক

ইমাম মুহাম্মাদ বিন যায়ীদ

ইমাম ইসমাজিল বিন ইবরাহীম (ইমাম বুখারীর পিতা)

ইমাম বুখারী



নকশা ৩

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম আবদুর রাযযাক

ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান

ইমাম বুখারী

নকশা ৪

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম ইয়াযীদ বিন যুরায়ি

ইমাম ইবরাহীম বিন মুসা

ইমাম বুখারী

নকশা ৫

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম আব্বাদ ইবনুল আওয়াম

ইমাম আব্বাদ বিন ইয়াকুব

ইমাম বুখারী

নকশা ৬

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম হুশাইম বিন বাশীর

ইমাম আমর বিন যুরারাহ

ইমাম বুখারী

## ছুলাছিয়াতুল বুখারী ও ইমাম আযম

মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় সেই সব হাদীসকে ছুলাছী বলা হয়, যে সকল হাদীসের সনদ মাত্র তিন ওয়াসেতায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে। অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মধ্যখানে মাত্র তিন জন বর্ণনাকারী রয়েছেন।

হাদীসের ইমামগণের মধ্যে কতিপয়ের বর্ণনায় কিছু সংখ্যক ছুলাছী হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আল জামিউস সাহীহ (বুখারী শরীফ) গ্রন্থে ২২টি ছুলাছী হাদীস রয়েছে। এই ২২ ছুলাছী হাদীস ইমাম বুখারী ৫ জন উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। এই পাঁচজনের মধ্যে ৪ জনই ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সরাসরি ছাত্র। সে ৪ মহান ইমাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।

### এক. ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম, ওফাত ২১৫ হিজরী

ইতোপূর্বে তাঁর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী ২২ ছুলাছিয়াতের মধ্যে ১১টি বর্ণনা করেছেন ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম থেকে। সহীহ বুখারী ছাড়া ও সহীহ মুসলিম, জামি তিরমিযী, সুনান আবী দাউদ এবং সুনান ইবনু মাজায় মাক্কী ইবন ইবরাহীম সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মিয়যী (তাহযীবুল কামাল ২৮:৪৭৭), ইমাম ইবন হাজার আসকালানী (তাহযীবুত তাহযীব ১০:২৬০), ইমাম সুয়ুতী (তাবাকাতুল হুফফায় ১:১৬৪), শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্দুলুবী (মুকাদ্দিমা লা মিউদ দুরারী) প্রমুখের তাহকীক মতে ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম ইমাম আযম আবু হানীফার ছাত্র এবং ইমাম বুখারীর উস্তাদ ছিলেন।

### দুই. ইমাম আবু আসিম নাবীল দাহহাক বিন মুখলাদ, ওফাত ২১২ হিজরী

তাঁর সম্পর্কেও ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী ২২ ছুলাছিয়াতের মধ্যে ৬টি বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু আসিম নাবীল থেকে। সিহাহ সিত্তার প্রত্যেক কিতাবে আবু আসিম নাবীল সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম হাকিম (তাসমিয়াতু মান আখরাজাহুমুল বুখারী ওয়া মুসলিম ১:১৪৩), ইমাম মিয়যী তাহযীবুল কামাল ১৩:২৮৩), ইমাম যাহাবী (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২:৩৯৩), শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্দুলুবী (মুকাদ্দিমায় লা মিউদ দুরারী) এবং শাইখুল ইসলাম ড. তাহিরুল কাদিরী (ইমাম আযম আবু হানীফা-ইমামুল আইম্মাহ ফিল হাদীস ১:৬৩২), প্রমুখের তাহকীক মতে ইমাম আবু আসিম নাবীল ইমাম আযম আবু হানীফার ছাত্র এবং ইমাম বুখারীর উস্তাদ।

### তিন. ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী, ওফাত ২১৫ হিজরী

তাঁর সম্পর্কেও ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী ২২ ছুলাহিয়াতে ৩টি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী থেকে। সিহাহ সিভায় তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম হাকিম (তাসমিয়াতু মান আখরাজাহমুল বুখারী ওয়া মুসলিম ১:১৪৩) ইমাম খাতীব বাগদাদী (তারীখুল বাগদাদ ৫:৪০৮), ইমাম মিশযী (তাহযীবুল কামাল ১:১৪৩), ইমাম ইবন হাজার আসকালানী (তাহযীবুত তাহযীব ৯:২৪৪) ও শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী (ইমাম আযম আবু হানীফা ইমামুল আইম্মা ফিল হাদীস ১:৬৩৩) প্রমুখের তাহকীক মতে ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী ইমাম আযম আবু হানীফার ছাত্র এবং ইমাম বুখারীর উস্তাদ।

### চার. ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া, ওফাত ২১৩ হিজরী

তাঁর সম্পর্কেও ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী ২২ ছুলাহিয়াতের ১টি বর্ণনা করেছেন খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়ার কাছ থেকে। বুখারী ছাড়া জামি তিরমিযী ও সুনান আবু দাউদ এ তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম কালাবায়ী (রিজালু সাহীহিল বুখারী ১:২৩৭), ইমাম যাহাবী (মীযানুল ইতিদাল ২: ৪৪৬), ইমাম ইবন হাজার আসকালানী (তাহযীবুত তাহযীব ৩: ১৫০) প্রমুখের তাহকীক মতে ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া ইমাম বুখারীর উস্তাদ। অপর দিকে ইমাম ইবন বাযযায় কারদারী (মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা ২:২১৯), ইমাম সালিহী (উকুদুল জুমআন পৃঃ ১১০) এবং শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী (ইমাম আযম আবু হানীফা ইমামুল আইম্মা ফিল হাদীস ১:৬৩৪) প্রমুখের তাহকীক মতে ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া ইমাম আযমের ছাত্র ছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুহাদ্দিসীদের কিরামের কাছে সর্বোচ্চ সনদ হচ্ছে ছুলাহী। অথচ ইমাম আযম রাদিয়াল্লাহু আনহুর সর্বোচ্চ সনদ হচ্ছে উহাদী। ইমাম আযমের উহাদী, ছুনায়ী ও ছুলাহী হাদীসের সংখ্যা নিম্নরূপ।

১. উহাদী (ইমাম আযম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যখানে শুধুমাত্র ১ জন বর্ণনাকারী)=১৬টি।

২. ছুনায়ী (ইমাম আযম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যখানে শুধুমাত্র ২ জন বর্ণনাকারী) =

ক. ইমাম খাওয়ারিয়মী সংকলিত জামিউল মাসানীদে ছুনায়ী .....৩৬৬টি

খ. ইমাম আবু ইউসুফ সংকলিত কিতাবুল আছারে ছুনায়ী.....৮১টি

গ. ইমাম মুহাম্মাদ সংকলিত কিতাবুল আছারে ছুনায়ী.....৫৯টি

সর্বমোট ছুনায়ী .....৫০৬টি



৩. ছুলাছী (ইমাম আযম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যখানে শুধুমাত্র ৩ জন বর্ণনাকারী) =

ক. ইমাম খাওয়ারিয়মী সংকলিত জামিউল মাসানীদে ছুলাছী .....	৬৭৭টি
খ. ইমাম আবু ইউসুফ সংকলিত কিতাবুল আছারে ছুলাছী.....	২৫১টি
গ. ইমাম মুহাম্মাদ সংকলিত কিতাবুল আছারে ছুলাছী.....	১৯৮টি
সর্বমোট ছুলাছী .....	১১২৬টি

### পাঁচ. ইমাম মুসলিম, ওফাত ২৬১ হিজরী

ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী নিশাপুরী অনেকগুলো সনদসূত্রে ইমাম আযমের সাথে সম্পর্কিত। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো-

১. ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ইমাম আবদুর রহমান বিন মাহদী (ওফাত ১৯৮ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক (ওফাত ১৮১ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা (ওফাত ১৫০ হিজরী)।
২. ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ইমাম আহমাদ বিন মুয়ীন (ওফাত ২৩৩ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আবু ইউসুফ (ওফাত ১৮২ হিজরী) ও ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান (ওফাত ১৮৯ হিজরী)। তাঁদের উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।
৩. ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান (ওফাত ২৩৯ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম সুফইয়ান বিন উয়াইনা (ওফাত ১৯৬ হিজরী) ও ইমাম আবদুর রায়যাক (ওফাত ২১১ হিজরী)। তাঁদের উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।
৪. ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্মাল (ওফাত ২৪১ হিজরী), তাঁর উস্তাদ ইমাম ইয়াযীদ বিন হারুন (ওফাত ২০৬ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।

### নকশা ১

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক

ইমাম আবদুর রহমান বিন মাহদী

ইমাম মুসলিম

— নকশা ২ —

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম আবু ইউসুফ

ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান

ইমাম আহমাদ বিন মুয়ীন

ইমাম মুসলিম

— নকশা ৩ —

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম সুফইয়ান বিন উয়াইনা

ইমাম আবদুর রাযযাক

ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান

ইমাম মুসলিম

— নকশা ৪ —

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম আবু ইউসুফ

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল

ইমাম মুসলিম

— নকশা ৫ —

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম ইয়াযীদ বিন হারুন

ইমাম আবু বাকর সাগানী

ইমাম মুসলিম

ছয়. ইমাম আবু দাউদ, ওফাত ২৭৫ হিজরী

ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস সিজিসতানী অনেকগুলো সনদসূত্রে ইমাম আযম আবু হানীফার সাথে সম্পর্কিত। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো-

১. ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ হচ্ছেন ইমাম আহমাদ বিন মুনি (ওফাত ২৪৪ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আবু ইউসূফ। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।
২. ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ ইমাম আবদুল্লাহ দারিমী (ওফাত ২৫৫ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম ইয়াযীদ বিন হারুন। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।
৩. ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ ইমাম আবু বাকর ইবন আবী শাইবাহ (ওফাত ২৩৬ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম ইয়াহইয়া আল কাত্তান (ওফাত ১৯৮ হিজরী) ও ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ (ওফাত ১৯৭ হিজরী)। তাঁদের উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।

#### নকশা ১

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম আবু ইউসূফ

ইমাম আহমাদ বিন মুনি

ইমাম আবু দাউদ

#### নকশা ২

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম ইয়াযীদ বিন হারুন

ইমাম আবদুল্লাহ দারিমী

ইমাম আবু দাউদ

#### নকশা ৩

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম ইয়াহইয়া আল কাত্তান

ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ

ইমাম আবু বাকর ইবন আবী শাইবাহ

ইমাম আবু দাউদ



## সাত. ইমাম নাসাঈ, ওফাত ৩০৩ হিজরী

খুরাসানের অন্তর্গত (বর্তমান খুরাসান, রাশিয়ান ফেডারেশন) বিখ্যাত নাসা শহরের অধিবাসী ইমাম আবু আবদুর রহমান আহমাদ বিন শুয়াইব নাসাঈ ইমাম আযমের সাথে সনদসূত্রে সম্পর্কিত রয়েছেন। নিম্নে সনদসূত্রগুলো উল্লেখ করা হলো।

১. ইমাম নাসাঈর উস্তাদ ইমাম আবু বাকর ইবন আবী শাইবাহ। তাঁর উস্তাদ ইমাম ইয়াযীদ বিন হারুন। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।
২. ইমাম নাসাঈর উস্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান। তাঁর উস্তাদ ইমাম সুফইয়ান বিন উয়াইনাহ ও ইমাম আবদুর রাযযাক। তাঁদের উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।

### নকশা ১

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম ইয়াযীদ বিন হারুন

ইমাম আবু বাকর ইবন আবী শাইবাহ

ইমাম নাসাঈ

### নকশা ২

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম সুফইয়ান বিন উয়াইনাহ

ইমাম আবদুর রাযযাক

ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান

ইমাম নাসাঈ

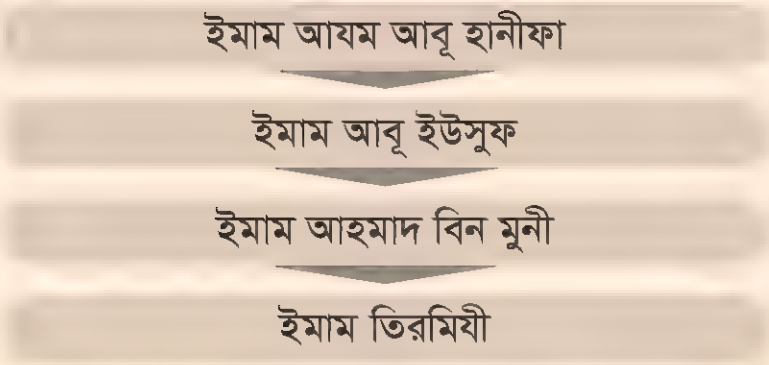
## আট. ইমাম তিরমিযী, ওফাত ২৯৭ হিজরী

ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ বিন ঈসা আস সুলামী তিরমিযী বর্তমান খুরাসানের অন্তর্গত তিরমিয শহরে ২০৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শ্রবণের জন্য তিনি তদানিন্তন মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি শহর সফর করেন। ইমাম তিরমিযী অনেকগুলো সনদসূত্রে ইমাম আযম আবু হানিফার সাথে সম্পর্কিত। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

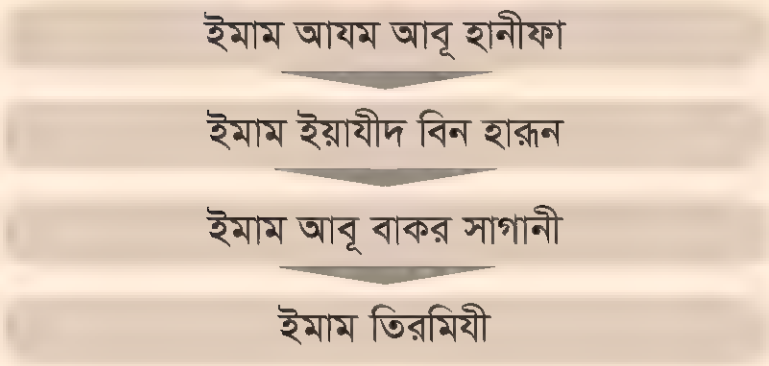
১. ইমাম তিরমিযীর উস্তাদ ইমাম আহমাদ বিন মুনী। তাঁর উস্তাদ ইমাম আবু ইউসুফ। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।

২. ইমাম তিরমিযীর উস্তাদ ইমাম আবু বাকর সাগানী । তাঁর উস্তাদ ইমাম ইয়াযীদ বিন হারুন । তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা ।
৩. ইমাম তিরমিযীর উস্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান । তাঁর উস্তাদ ইমাম আবদুর রাযযাক ও ইমাম সুফইয়ান বিন উয়াইনা । তাঁদের উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা ।

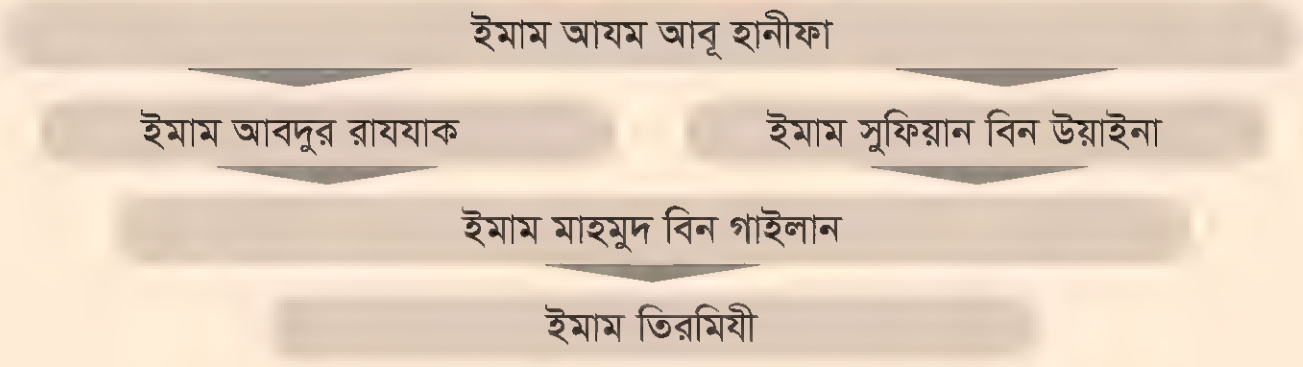
— নকশা ১ —



— নকশা ২ —



— নকশা ৩ —



## নয়. ইমাম ইবনু মাজাহ, ওফাত ২৭৩ হিজরী

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ ২০৭ হিজরীতে কাযবীন শহরে (বর্তমান ইরানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী প্রদেশ) জন্মগ্রহণ করেন। সিহাহ সিত্তার মধ্যে ইমাম ইবনু মাজাহ'র অমর সৃষ্টি সুনান ইবন মাজাহ একটি। ইমাম ইবনু মাজাহ অনেকগুলো সনদসূত্রে ইমাম আযম আবু হানীফার সাথে সম্পর্কিত। তন্মধ্যে দু'টি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. ইমাম ইবনু মাজাহ'র উস্তাদ ইমাম আবু বাকর সাগানী। তাঁর উস্তাদ ইমাম ইয়াযীদ বিন হারুন। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।
২. ইমাম ইবনু মাজাহ'র উস্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান। তাঁর উস্তাদ ইমাম আবদুর রাযযাক ও ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা। তাঁদের উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।

### নকশা ১

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম ইয়াযীদ বিন হারুন

ইমাম আবু বাকর সাগানী

ইমাম ইবনু মাজাহ

### নকশা ২

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম আবদুর রাযযাক

ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা

ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান

ইমাম ইবনু মাজাহ

## দশ. ইমাম ইবনু খুযাইমাহ, ওফাত ৩১১ হিজরী

হাদীস গ্রন্থ সাহীহ ইবনু খুযাইমাহ প্রণেতা ইমাম ইবনু খুযাইমাহ ইমাম আযম আবু হানীফার সাথে অনেকগুলো সনদসূত্রে সম্পর্কিত। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো-

১. ইমাম ইবনু খুযাইমাহ'র উস্তাদ ইমাম আহমাদ বিন মুনী। তাঁর উস্তাদ ইমাম আবু ইউসুফ। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।



২. ইমাম ইবনু খুযাইমাহ'র উস্তাদ ইমাম আবু বাকর সাগানী। তাঁর উস্তাদ ইমাম ইয়াযীদ বিন হারুন। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।
৩. ইমাম ইবনু খুযাইমাহ'র উস্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান। তাঁর উস্তাদ ইমাম আবদুর রায়যাক। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।
৪. ইমাম ইবনু খুযাইমাহ'র উস্তাদ ইমাম বাকর বিন কুতাইবা। তাঁর উস্তাদ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল। তাঁর উস্তাদ ইমাম হাফস বিন গিয়াছ। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।

### নকশা ১

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম আবু ইউসুফ

ইমাম আহমাদ বিন মুনী

ইমাম ইবনু খুযাইমাহ

### নকশা ২

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম ইয়াযীদ বিন হারুন

ইমাম আবু বাকর সাগানী

ইমাম ইবনু খুযাইমাহ

### নকশা ৩

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম আবদুর রায়যাক

ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান

ইমাম ইবনু খুযাইমাহ

## নকশা ৪

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম হাফস বিন গিয়াছ

ইমাম আহমাদ বিন হাম্মাল

ইমাম বাকর বিন কুতাইবা

ইমাম ইবনু খুযাইমাহ

এগারো. ইমাম ইবনু হিব্বান, ওফাত ৩৫৪ হিজরী

হাদীস গ্রন্থ সাহীহ ইবনু হিব্বান প্রণেতা ইমাম আবু হাতিম মুহাম্মাদ বিন হিব্বান বিন আহমাদ ২৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস গ্রন্থ ছাড়াও অনেকগুলো বিখ্যাত গ্রন্থ রেখে গেছেন। ইমাম ইবনু হিব্বান সনদসূত্রে ইমাম আযম আবু হানীফার সাথে সম্পর্কিত। যেমন-

১. ইমাম আবু হিব্বান'র উস্তাদ ইমাম নাসাঈ। তাঁর উস্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান। তাঁর উস্তাদ আবদুর রায়যাক ও ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ। তাঁদের উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা।

## নকশা ১

ইমাম আযম আবু হানীফা

ইমাম আবদুর রায়যাক

ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ

ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান

ইমাম নাসাঈ

ইমাম ইবনু হিব্বান

এছাড়া ইমাম আবু জাফর তাহাবী, ইমাম আবু বাকর ইবনু আবী শাইবাহ ও ইমাম আবু আওয়ানাহসহ পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব ইমামই কোন না কোনভাবে সনদসূত্রে ইমাম আযম আবু হানীফার সাথে সম্পর্কিত রয়েছেন।

## ইমাম আযম সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য

১. ইমাম খাতীব বাগদাদী বলেন-

قال خلف بن ابوب : صار العلوم من الله تبارك وتعالى الى محمد صلى الله عليه وسلم ثم صار الى اصحابه، ثم صار الى التابعين، ثم صار الى ابي حنيفة واصحابه، فمن شاء فليرض ومن شاء فليستخ. ¹

১- তারিখ بغداد - ১৩ : ৩৬

অর্থ্যাৎ- খালফ বিন আইউব বলেছেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে ইলম স্থানান্তরিত হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র কাছে। তাঁর কাছ থেকে সাহাবায়ে কিরামের কাছে। তাঁদের কাছ থেকে তাবিঈগণের কাছে। তাঁদের কাছ থেকে আবু হানীফা এবং তাঁর সাথীগণের কাছে। (এই হাকীকাত জনার পর) যার ইচ্ছা খুশি হোক এবং যার ইচ্ছা নারাজ হোক (এতে কিছু যায় আসেনা)।

তারীখে বাগদাদ- ১৩:৩৬

খাতীব বাগদাদী আরো বলেন-

قال اسراييل : كان نعم الرجل النعمان، ما كان يحفظه لكل حديث فيه فقه واشد فحصه عنه، واعلم بما فيه من الفقه. ²

২- তারিখ بغداد - ১৩ : ৩৩৯

অর্থ্যাৎ- ইসরাঈল বলেছেন-নু'মান এমন এক ব্যক্তিত্ব ফিকহী বিষয় সম্বলিত প্রতিটি হাদীসের যিনি হাফিয ছিলেন।

তারীখে বাগদাদ - ১৩:৩৩৯

তিনি আরো বলেন-

وقال مكى بن ابراهيم : كان ابو حنيفة اعلم اهل زمانه. ³

৩- তারিখ بغداد - ১৩ : ৩৪০

অর্থ্যাৎ- মাক্কী ইবন ইবরাহীম (ইমাম আযমের ছাত্র এবং ইমাম বুখারীর উস্তাদ) বলেছেন-আবু হানীফা তাঁর যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন।

তারীখে বাগদাদ- ১৩:৩৪৫

উল্লেখ থাকা আবশ্যিক যে, তখনকার পরিভাষায় ইলম বলতে ইল্মে হাদীসকেই বুঝাতো। আর আলিম বলতে ইল্মে হাদীসে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকেই বুঝাতো।



খাতীব বাগদাদীর পরবর্তীতে লিখিত ইমাম আযমের মানাকিব বিষয়ক গ্রন্থাদিতে তারীখে বাগদাদের বরাতে উল্লিখিত মন্তব্যগুলো আনা হয়েছে।

২. ইমাম সালিহী শাফিঈ বলেন-

وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى: ما رأيت احدا اعلم بتفسير الحديث من ابى حنيفة، وقال ايضا كان ابو حنيفة ابصر بالحديث الصحيح منى. ١

১- عقود الجمان - ص ১৬৬

অর্থ্যাৎ-ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন-হাদীসের তাফসীর (ব্যাখ্যা) বিষয়ে আবু হানীফা থেকে বেশি অবগত কাউকে আমি দেখিনি। অনুরূপ তিনি বলেন- সাহীহ হাদীস আমার চেয়ে আবু হানীফা বেশি জানতেন।

উকদুল জুমআন পৃঃ ১৬৬

৩. ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী শাফিঈ বলেন-

وروى عن بشر بن موسى قال: حدثنا ابو عبد الرحمن المقرئ وكان اذا حدثنا عن ابى حنيفة قال حدثنا شاهان شاه. ٢

২- تبيين الصحيفة: ১১৪

অর্থ্যাৎ- বিশ্ৰ বিন মূসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে আবু আবদির রাহমান হাদীস বর্ণনা করেছেন। যখনই তিনি আবু হানীফা থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন- আমাদের কাছে শাহানশাহ বর্ণনা করেছেন। (অর্থ্যাৎ তাঁর দৃষ্টিতে আবু হানীফা ছিলেন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বাদশাহগণের বাদশা।)

তাবয়ীদুস সাহীফা পৃঃ ১১৪

৪. ইমাম ইবনু হাজার মাক্কী বলেন,

وسئل يحيى بن معين عنه، فقال ثقة ما سمعت احدا ضعفه. ٣

৩- الخيرات الحسان : ৪৮

অর্থ্যাৎ- ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাজ্বিনকে (আবু হানীফা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলেছেন, তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য ছিলেন। কেউ তাঁকে যাদ্বীফ বলেছেন বলে আমি শুনি নি।

আল খাইরাতুল হিসান পৃঃ ৪৮

সিরাত ও মানাকিব বিষয়ক গ্রন্থাদি পড়লে ইমাম আযমের প্রশংসায় ইমামগণের হাজারো মন্তব্য পাওয়া যায়। এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় না গিয়ে আমরা উদাহরণ স্বরূপ ইল্মে হাদীসে ইমাম আযমের গ্রহণযোগ্যতার ইঙ্গিতবাহী মাত্র ক’টি মন্তব্য উপরে উল্লেখ করলাম।

## ইমাম আযমের উপর আরোপিত কয়েকটি অভিযোগ ও জবাব

### প্রথম অভিযোগ ও জবাব

বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ আল মুসান্নাফ প্রণেতা ইমাম আবু বাকর ইবন আবী শাইবা’র বরাতে অনেকে একথা বলতে চান যে, ইমাম আবু হানীফা কিছু সিদ্ধান্ত এমনভাবে দিয়েছেন-যা হাদীস বিরোধী। ইল্মে হাদীসে তাঁর দক্ষতা অল্প ছিলো বলেই এমনটি হয়েছে।

এ বিষয়ে আমরা নিজস্ব চিন্তাজাত কোন বক্তব্য উপস্থাপন না করে মিশরের অধিবাসী আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক শাফিঈ মাযহাবের একনিষ্ঠ অনুসারী ড. মুস্তাফা সুবায়ীর বক্তব্য পাঠকের সামনে পেশ করছি। ড. সুবায়ী বলেন-

لقد افرد ابن ابى شيبة فى مصنفه الكبير بابالما خالف فيه ابو حنيفة ماصح من الاحاديث فبلغت مائة وخمسة وعشرين مسألة، فلو سلم لابن ابى شيبة جميع ما أخذه على ابى حنيفة كانت بقية المسائل التى اثرت عنه موافقة للحديث فى كل مسألة ورد فيها حديث، واذا كانت مسائل ابى حنيفة على اقل تقدير ثلاثا وثمانين الضخم الباقى من المسائل التى يعترف ابن ابى شيبة ان باحنيفة لم يخالف فيها السنة، جاءت فيها سنة ام لا، فان جاءت فيها اوفى بعضها سنة لزم ذلك ان يكون عند ابى حنيفة من الحديث مئات وآلاف. ۱

অর্থ্যাৎ- (ইমাম) ইবন আবী শাইবা স্বীয় সুবুহু গ্রন্থ আল মুসান্নাফ এ পৃথক একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন **هذا باب خالف فيه ابو حنيفة الآثار** এ অধ্যায়ে তিনি কত মাসআলায় আবু হানীফা সহীহ হাদীসের বিপরীত মত দিয়েছেন তা চিহ্নিত করেছেন। চিহ্নিত এমন মাসআলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২৫টি। যদি আমরা ইবন আবী শাইবার মতকে গ্রহণও করি তবে এ দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আবু হানীফা থেকে বর্ণিত হাজার হাজার মাসআলার বাকীগুলো হাদীসের অনুকূল। তাঁর প্রতিটি মাসআলার ভিত্তি হাদীসে বিদ্যমান। আর ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণিত মাসআলার সংখ্যা কমপক্ষে ৮৩ হাজার। অবশ্য কোন কোন বর্ণনামতে তাঁর মাসআলার সংখ্যা ১২ লক্ষ। সুতরাং আমাদের জিজ্ঞাসা, ইবন আবী শাইবা চিহ্নিত ১২৫ মাসআলা ছাড়া বাকীগুলোতে (৮২৮৭৫টি মাসআলা) হাদীসের সমর্থন আছে! এসব মাসআলার ভিত্তি কি বাস্তবিকই হাদীসে আছে? যদি সব মাসআলা বা কিছু সংখ্যক সম্পর্কে

১- الدكتور مصطفى السباعي - السنة ومكانتها في تشريع الاسلامى - ص ٤٤٩-٤٥٤

হাদীস থেকে থাকে তবে এ দ্বারা একথা অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, আবু হানীফার কাছে যতো হাদীস ছিলো (যদ্বারা তিনি মাসআলার দলীল গ্রহণ করেছেন) তার সংখ্যা শত শত বা হাজার হাজার হবে।

ইমাম ইবন আবী শাইবার বরাতে একথা প্রমাণের সুযোগ নেই যে, ইমাম আযম অল্পসংখ্যক হাদীস জানতেন। কেননা ইমাম আযম উদ্ধাবিত মাসআলার সংখ্যা কমপক্ষে ৮৩ হাজার ধরে নিয়ে বলা যায়, ইবন আবী শাইবা চিহ্নিত ১২৫টি মাসআলা বাদ দিয়ে বাকী মাসআলাগুলোতে ১টি করে হাদীস দলীল হিসেবে ধরলে সংখ্যা হচ্ছে ৮২৮৭৫। পাঠক! হাদীসের এই সংখ্যা কি খুব অল্প?

ইমাম ইবন আবী শাইবাহ কর্তৃক উত্থাপিত এ অভিযোগের ইলমী এবং প্রামাণ্য জবাবের জন্য আল্লামা যাহিদ কাউছারী প্রণীত

### النكت الطريفة في رد على ابن أبي شيبة في رده على الامام ابي حنيفة

গ্রন্থখানা পাঠ করা যেতে পারে। আল্লামা যাহিদ কাউছারী তাঁর গ্রন্থে (মোট পৃষ্ঠা ৩০৮) ইমাম ইবনু আবী শাইবাহ চিহ্নিত ১২৫ মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করতঃ প্রমাণ করেছেন যে, মূলতঃ ইমাম আযম উল্লেখিত ১২৫ মাসআলার একটিও হাদীসের খেলাফ রায় দেননি। প্রতিটি মাসআলায়ই হাদীসের দলীল মওজুদ রয়েছে। ইমাম ইবন আবী শাইবাহ এই মাসআলাগুলোর দলীল হিসেবে যেসব হাদীস উল্লেখ করেছেন, এগুলোর অনেকটির সনদ ইমাম আযমের শর্তানুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া ইমাম আযম নিজ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যেসব হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন এগুলোর সনদ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী।

সারকথা হলো ইমাম ইবনে আবী শাইবাহ'র বরাতে একথা প্রমাণের সুযোগ নেই যে, ইমাম আযম হাদীস জানতেন না। আর তিনি হাদীসের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এমন কথাও তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয় না।

বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠতম হানাফী আলিম মদিনা শরীফের অধিবাসী শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবার টীকায় এ অভিযোগের প্রামাণ্য জবাব দিয়েছেন। বিস্তারিত জানার জন্য আল্লামা যাহিদ কাউছারীর উল্লিখিত কিতাব এবং শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ'র তাহকীক দেখা যেতে পারে।

### দ্বিতীয় অভিযোগ ও জবাব

খাতীব বাগদাদী তারীখে বাগদাদ'র ১৩তম খণ্ডে একশত পৃষ্ঠারও বেশি ইমাম আযমের মানাকিব বিষয়ে লিখেছেন। প্রথমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি ইমাম আযমের আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। প্রকাশিত তারীখে বাগদাদের ১৩তম খণ্ডে ইমাম আযমের প্রশংসার পাশাপাশি নিন্দাসূচক এমন কিছু কথাবার্তা স্থান পেয়েছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক। বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে তারীখে বাগদাদের বরাতে ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে বিষোদাগার ছড়ানো হয়েছে। আহলে হাদীস নামধারী মাযহাব বিরোধী চক্র তারীখে বাগদাদের বরাতে বিভিন্ন চটি পুস্তকে প্রকাশ করে যে, ইল্মে হাদীসে ইমাম আবু হানীফার জ্ঞান ছিলো খুবই সীমিত। এ কারণে তাঁর মাযহাব কিয়াস নির্ভর। তাই এ মাযহাবের অনুসরণ করা উচিৎ নয়। সাধারণ পাঠক খাতীব বাগদাদীর অনবদ্য গ্রন্থ তারীখে বাগদাদের বরাত দেখে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পতিত হন।



এমনকি অনুসন্ধিৎসু অনেক যুবক বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। বিষয়টি সম্পর্কে বাংলা ভাষায় স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত। এখানে খুব দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ নেই। তবুও আমরা সাধারণ পাঠকের প্রাথমিক ধারণা লাভ এবং পরবর্তীকালের বাংলা ভাষাভাষী গবেষকগণের সুবিধার জন্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করবো।

**প্রথমতঃ** খতীব বাগদাদী তাঁর এ গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ে লোকমুখে প্রচারিত তথ্য সন্নিবেশ করেছেন। এতে এমন বিষয়ও স্থান পেয়েছে যেগুলোর ঐতিহাসিক ভিত্তি খুবই দুর্বল। খতীব বাগদাদী ইমাম আযম হাদীস কম জানতেন মর্মে যেসব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এগুলো লোকমুখে প্রচারিত কথা। যা ইমাম আযমের বিরুদ্ধবাদীদের পরিকল্পিত প্রোপাগান্ডা। একথাগুলোর সাথে খতীব বাগদাদী নিজেও একমত ছিলেন বলে মনে হয়না। কেননা তাঁর সরাসরি ছাত্র মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আন্দুলুসি মালিকী, আল্লামা যাহিদ কাউছারী হানাফী, ড. মুস্তাফা সুবায়ী শাফিঈ এবং ড. মুহাম্মাদ তাহির আল কাদিরী হানাফী প্রমুখের গবেষণা মতে খতীব বাগদাদী নিজ মুত্তাসিল (অবিচ্ছেদ্য) সনদে ইমাম আযম থেকে বর্ণিত হাদীসের একটি সংকলন করেছেন, যা মুসনাদে খতীব নামে খ্যাত। সুতরাং ইমাম আযম যদি খুব অল্প সংখ্যক হাদীস জানতেন তবে তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো মুসনাদ আকারে সংকলনের সুযোগই থাকতো না।

**দ্বিতীয়তঃ** তারীখে বাগদাদে বর্ণিত ইমাম আযমের নিন্দাসূচক আলোচনার জবাব যুগে যুগে বিশেষজ্ঞগণ দিয়ে এসেছেন। সে সব জবাব কোনটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে, কোনটি অন্য কোন গ্রন্থে পৃথক একটি অধ্যায় হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

তারীখে বাগদাদের জবাবে প্রথম গ্রন্থ লেখেন ঈসা বিন আবী বাকর আইউবী মালিক মুয়াযযাম (ওফাত ৬২৪ হিজরী)। তাঁর গ্রন্থের নাম الرد على ابى بكر الخطيب পরবর্তীতে এ গ্রন্থের নাম পরিবর্তন হয়ে (পৃঃ ১২২) السهم المصيب فى الرد على الخطيب হয়। আল্লামা যাহিদ কাউছারী প্রণীত খাতীব বাগদাদীর জবাবী গ্রন্থ تأنيب الخطيب على ماساقه فى ترجمة ابى উস্তাদ আহমাদ খাইরীর সংযোজনসহ গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থখানা কায়রোর মাকতাবাতুল আযহারিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লামা যাহিদ কাউছারীকে আল্লাহপাক যেনো উপযুক্ত বদলা দেন। পরিশ্রমলব্ধ এ গ্রন্থে তিনি ইমাম আযমের উপর আরোপিত অভিযোগসমূহের প্রামাণ্য জবাব দিয়েছেন। এ গ্রন্থখানা ইমাম আবু হানীফা আওর উনকি না কিদীন নামে উর্দু তরজমা প্রকাশিত হয়েছে।

ইমাম আবুল মুওয়্যিয়্যদ মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ খাওয়ারিযমী (ওফাত ৬৬৫ হিজরী) জামিউল মাসানিদ এর প্রথম খণ্ডে সংযুক্ত দীর্ঘ মুকাদ্দিমায় তারীখে বাগদাদে বর্ণিত অভিযোগসমূহের জবাব দিয়েছেন।

কুয়েতের ড. মাহমুদ তাহহান আল হাফিয আল খাতীব বাগদাদী ওয়া আছারুহু ফী ইলমিল হাদীস নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এ গ্রন্থে লেখক ইল্মে হাদীস ও আনুসঙ্গিক বিষয়ে খাতীব বাগদাদী প্রণীত অমূল্য গ্রন্থাদির উপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন। খাতীব বাগদাদীর অনবদ্য কর্ম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী পাঠকের জন্য এ গ্রন্থখানা অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। ড. মাহমুদ তাহহান তাঁর গ্রন্থে তারীখে বাগদাদের ১৩তম খণ্ডে বর্ণিত ইমাম আযমের উপর

আরোপিত অভিযোগসমূহের জবাব দিয়েছেন। ৩৫ (৩০৬-৩৪৫) পৃষ্ঠাব্যাপী জবাবী আলোচনায় ড. মাহমুদ খুবই যৌক্তিক এবং প্রামাণ্য আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি একথাই প্রমাণ করেছেন যে, তারীখে বাগদাদে ইমাম আযম হাদীস কম জানতেন মর্মে যে সকল উক্তি উদ্ধৃত রয়েছে, তা সনদের দিক থেকে এতাই দুর্বল যে, এগুলোর উপর নির্ভর করার কোন সুযোগই নেই।

এছাড়া ইলমে হাদীসের জারহ ও তা'দীলের মূলনীতিগুলোর একটি হলো কোন ব্যক্তি যদি একই সাথে কোন একজন বর্ণনাকারীর জারহ (নিন্দা) এবং তা'দীল (প্রশংসা) করেন তবে তার তা'দীল বা প্রশংসাটি গ্রহণ করা হবে। আর জারহ বা নিন্দাটি বর্জন করা হবে। এ মূলনীতির আলোকে বলা যায় যে, খাতীব বাগদাদী স্বীয় তারীখে বাগদাদে যেহেতু একই সাথে ইমাম আযমের জারহ ও তা'দীল উভয়টি করেছেন, তাই তাঁর তা'দীল গ্রহণযোগ্য হবে এবং জারহটি বর্জনীয় হবে।

### তৃতীয় অভিযোগ ও জবাব

মাযহাব বিরোধীচক্রের কিছু কিছু গ্রন্থে পাওয়া যায়, ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী রিজালশাস্ত্রে তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল এ ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে বলেছেন-

النعمان بن ثابت الكوفي امام اهل الرأي ضعفه النسائي وابن عدی والدارقطني وآخرون.

অর্থ্যাৎ- আহলে রায়গণের ইমাম আবু হানীফা নুমান বিন ছাবিত কূফী, নাসাঈ, ইবন আদী, দারাকুতনী এবং অন্যান্যরা তাঁকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।

উল্লিখিত কথাটি ইমাম যাহাবীর উপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ। ইমাম যাহাবী মূলতঃ তাঁর মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে ইমাম আযম সম্পর্কে কিছু লেখেন নি। মীযানুল ই'তিদাল এ ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে যে উক্তি পাওয়া যায় তা পরবর্তীকালে কোন না কোনভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। এসম্পর্কে জাস্টিস মাওলানা তাকী উসমানী বলেন-

ميزان الاعتدال میں یہ عبارت بلاشبہ الحاق ہے، یعنی مصنف نے نہیں لکھی بلکہ اور شخص نے اس حاشیہ پر لکھا اور بعد میں متن میں شامل ہو گیا، یا تو کسی کاتب کی غلطی سے یا جان بوجھ کر اس میں داخل کر دیا گیا۔

অর্থ্যাৎ- মীযানুল ই'তিদাল এ এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে প্রক্ষেপন। লেখক (ইমাম যাহাবী) ইহা লেখেন নি বরং পরবর্তীতে অন্য কেউ ইহা হাশিয়ায় (পাশ্বটিকায়) লিখে দেন। একপর্যায়ে তা মতন বা মূলপাঠে সংযুক্ত হয়ে যায়। হয়তোবা লিপিকারের (কাতিব) ভুলে অথবা জেনে বুঝে কেউ তা করেছেন।

মীযানুল ই'তিদাল যে তাহরীফ বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল কথা জুড়ে দেয়া হয়েছে, সে ব্যাপারে সৎক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।

ইমাম যাহাবী মীযানুল ই'তিদাল'র মুকাদ্দিমায় স্বয়ং বলেছেন-

وكذلك لا اذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع احدا لجلالتهم في الاسلام، وعظمتهم في النفوس، مثل ابي حنيفة والشافعي والبخاري<sup>١</sup>۔

অর্থ্যাৎ- অনুরূপ আমার গ্রন্থে আমি সে সকল অনুসরণীয় ইমামগণের আলোচনা করিনি ইসলামে যাদের মর্যাদা এবং জনমানসে যাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। (তাদের মধ্যে রয়েছেন) ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম বুখারী।

ইমাম যাহাবী মীযানুল ইতিদাল নামক গ্রন্থের ভূমিকায় নিজেই বলে দিয়েছেন যে, তিনি ইমাম আযম আবু হানীফা সম্পর্কে এ গ্রন্থে কিছুই বলেননি। অথচ ১৩২৫ হিজরীতে মিশর থেকে প্রকাশিত মীযানুল ইতিদাল'র ৩য় খণ্ডের ২৩৭ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু হানীফার আলোচনায় উল্লেখ রয়েছে, আহলে রায়গণের ইমাম কুফার নু'মান বিন ছাবিত দারাকুতনী, নাসাঈ, ইবন আদী প্রমুখ যাজ্জিফ বলেছেন। পাঠক লক্ষ্য করুন! যে গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক স্বয়ং বলেছেন আমি এ গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম বুখারী প্রমুখের আলোচনা করিনি। আবার এ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ২৩৭ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু হানীফার আলোচনা রয়েছে। আসলে যে বা যারা ইমাম যাহাবীর মতো মহান ব্যক্তিত্বের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করতে চেয়েছিলেন, আল্লাহপাক তাদের কুমতলব ফাঁস করে দিয়েছেন। কেননা মীযানুল ই'তিদাল'র তৃতীয় খণ্ডে যারা মনগড়া কথা জুড়ে দিতে পেরেছে, সতর্কতার সাথে কাজ করলে অবশ্যই তারা গ্রন্থের মুকাদ্দিমায়ও পরিবর্তন আনতে পারতো। কিন্তু তারা তা করতে না পারায় সহজেই সত্য উদঘাটিত হয়েছে। ইমাম যাহাবীর ইত্তিকালের ৫৭৭ বছর পর তাঁর গ্রন্থ মীযানুল ই'তিদাল এ মন গড়া কথা জুড়ে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক, গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ইল্মী ময়দানে ব্যাপকভাবে আলোচিত ব্যক্তিত্ব আল্লামা আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ হালাবী (১৩৩৬-১৪১৭ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত পাঠকের সামনে তুলে ধরছি। ইমাম আবদুল হাই লখনৌবী (১২৬৪-১৩০৪ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইল্মে হাদীসের জারহু এ তা'দীল বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ **الرفع والتكميل في الجرح والتعديل** এর পার্শ্বটিকায় আল্লামা আবু গুদ্দাহ বলেন-

الطبعة الهندية من الميزان المطبوعة في مدينة لکنوسنة ١٣٠١ بالمطبع المعروف بانوار محمدی، لم تذكر فيها ترجمة للامام ابي حنيفة في اصل الكتاب، وانها ذكر على الحاشية كلمات في سطرین، فلما طبع الكتاب بمصر سنة ١٣٢٥ ه طبع ذلك الكلمات التي في صلب الكتاب دون تنبيه. ٢

১- الامام الذهبي - ميزان الاعتدال في نقد الرجال - ১: ৩

২- الشيخ عبد الفتاح ابو غده - التعليق على الرفع والتكميل للامام اللكنوى - ص ১২২



অর্থ্যাৎ-ভারতের লখনৌ শহরের আনওয়ারে মুহাম্মাদী নামক প্রকাশনী থেকে ১৩০১ হিজরীতে প্রকাশিত মীযানুল ইতিদাল মূল কিতাবে ইমাম আবু হানীফার আলোচনা নেই। তবে হাশিয়ার মধ্যে দু'টি লাইন রয়েছে (সমালোচনামূলক)। ১৩২৫ হিজরীতে মিশর থেকে প্রকাশিত সংখ্যায় উল্লিখিত দু'টি লাইন কোন সতর্ক সংকেত ছাড়াই মূল এবারতে (বক্তব্য) সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদাহ আরো বলেছেন-

وقد رجعت الى المجلد الثالث من الميزان الاعتدال المحفوظ في ظاهرية دمشق تحت الرقم (٣٦٨ حديث) وهو جزء نفيس جدا. يتدئ بحرف الميم وينتهي بآخر الكتاب، وكله بخط العلامة الحافظ شرف الدين عبد الله بن محمد الواني الدمشقي، المتوفى سنة ٤٢٩، تلميذ مؤلفه الذهبي رحمهما الله تعالى، وقد قرأه عليه ثلاث مرات مع المقابلات باصل الذهبي كما صرح بذلك في ظهر الورقة ١٠٩ وظهر الورقة ١٥٠، وفي غير موطن منه تصريحات كثيرة له بالقرأة والمقابلة ايضا، فلم اجد فيه ترجمة للامام ابي حنيفة النعمان في حرف النون ولا في الكنى، وكذلك لم اجد فيه ترجمة في النسخة المحفوظة في لامكتبة الاحمدية بحلب تحت الرقم ٣٣٨ وقد سنحت لي في اوائل رمضان المبارك من سنة ١٣٨٢ زيارة المغرب، فرأيت في مدينة الرباط في الخزانة العامة نصف نسخة المؤلف ميزان الاعتدال... قد رجعت ايضا الى هذه النسخة العظيمة النادرة المثل في عالم المخطوطات، فلم اجد فيها ترجمة للامام ابي حنيفة رضى الله عنه، هذا مما يقطع معه المرء بأن الترجمة المذكورة في بعض نسخ الميزان ليست من قلم الذهبي، وانما هي دخيلة على الكتاب بيد بعض الحانقين على الامام ابي حنيفة.

অর্থ্যাৎ-দামেশকের যাহিরিয়ায় রক্ষিত (নং হাদীস ৩৬৮) মীযানুল ই'তিদালের তৃতীয় খণ্ড আমি দেখেছি। এটি একটি অনন্য কপি। মীম অক্ষর দিয়ে শুরু (৩য় খণ্ড) হয়েছে। এটি আল্লামা হাফিয শারফুদ্দিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আলওয়ানী দামেশকীর (ওফাত ৭৪৯ হিজরী) হস্তলিখিত কপি। তিনি মীযানুল ই'তিদাল প্রণেতা ইমাম যাহাবীর ছাত্র। হস্তলিখিত এ কপির ১০৯ এবং ১৫০ নং পৃষ্ঠার বর্ণনামতে এটি লিপিকার ইমাম যাহাবীর কাছে তিন বার পড়েছেন। এবং মূল কপির সাথে মিলিয়েছেন। উল্লিখিত দুই পৃষ্ঠা ছাড়াও অন্যান্য স্থানে প্রমাণ রয়েছে যে, এটি ইমাম যাহাবীর কাছে পড়া হয়েছে এবং মিলিয়ে দেখা হয়েছে। আমি এটির নূ'ন অক্ষরের অধীন কিংবা কুনিয়াত অধ্যায়ে ইমাম আবু হানীফার জীবনী পাইনি। অনুরূপ হাল্ব (সিরিয়া) এর আহমাদিয়া গ্রন্থাগারে (নং ৩৩৮) রক্ষিত কপিতেও আমি ইমাম আযমের আলোচনা পাইনি।

১- الشيخ عبد الفتاح ابو غده - التعليق على الرفع والتكميل للامام الكنوي ص ١٢٢-١٢٣-١٢٥

১৩৮২ হিজরীর রামাদান মাসের শেষ দিকে মরক্কো সফরের সুযোগ ঘটে। মরক্কোর রিবাত শহরের খায়ানাতুল আশ্মাতে রক্ষিত রয়েছে স্বয়ং লেখক ইমাম যাহাবীর হস্তলিখিত মীযানুল ইতিদালের কপি। হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি জগতে অনন্য সাধারণ মর্যাদার অধিকারী এ কপিটিতেও আমি ইমাম আবু হানীফার আলোচনা পাইনি। এমতাবস্থায় যে কারো পক্ষে এ সিদ্ধান্তে আসা স্বাভাবিক যে, মীযানুল ইতিদালের প্রকাশিত কোন কোন কপিতে ইমাম আযম সম্পর্কে যে কটুক্তি রয়েছে তা অবশ্যই ইমাম যাহাবীর কলমে লেখা নয়। ইমাম আযম আবু হানীফার সুমহান মর্যাদাকে খাটো করার নিমিত্তে পরবর্তীতে তা কিতাবে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

আল্লামা শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাতিদীর্ঘ এ বক্তব্য থেকে আশা করি পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে, ইমাম যাহাবীর মীযানুল ইতিদাল নামক গ্রন্থে ইমাম আযমের মর্যাদাহানীকর কিছু কথা পরবর্তীতে সংযুক্ত করা হয়েছে। ইমাম জালালুদ্দিন সুযুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (তাদরীবুর রাওয়ী ৫১৯ পৃষ্ঠা), আল্লামা যাকর আহমাদ উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (কাওয়াঈদুম মিন উলুমিল হাদীস ২১১ পৃঃ) প্রমুখের লেখা থেকেও একথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, মীযানুল ইতিদাল'র বরাতে ইমাম আযমকে ইল্মে হাদীসে দুর্বল সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন।

### চতুর্থ অভিযোগ ও জবাব

আল্লামা ইবন খালদুন'র (ওফাত ৮০৮ হিজরী) বিখ্যাত গ্রন্থ মুকাদ্দিমায়ে ইবন খালদুন এর বরাতে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় যে, ইবন খালদুন বলেছেন ইমাম আবু হানীফা ১৭টি হাদীস জানতেন। বৈরুতের দারুল জালীল থেকে প্রকাশিত মুকাদ্দিমায় ইবন খালদুন থেকে আমরা পাঠকের সামনে উদ্ধৃতিসহ আনুসঙ্গিক আলোচনা পেশ করছি।

আল্লামা ইবন খালদুন বলেন-

واعلم ايضاً ان الائمة المجتهدين تفوتوا في الاكثار من هذه الصناعة و  
الاقلال، فابوحنيفة رضى الله تعالى عنه يقال بلغت روايته الى سبعة عشر حديثاً  
او نحوها ومالك رحمه الله انما صح عنده ما في كتاب المؤطا، وغايتها  
ثلثمائة حديث او نحوها، واحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه في مسنده  
خمسون الف حديث ولكل ما اداه اليه اجتهاده في ذلك، وقد تقول بعض  
المبغضين المتعسفين الى ان منهم من كان قليل البضاعة في الحديث فلهذا  
قلت روايته ولا سبيل الى هذا المعتقد في كبار الائمة.<sup>১</sup>

১- العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون - مقدمة ابن خلدون - ص ৪৭২

অর্থ্যাৎ- আরো জেনে রাখুন, মুজতাহিদ ইমামগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আধিক্য ও স্বল্পতার অধিকারী। ইমাম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি সতের কিংবা তার কাছাকাছি সংখ্যক হাদীস জানতেন। ইমাম মালিক রাহিমাহু মুল্লাহ'র কাছে বিশুদ্ধ হাদীস বলতে তাঁর মুওয়াত্তায় যা বর্ণিত হয়েছে। সংখ্যা হিসেবে তা তিনশত কিংবা অনুরূপ। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল'র মুসনাদে হাদীস সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গবেষণায় ব্যবহৃত হাদীস বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ অনেক প্রতিহিংসা পরায়ন হীনমনা ব্যক্তি একথা বলতে চান যে, তাঁদের মধ্যে (মুজতাহিদ ইমামগণ) যারা স্বল্পসংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইল্মে হাদীসে তাঁদের জ্ঞান অল্প বলেই এমনটি হয়েছে। মূলতঃ তাঁদের মতো মহান ইমামগণ সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষনের কোন অবকাশই নেই। তিনি আরো বলেন-

والامام ابو حنيفة انما قلت روايته لما شذفي شروط الرواية والتحمل وضعف رواية الحديث اليقيني اذا عارضها الفعل النفيسي وقلت من اجلها رواية فقل حديثه لانه ترك رواية الحديث متعمدا فحاشاه من ذلك ويدل على انه من كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم والتعويل عليه واعتباره ردا وقبولا<sup>১</sup>।

অর্থ্যাৎ- ইমাম আবু হানীফা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস কম হওয়ার কারণ হচ্ছে- তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কঠিনতর শর্তারোপ করতেন। অনেক বিশ্বস্ত সূত্রের হাদীসকেও বাস্তবতা বিরোধী হওয়ায় তিনি তা দুর্বল বলে পরিত্যাগ করেছেন। এ কারণেই তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা অল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই যে, তিনি স্বেচ্ছায় হাদীস বর্ণনা পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর চরিত্র এরকম কাজ থেকে পবিত্র ছিলো। (বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে) তাঁর এ পরিচয়ই যথেষ্ট যে, তিনি মুজতাহিদ ইমামগণের অন্যতম। বড় বড় মুজতাহিদ মুহাদ্দিসগণ তাঁর মতামতের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। ইল্মে হাদীসের বহুসংখ্যক ইমাম তাঁর মাযহাবের অনুসারী।

পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ইমাম আযম আবু হানীফা মাত্র ১৭ হাদীস জানতেন বলে আল্লামা ইবন খালদুন'র যে উক্তি পেশ করা হয়, ইহা তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যের খণ্ডাংশ মাত্র।

প্রথমতঃ ইমাম আযম ১৭ হাদীস জানতেন এটি ইবন খালদুন'র অভিমত নয়। কারণ কথাটি তিনি উপস্থাপন করেছেন বলা হয়ে থাকে শব্দ দ্বারা। এতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে এটি তিনি বলছেন না। এ ছাড়া আরবী ভাষা সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিরও জানা আছে যে, বলা হয়ে থাকে দ্বারা যে কোন লেখক খুবই দুর্বল অভিমতকেই উপস্থাপন করেন।

দ্বিতীয়তঃ এমনও হতে পারে যে, আল্লামা ইবন খালদুন ১৭ হাদীস বলতে ইমাম আযমের ১৭টি মুসনাদকেই বুঝিয়েছেন। ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে যে, ইমাম খালওয়াতী, ইমাম শামী ও ইমাম সালিহীসহ কেউ কেউ মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা ১৭টি বলে উল্লেখ করেছেন।



তৃতীয়তঃ ইমাম আযমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও পরিচয় আল্লামা ইবন খালদুন পর্যন্ত পৌঁছায়নি। কারণ ইবন খালদুন হচ্ছেন স্পেনের অধিবাসী। যদিও তিনি উপর্যুপরি খৃষ্টীয় নির্যাতনের মুখে অন্যান্যদের মতো দেশ ত্যাগ করে মরক্কোতে স্থায়ী অধিবাস গ্রহণ করেন। স্পেনের সাকুল্য মুসলমান ছিলেন ইমাম মালিক বিন আনাস (৯৩-১৭৯ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রতিষ্ঠিত মালিকী মাযহাবের অনুসারী। এর কারণ হচ্ছে স্পেনের কয়েকজন ব্যক্তি মদীনা শরীফে গিয়ে সরাসরি ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে মুওয়াত্তা এবং ফিকহ মালিকী অধ্যয়ণ করতঃ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে মালিকী মাযহাবের প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা হলেন- আবু আবদুল্লাহ যিয়াদ ইবন আবদুর রহমান কুরতুবী (ওফাত ১৩০ হিজরী), প্রাচ্যের সবচেয়ে খ্যাতিমান মুফতি কর্ডোবার ঈসা বিন দীনার উন্দোলুসী (ওফাত ২১২ হিজরী), ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া বিন কাসীর (ওফাত ২৩৪ হিজরী) প্রমুখ। এমতাবস্থায় স্পেনে হানাফী মাযহাব কিংবা ইমাম আবু হানীফার সঠিক চর্চা না হওয়া স্বাভাবিক। প্রসঙ্গতঃ হানাফী মাযহাবের অন্যতম প্রাণ পুরুষ ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী (১৩২-১৮৯ হিজরী) ইমাম আযম আবু হানীফার তিরোধানের পর মদীনা শরীফে গিয়ে ইমাম মালিক'র কাছে অধ্যয়ণ করেন। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে শুনা হাদীসগুলোও তিনি সংকলিত করেন, যা মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ নামে খ্যাত হয়। ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর মুওয়াত্তা'র মধ্যে ইমাম মালিকের সাথে হাদীসের সাথে অতিরিক্ত হিসেবে ইমাম আবু হানীফা সূত্রে ১৩টি এবং ইমাম আবু ইউসুফ সূত্রে ৪টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। যেহেতু মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ'র সম্পর্ক ইমাম মালিক'র, তাই মালিকী মাযহাবের অন্যতম চারণ ভূমি স্পেনে এই মুওয়াত্তা পৌঁছেছে। আর যেহেতু এই মুওয়াত্তায় ১৩+৪=১৭টি হাদীস রয়েছে হানাফী সূত্রে। তাই স্পেনের অধিবাসী আল্লামা ইবন খালদুন এ ব্যাপারে সহজেই বিভ্রমে পতিত হয়েছেন। আমার বক্তব্যের সমর্থনে ড. মুস্তাফা সুবায়ী শাফিঈ'র কথা পেশ করতে পারি। ড. সুবায়ী বলেছেন-

لعل من شاقول ابن خلدون من ان محمد اروي المؤطاعن مالك وزاد فيه ثلاثة عشر حديثا من روايته عن ابي حنيفة، واربعة احاديث من روايته عن ابي يوسف، فظن من لا علم له ان هذا كل ما صح عن ابي حنيفة من احاديث ١.

অর্থ্যাৎ- এমনও হতে পারে যে, ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত মুওয়াত্তায় ইমাম আবু হানীফা সূত্রে ১৩টি এবং ইমাম আবু ইউসুফ সূত্রে ৪টি হাদীস দেখে যার এ ব্যাপারে ইলম নেই তিনি ধরে নিতে পারেন এগুলোই আবু হানীফার কাছ থেকে বর্ণিত সঠিক হাদীস।

যারা মুকাদ্দিমায়ে ইবন খালদুন'র বরাতে ইমাম আযমের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৭ সাব্যস্ত করতে চান আশা করা যায় উল্লিখিত আলোচনায় তাদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হবে। আল্লামা ইবনে খালদুন পরিস্কারই বলে দিয়েছেন, মুজতাহিদ ইমামগণ সম্পর্কে যারা এই ধারণা পোষণ করে যে, তারা অল্প সংখ্যক হাদীস জানতেন এসব ব্যক্তি হীনমনা ও প্রতিহিংসা পরায়ণ।

### পঞ্চম অভিযোগ ও জবাব

আমাদের যুবমানসে একটি কথা পরিকল্পিতভাবে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, ইমাম আবু হানীফা হাদীসের পরিবর্তে কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন। এ কারণে তাঁর মাযহাব কিয়াস বা যুক্তিনির্ভর।

অমূলক এবং হিংস্রসূত এ অভিযোগের প্রামাণ্য জবাব রয়েছে মানাকিবের কিতাবাদীতে। এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।

ইমাম যাহাবী শাফিঈ (ওফাত ৭৪৮ হিজরী) ও ইমাম ইবনুল কায়্যিম হাম্বলী (ওফাত ৭৫১ হিজরী) প্রমুখ বর্ণনা করেন-

جميع اصحاب ابي حنيفة مجمعون على ان مذهب ابي حنيفة ان ضعيف  
الحديث اولى عنده من القياس والرأى.<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- আবু হানীফার সাথীগণ একথার উপর একমত আবু হানীফার মাযহাব হলো এই যে, তাঁর দৃষ্টিতে যাদ্গফ হাদীস কিয়াস ও রায় থেকে উত্তম।

ইমাম আবদুল কাদির বিন আবিল ওয়াফা কুরাশী (ওফাত ৭৭৫ হিজরী) বলেন-

قال يحيى بن ادم: سمعت الحسن بن صالح يقول: كان النعمان بن ثابت فيما  
نعلم مثبتا فيه اذا صح عنده الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الى  
غيره.<sup>২</sup>

অর্থ্যাৎ-ইয়াহইয়া বিন আদাম বলেছেন, আমি হাসান বিন সালেহকে বলতে শুনেছি, আমরা নু'মান বিন ছাবিত সম্পর্কে প্রামাণ্যভাবে যদ্বুর জানি, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নির্ভুলভাবে কোন হাদীস তাঁর কাছ পর্যন্ত পৌঁছেলে ইহা রেখে তিনি অন্যদিকে ধাবিত হতেন না। ইমাম যাহাবী শাফিঈ (ওফাত ৭৪৮ হিজরী), ইমাম ইবন হাজার মাক্কী শাফিঈ (ওফাত ৯৭৩ হিজরী), ইমাম সালিহী শাফিঈ (ওফাত ৯৪২ হিজরী) নিজ নিজ মুত্তাসিল সনদে ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক সূত্রে ইমাম আযম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

اذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين او  
عن الصحابة اخذنا ببعض اقوالهم ولم نخرج عنها، او عن التابعين زاحمناهم  
وفى رواية: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين،  
وما جاء عن الصحابة اخترنا، وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن  
رجال.<sup>৩</sup>

অর্থ্যাৎ- যখন আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস পৌঁছে তখন তা মাথায় ও চোখে রাখি (গুরুত্বের সাথে আমল করি)। তারপর সাহাবার কাছ থেকে কোন সিদ্ধান্ত পেলে তাঁদের কারো না কারো মতকে গ্রহণ করি, এর বাইরে যাই না। এ ছাড়া অন্যদের (তাবিঈদের) মত পেলে সেটাকে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কিছু (হাদীস) আমাদের কাছে পৌঁছে

১- الامام الذهبي - مناقب الامام ابي حنيفة وصاحبيه - ص ৩৬، الامام ابن قيم اعلام الموقعين - ১ : ৮৮

২- الامام عبد القادر بن ابي الوفاء - الجواهر المضية في طبقات الحنفية - ص ২২

৩- الامام الذهبي - مناقب الامام ابي حنيفة وصاحبيه - ص ৩২

তা মাথায় ও চোখে রাখি। যখন সাহাবাগণের কাছ থেকে কিছু পৌঁছে আমরা তাঁদের কোন একজনের মতকে বেছে নেই। আর অন্যদের বেলায় (তাবিঈর মত ব্যাপারে আমাদের নীতি হলো) তাঁরা যেমন মানুষ আমরাও তেমনি মানুষ। (অর্থ্যাৎ তাঁরা যেভাবে তাবিঈ আমিওতো তাবিঈ)।

উল্লেখ থাকা আবশ্যিক যে, হাদীসে রাসূল এবং আছারে সাহাবা গ্রহণ ব্যাপারে ইমাম আযমের উক্তি আমরা শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী তিনজন বিখ্যাত ইমামের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করলাম। অথচ মানাকিব বিষয়ে লিখিত প্রতিটি কিতাবেই বিষয়টি (কিছু শাদ্বিক তারতম্যসহ) উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম শা'রানী শাফিঈ (ওফাত ৯৭৩ হিজরী) স্বীয় গ্রন্থে ইমাম আযমের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন-

كذب والله وافترى علينا من يقول : اننا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعد النص الى القياس؟<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মিথ্যা বললো এবং আমাদের উপর তোহমত আরোপ করলো, যে বলে আমরা কুরআন সুন্নাহর উপর কিয়াসকে প্রাধান্য দেই। (কোন বিষয়ে) কুরআন সুন্নাহর দলীল মওজুদ থাকতে কিয়াসের প্রয়োজন আছে কি?

ইমাম শা'রানী আরো উল্লেখ করেছেন, ইমাম আযম বলেছেন-

نحن لانقيس الا عند الضرورة الشديدة، وذلك اننا ننظر في دليل المسألة من الكتاب والسنة او اقضية الصحابة فان لم نجد دليلا قسنا.<sup>২</sup>

অর্থ্যাৎ- একান্ত প্রয়োজন ছাড়া আমরা কিয়াস করি না। কোন মাসআলার দলীল খুঁজতে আমরা প্রথমে কুরআন ও সুন্নাহ তালিশ করি। তারপর সাহাবায়ে কিরামের সিদ্ধান্ত বা ইজতিহাদী ফাতাওয়া খুঁজি। যখন কোনখানেই দলীল খুঁজে পাই না, তখনই কেবল কিয়াস করি।

হাফিয ইবন তাইমিয়া (ওফাত ৭২৮ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় মাজমুআ ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد اخطأ عليهم، وتكلم اما بظن واما بهوى، فهذا ابو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس؛ لاعتقاده صحتهما، وان كان أئمة الحديث لم يصححوهما وقد بيناهما في رسالة رفع الملام عن الأئمة الاعلام، وبين ان احدا من أئمة الاسلام لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذر؛ بل لهم نحو من عشرين عذرا.<sup>৩</sup>

১- الامام الشعراني - الميزان الكبرى - ১ : ৫১

২- الامام الشعراني - الميزان الكبرى - ১ : ৫১

৩- الحافظ ابن تيمية - مجموع الفتاوى - ২০ : ৩০৬



অর্থ্যাৎ- যে ব্যক্তি আবু হানীফা কিংবা অন্য কোন ইমাম সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করে যে, তাঁরা সাহীহ হাদীসের বিপরীতে কিয়াস অথবা অন্য কিছুকে প্রাধান্য দিতেন তবে তাঁদের সম্পর্কে এ ধারণা ভুল। এ ব্যাপারে যারা কথা বলে (অর্থ্যাৎ : ইমাম আবু হানীফা কিংবা অন্য কোন ইমাম হাদীসের বিপরীতে কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন যারা বলে) হয়তোবা ইহা তাদের অনুমান নির্ভর কথা, না হয় নিজ কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় এরকম বলে। উদাহরণ স্বরূপ আবু হানীফার কথা পেশ করা যায়। আবু হানীফা সফররত অবস্থায় নাবীয দ্বারা অযু করা বৈধ মনে করতেন। (তখনকার আরবে প্রচলন ছিলো, লোকেরা লবনাক্ত পানিকে পান উপযোগী করতে সে পানিতে খেজুর চুবিয়ে রাখতো। এ রকম খেজুর চুবানো পানিকে নাবীয বলা হয়।) যদিও ইহা কিয়াসের খেলাপ। এছাড়া নামাযের মধ্যে সশব্দে হাসলে অযু ভঙ্গ হয় বলে তিনি রায় দিয়েছেন। এটিও কিয়াসের খেলাফ। নাবীয দ্বারা অযু করা এবং নামাযরত অবস্থায় সশব্দে হাসা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস দু'টির সনদ হাদীসের ইমামগণের দৃষ্টিতে যাঈফ। যদিও আবু হানীফা এ দু'টিকে সাহীহ ধারণা করেছেন। (অর্থ্যাৎ- আবু হানীফা কিয়াসের বিপরীতে যাঈফ বা দুর্বল হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন।) এ বিষয়টি আমি আমার রাফউল মালাম আনিল আইম্মাতিল আ'লাম নামক পুস্তিকায় বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। সেখানে আমি সবিস্তারে লিখেছি যে, কোন ইমামই অকারণে কোন হাদীস বর্জন করেননি। ইমামগণ কর্তৃক কোন হাদীসকে গ্রহণ না করার পেছনে বিশাটির মত কারণ বিদ্যমান থাকে।

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, উপরের আলোচনায় আমরা শাফিঈ এবং হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ইমামগণের কিতাব থেকে উদ্ধৃতি পেশ করেছি। এতে দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট হয়েছে ইমাম আযমের উপর ইহা একটি মিথ্যা অভিযোগ যে, তিনি হাদীসের বিপরীতে কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন।

বিশেষ করে সালাফী এবং আহলে হাদীস নামধারী মাযহাব অমান্যকারীদের দৃষ্টিতে ইমাম ও মুজাদ্দিদ হাফিয ইবন তাইমিয়া পরিস্কারই ঘোষণা করেছেন, যারা ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে এ কথা বলে যে, তিনি হাদীসের বিপরীতে কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন, তারা প্রবৃত্তির পুঁজারী। নিজেদের কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় প্রলুদ্ধ হয়ে তারা এসব কথা বলে বেড়ায়। হাফিয ইবন তাইমিয়া স্বীয় মিনহাজুস সুন্নাহ কিতাবে বিষয়টি আরো খুলাসা করে বলেছেন-

ان ابا حنيفة وان كان الناس خالفوه في اشياء وانكروها عليه فلا يستريب احد في فقهه وفهمه وعلمه، وقد نقلوا عنه اشياء يفصدون الشناعة عليه وهي كذب عليه قطعا. ١

অর্থ্যাৎ- যদিও কিছু মানুষ কতিপয় ব্যাপারে আবু হানীফার বিরোধীতা করেছেন এবং তাঁকে অপছন্দ করেছেন। তবে তাঁর ফিক্হ, গভীর পাণ্ডিত্য এবং ইলম সম্পর্কে কেউ যেনো সন্দেহ না করে। তাঁর বদনাম রটানোর উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে এমন কিছু কথা বর্ণনা করা হয়েছে, নিঃসন্দেহে ইহা মিথ্যা।

ইমাম মাওফিক ইবনে আহমাদ আল মাক্কী (ওফাত ৫৬০ হিজরী) মানাকিবুল ইমাম আযম আবু হানীফা কিতাবে (১:১৬৮) আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক সূত্রে ইমাম মুহাম্মাদ আল বাকির এবং ইমাম আবু হানীফার প্রথম সাক্ষাতের কথোপকথন বর্ণনা করেছেন। ইমাম আযম ইমাম বাকিরের খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের পরিচয় দিলে ইমাম বাকির জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কূফার সেই ব্যক্তি যে আমার নানার হাদীসের পরিবর্তে কিয়াসকে প্রাধান্য দেয়? ইমাম আযম সবিনয়ে আরয করলেন, দয়া করে বসুন, আমাদের কাছে আপনার মর্যাদা ঠিক সেরূপ, সাহাবায়ে কিরামের কাছে আপনার নানার মর্যাদা যেরূপ ছিলো। দয়া করে সম্মতি দিলে আমি কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞেস করতে চাই। ইমাম বাকির সম্মতি দিলেন। ইমাম আযম জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েরা দুর্বল না পুরুষ? ইমাম বাকির বললেন, মেয়েরা দুর্বল। ইমাম আযম জানতে চাইলেন, পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে মেয়ের অংশ কতো? ইমাম বাকির বললেন, পুরুষের অর্ধেক। ইমাম আযম আরয করলেন, ইহাই আপনার নানার দেয়া সিদ্ধান্ত বা হাদীস। আমি আপনার নানার সিদ্ধান্ত তথা হাদীসের পরিবর্তে যদি কিয়াসকে প্রাধান্য দিতাম তবে বলতাম, যেহেতু মেয়েরা দুর্বল তাই তারা পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তির বেশি অংশ পাবে। এবার ইমাম আযম জানতে চাইলেন, নামায বেশি গুরুত্বপূর্ণ না রোযা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? ইমাম বাকির বললেন, নামায বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম আযম আরয করলেন, আপনার নানার দেয়া সিদ্ধান্ত বা হাদীসকে যদি আমি কিয়াস দ্বারা পরিবর্তন করতাম তবে বলতাম, মহিলারা হায়েযকালীন সময়ে ছেড়ে দেয়া রোযা নয় যেনো নামাযের কাযা করে। ইমাম আযম এবার জানতে চাইলেন, প্রশ্রাব বেশি অপবিত্র না বীর্য বেশি অপবিত্র? ইমাম বাকির বললেন, প্রশ্রাব বেশি অপবিত্র। ইমাম আযম আরয করলেন, যদি আমি হাদীসের পরিবর্তে কিয়াসকে প্রাধান্য দিতাম তবে বলতাম প্রশ্রাব নির্গত হলে গোসল করতে হবে, আর বীর্য নির্গত হলে অযু করলেই চলবে। ইমাম আযমের কথাগুলো শুনে ইমাম বাকির দাঁড়িয়ে তাঁর ললাটে চুম্বন করলেন।

উপরের আলোচনায় পরিস্কার বোঝা গেল যে, যারা বলে ইমাম আবু হানীফা হাদীসের বিপরীতে কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন তাদের কথা সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ইমাম আযমের উপর অকারণে এসব তুহমাত আরোপের হেতু কি? এক কথায় এর উত্তর হচ্ছে- হিংসা। হিংসার কারণেই ইমাম আযমের উপর যুগে যুগে নানা তুহমাত আরোপিত হয়েছে। ইমাম ইবনে হাজার মাক্কী শাফিঈ বলেন-

ولا شك ايضا اباحيفة كان له حساد كثيرون في حياته وبعد مماته<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ইমাম আবু হানীফার জীবনকালে যেরূপ বিপুল সংখ্যক হিংসুক ছিলো, ওফাতের পরও সেরূপ হিংসাকারী বিদ্যমান আছে।

ইমাম আযমের উপস্থিতিতে একদা এক ব্যক্তি ইমাম আ'মাশকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলো। খানিক ইতস্ততঃ করতঃ তিনি আবু হানীফাকে উত্তর দানে আহ্বান জানালেন। তাৎক্ষনিক আবু হানীফা লোকটির জিজ্ঞাসার যথাযথ উত্তর দিলেন। উস্তাদ ইমাম আ'মাশ

১- الامام ابن حجر المكي الشافعي - الخيرات الحسان في مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان - ص ১২৭

অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন- কোথা পেলে এ উত্তর আবু হানীফা? আবু হানীফা সবিনয়ে নিবেদন করলেন-আপনিই তো আমাদের কাছে সাযিদ্‌দুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং সাযিদ্‌দুনা আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত অমুক হাদীস তাঁদের ছাত্রগণসূত্রে বর্ণনা করেছিলেন। এর মাঝেই তো এ জবাবগুলো নিহিত রয়েছে। প্রচন্ড খুশিতে ইমাম আ'মাশ বলে উঠলেন-

يا معشر الفقهاء : انتم الاطباء، ونحن الصيادلة<sup>১</sup>

অর্থ্যাৎ- হে ফকীহগণ! তোমরা হলে চিকিৎসক আর আমরা আমরা হলাম ঔষধ বিক্রেতা।

আলোচনার সমাপ্তি লগ্নে পরিস্কার ভাষায় বলতে চাই যে, গায়ের মুকাল্লিদ বা মাযহাব বিরোধী চক্র বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিতি। দেশ ভেদে তাদের কর্মকৌশলে কিছু ভিন্নতা থাকলেও মূলতঃ তাদের টার্গেট একই। ভারতীয় উপমহাদেশে মাযহাব বিরোধী চক্র আহলে হাদীস নামে পরিচিত। ব্রিটিশ শাসনামলে কোর্টে এফিডেবিটের মাধ্যমে তারা নিজেদের জন্য নাম ঠিক করে নিয়েছিলো আহলে হাদীস। রাজনৈতিক স্বার্থে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে এদেরকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। বিগত কয়েক বছর হলো বৃটেন থেকে কিছু চমকপ্রদ রাজনৈতিক শ্লোগান নিয়ে বাংলাদেশে আমদানী ঘটেছে হিব্বুত তাহরীর নামক সংগঠনের। এটিও মাযহাব বিরোধী চক্রের একটি প্রশাখা। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে সালাফী পরিচয়ে রয়েছে মাযহাব বিরোধীদের শক্ত ঘাটি। যদিও সালাফীগণ নিজেদের হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে প্রচার করে কিন্তু মৌলিকভাবে তারা কোন মাযহাবের অনুসরণের পক্ষপাতি নয়। তাদের প্রচারণা নিতান্তই আই ওয়াস।

লক্ষণীয় যে, মাযহাব বিরোধীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ইমাম আযম আবু হানীফা এবং হানাফী মাযহাব। এর প্রধান কারণ ইল্‌মে ফিকহকে স্বতন্ত্র ইলম হিসেবে প্রতিষ্ঠাকারী মহান ব্যক্তিত্ব ইমাম আযমের উপর থেকে মানুষের আস্থা বিনষ্ট করে হানাফী মাযহাবকে ঠুনকো প্রমাণ করতে পারলে বাকী তিন মাযহাব আপনা থেকেই দুর্বল হয়ে পড়বে।

একথাটি প্রমাণিত সত্য যে, দুনিয়া জুড়ে মাযহাব বিরোধী চক্র যে নামেই থাকুক না কেন এদের মাধ্যমেই যুবমানসে ধর্মীয় উগ্রতা ছড়ায়। ক্ষেত্র বিশেষে জঙ্গীবাদের মূল মদদ দাতা এরাই। এদের প্রতারণা থেকে সরলপ্রাণ মুসলমানকে রক্ষা করার জন্য উলামায়ে কিরামকে এগিয়ে আসতে হবে। হকপন্থী উলামায়ে কিরামের পরামর্শ নিয়ে সরকারেরও এগিয়ে আসা উচিত।

১- الامام ابن حجر مكي شافعي - الخيرات الحسان في مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان - ص ২৫

الامام ملا علي القاري - مناقب الامام ابي حنيفة - ص ৪৮৪

العلامة ظفر احمد العثماني - ابو حنيفة واصحابه المحدثون - ص ১৭



## পরিশিষ্ট ক

### ইমাম আযমের ফিকহী পরিষদ

হিসাব মতে দুনিয়ার অর্ধেকের চেয়েও বেশি মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী। সারা বিশ্বের মাযহাবপন্থী মুসলমানগণের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৬৬% হচ্ছেন হানাফী মাযহাব অনুসারী। আর বাকী তিন মাযহাব (শাফিঈ, মালিকী ও হাম্বলী) মিলে ৩৪%। হানাফী মাযহাবের এত ব্যাপক প্রসারের বিভিন্ন কারণ ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত হয়ে আছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো- ইমাম আযম এককভাবে কোন ফাতাওয়া বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। তাঁর ছাত্রগণের মধ্য থেকে শীর্ষ চল্লিশ জনকে নিয়ে একটি ফিকহী পরিষদ গঠন করেছিলেন। প্রতিটি মাসআলা এই পরিষদের কাছে পেশ করা হতো। কুরআন, হাদীস এ সাহায্যে কিরামের মতামত ইত্যাদি ব্যাপক পর্যালোচনার পর সবার ঐক্যমতে গৃহীত সিদ্ধান্ত ইমাম আযমের কাছে পেশ করা হতো, তিনি প্রয়োজন হলে সংশোধন করে দিতেন। তারপর ইমাম ইয়াহইয়া সেটি লিখে রাখতেন। এভাবেই গড়ে উঠে ফিকহে হানাফী'র বিশাল ভাণ্ডার। এই পরিষদের অনেকেই ছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ। ইমাম আযমের ফিকহী পরিষদ এর চল্লিশ সদস্যের ইত্তিকাল সনের ক্রমানুযায়ী নাম নিম্নে উল্লেখিত হলো।

১. ইমাম যুফার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৫৭ হিজরী)
২. ইমাম মালিক ইবনে মিজওয়াল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৫৯ হিজরী)
৩. ইমাম দাউদ তাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৬০ হিজরী)
৪. ইমাম মানদিল বিন আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৬৮ হিজরী)
৫. ইমাম নাদর বিন আবদুল কারীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৬৯ হিজরী)
৬. ইমাম আমর বিন মাইমুন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭১ হিজরী)
৭. ইমাম হিব্বান বিন আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৩ হিজরী)
৮. ইমাম আবু আসমাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৩ হিজরী)
৯. ইমাম যুহাইর বিন মুআবিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৩ হিজরী)
১০. ইমাম কাসিম বিন মুঈন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৫ হিজরী)
১১. ইমাম হাম্মাদ বিন ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৬ হিজরী)
১২. ইমাম হাইবাজ বিন বুস্তাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৭ হিজরী)
১৩. ইমাম শারীক বিন আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৮ হিজরী)
১৪. ইমাম আফিয়া বিন ইয়াযীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮০ হিজরী)
১৫. ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮১ হিজরী)
১৬. ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮২ হিজরী)

১৭. ইমাম মুহাম্মাদ বিন নূহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮২ হিজরী)
১৮. ইমাম হুশাইম বিন বাশীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৩ হিজরী)
১৯. ইমাম আবু সাঈদ ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৪ হিজরী)
২০. ইমাম ফুদাইল বিন আয়াদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৭ হিজরী)
২১. ইমাম আসাদ বিন হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৮ হিজরী)
২২. ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৯ হিজরী)
২৩. ইমাম আলী বিন মুসাহির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৯ হিজরী)
২৪. ইমাম ইউসুফ বিন খালিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৯ হিজরী)
২৫. ইমাম আবদুল্লাহ বিন ইদরীস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯২ হিজরী)
২৬. ইমাম আলী বিন তিবইয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯২ হিজরী)
২৭. ইমাম ফাদাল বিন মূসা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯২ হিজরী)
২৮. ইমাম হাফস বিন গিয়াছ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৪ হিজরী)
২৯. ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৭ হিজরী)
৩০. ইমাম হিশাম বিন ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৭ হিজরী)
৩১. ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৮ হিজরী)
৩২. ইমাম শুআইব বিন ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৮ হিজরী)
৩৩. ইমাম আবু হাফস বিন আবদুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৯ হিজরী)
৩৪. ইমাম আবু মূতী বালাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৯ হিজরী)
৩৫. ইমাম খালিদ বিন সুলাইমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৯ হিজরী)
৩৬. ইমাম আবদুল হামীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ২০৩ হিজরী)
৩৭. ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ২০৪ হিজরী)
৩৮. ইমাম আবু আসীম নাবীল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ২১২ হিজরী)
৩৯. ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ২১৫ হিজরী)
৪০. ইমাম হাম্মাদ বিন দালীল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ২১৫ হিজরী)

সূত্র:

- ১। মাওলানা মুফতি হাম্মাদুল্লাহ ওহীদ- তারীখুল ফিকহি ওয়াল ফুকাহা পৃঃ ৭৩-৭৪
- ২। ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইফাবা পৃঃ ৯৮-৯৯। (আল জাওয়াহিরুল মুদিয়া'র বরাতে)

পরিশিষ্ট খ

### ইমাম আযমের ব্যবহৃত জামা

ইমাম আযম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যবহৃত এ মুবারক জামাটি তুরস্কের ইস্তাম্বুলের তুপকাপে মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

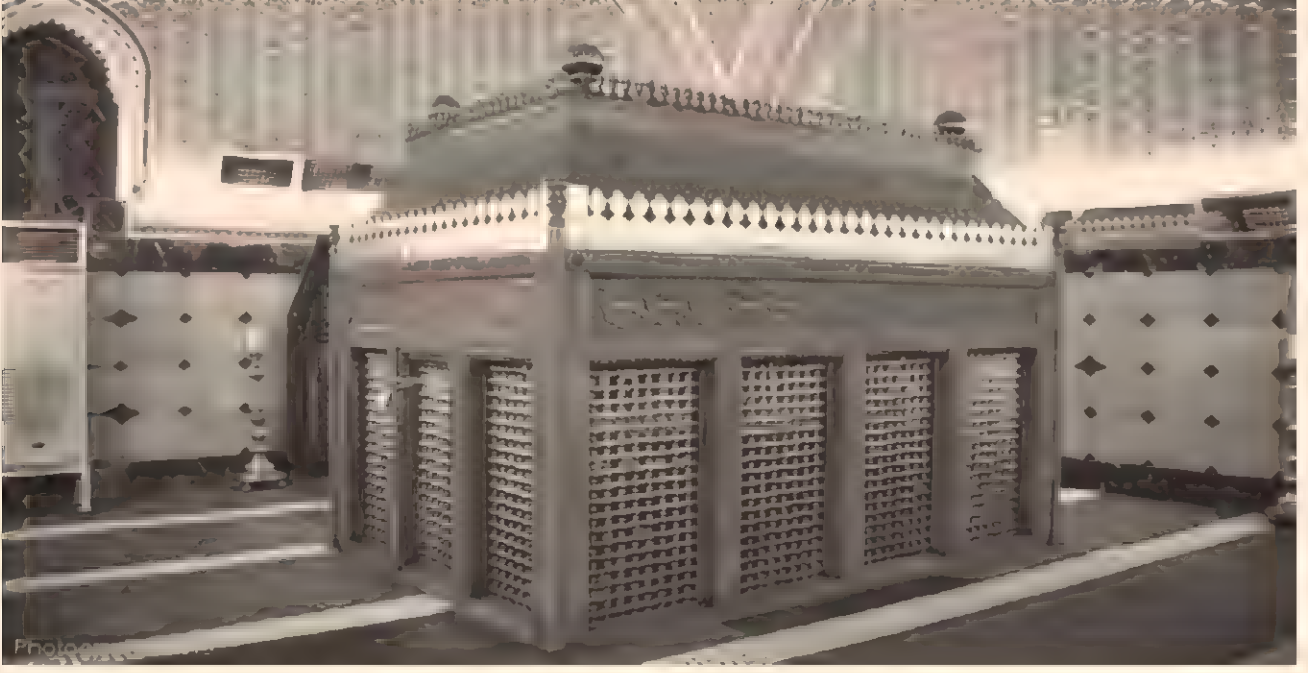




## পরিশিষ্ট গ

### ইমাম আযমের রওয়ার ছবি

ইরাকের রাজধানী শহর বাগদাদে ইমাম আযমের রওয়া শরীফ অবস্থিত; পরবর্তীতে এই এলাকার নামকরণ করা হয় আযামিয়া।



ইমাম ইবন হাজার মাক্কী শাফিঈ স্বীয় আল খাইরাতুল হিসান কিতাবে বলেন-

فى تأدب الائمة معه فى مماته كما هو فى حياته وان قبره يزار لقضاء الحوائج

اعلم انه لم يزل العلماء وذوو الحاجات يزورون قبره ويتوسلون عنده فى قضاء حوائجهم ويرون نجاح ذلك، منهم الامام الشافعى رحمه الله لما كان ببغداد، فانه جاء عنه قال انى لأتبرك بأبى حنيفة واجيئ الى قبره فاذا عرضت لى حاجة صليت ركعتين وجئت الى قبره وسألت الله عنه فتقضى سريعا۔

الامام ابن حجر المكى الشافعى۔ الخيرات الحسان مناقب الامام الا عظم ابى حنيفة النعمان۔ ص ১২৭

অর্থাৎ : মৃত্যুর আগে ও পরে ইমাম আবু হানীফার প্রতি ইমামগণের শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং উদ্দেশ্যপূরণের জন্য তাঁর কবর জিয়ারত।

জেনে রাখুন, উলামায়ে কিরাম ও প্রয়োজন পূরণে প্রত্যাশীগণ স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ইমাম আবু হানীফার কবর জিয়ারত করতেন এবং হাজত পূরণের জন্য তার উসিলা নিয়ে দোয়া করতেন। এ সম্পর্কিত নিজেদের অভিজ্ঞতার কথাও বর্ণনা করতেন। ইমাম শাফিঈ'র বাগদাদ অবস্থানকালীন সময়ের কথা বর্ণিত আছে; তিনি বলেন, আমি আবু হানীফার কবরে আসতাম এবং তাঁর দ্বারা বরকত হাসিল করতাম। যখনই আমার কোন হাজত দেখা দিত আমি দু'রাকাত নামায আদায় করে আবু হানীফার কবরে চলে আসতাম এবং তাঁর উসিলা নিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতাম। তাৎক্ষনিক আমার হাজত পূরণ হয়ে যেতো।

সূত্র : ইমাম ইবনু হাজার মাক্কী শাফিঈ - আল খাইরাতুল হিসান, পৃষ্ঠা ১২৯

## اسنادى إلى الامام الاعظم أبى حنيفة رضى الله عنه

اروى اجازة عن فضيلة الشيخ صاحب التاليفات محدث الحجاز الامام الدكتور السيد محمد بن علوى بن عباس المالكى الحسنى (١٤٢٥ - ١٣٥٨هـ) (وهو اجازنى فى بيته حيث كنت بمكة مع والدى فى موسم الحج سنة ١٩٩٩م)

عن الشيخ محمد زكريا الكاندهلوى الحنفى والشيخ محمد ادريس الحنفى كلاهما عن الشيخ خليل احمد السهرانפורى الحنفى عن الشيخ عبدالغنى بن ابى سعيد الدهلوى الحنفى عن الشيخ محمد عابد الحنفى عن الشيخ يوسف بن محمد الحنفى عن ابيه الشيخ محمد بن علاء الدين المزجاجى الحنفى عن الشيخ حسن بن على العجيمى الحنفى عن الشيخ خير الدين الرملى الحنفى عن الشيخ محمد بن السراج الحانوتى الحنفى عن الشيخ احمد بن الشلبى الحنفى عن الشيخ ابراهيم الكركى الحنفى عن الشيخ امين الدين يحيى بن محمد الاقسرائى الحنفى عن الشيخ محمد بن محمد البخارى الحنفى عن الشيخ حافظ الدين محمد بن محمد بن على الطاهرى الحنفى عن الشيخ صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفى عن جده تاج الشريعة الشيخ محمود الحنفى عن والده صدر الشريعة الشيخ احمد الحنفى عن الشيخ ابى جمال الدين عبيد الله ابراهيم المحبوبى الحنفى عن الشيخ محمد بن ابى بكر البخارى الحنفى عرف بامام زاده عن الشيخ ابى الفضائل شمس الائمة ابى بكر محمد الزرنجى الحنفى عن الشيخ ابى على الخضر بن على النسفى الحنفى عن الشيخ ابى بكر محمد بن فضل البخارى الحنفى عن الشيخ الاستاذ عبد الله بن محمد الحارث الحنفى عن الشيخ ابى حفص الصغير محمد الحنفى عن ابيه الامام ابى حفص الكبير احمد بن حفص البخارى الحنفى عن الامام محمد بن الحسن الشيبانى الحنفى عن الامام الاعظم ابى حنيفة نعمان بن ثابت الكوفى (المتوفى ١٥٠هـ) رضى الله عنه۔

وكذلك اروى اجازة عن شيخ الاسلام الدكتور محمد طاهر القادري الحنفى حفظه الله (وهو اجازنى لما زرتة مع والدى فى بيت الحاج عبدالغفور بشرق لندن فى سنة ٢٠٠٥م) عن والده الشيخ المحدث الدكتور فريد الدين القادري الحنفى عن الشيخ عبد الهادى الانصارى الحنفى واخيه الكبير

الشيخ عبد الباقي بن علي محمد بن الانصاري المحدث اللكنوي الحنفي عن  
 الشيخ الامام ابي الحسنات محمد عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي الحنفي  
 والشيخ السيد علي بن طاهر الوترى كلهما عن الشيخ عثمان بن محمد  
 الميرغني المكي الحنفي ومحدث الحجاز الشيخ محمد عابد بن احمد  
 السندي المدني الحنفي كلاهما عن الشيخ يوسف بن محمد المزجاجي  
 الحنفي عن ابيه الشيخ حسن بن علي العجيمي الحنفي عن الشيخ خير بن  
 احمد بن علي الرملي الحنفي (صاحب الفتاوى الخيرية) عن الشيخ محمد بن  
 السراج الحانوتي الحنفي (صاحب الفتاوى) عن الشيخ احمد بن الشلبي  
 الحنفي عن الشيخ ابراهيم بن عبد الرحمن الكركي الحنفي عن الشيخ يحيى  
 بن محمد الاقصرائي الحنفي عن الشيخ محمد بن محمد البخاري الحنفي  
 عن الشيخ حافظ الدين محمد بن محمد بن علي الطاهري الحنفي عن الشيخ  
 صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي عن جده تاج الشريعة الشيخ  
 محمود بن احمد الحنفي عن والده صدر الشريعة الشيخ احمد الحنفي عن  
 الشيخ ابي جمال الدين عبيد الله ابراهيم المحبوبي الحنفي عن الشيخ محمد  
 بن ابي بكر البخاري عرف بامام زاده الحنفي عن الشيخ ابي الفضائل شمس  
 الائمة ابي بكر محمد الزرنجي الحنفي عن شمس الائمة ابي بكر محمد بن  
 ابي بكر بن ابي سهل السرخسي الحنفي (صاحب المبسوط) عن شمس  
 الائمة عبد العزيز احمد الحلواني الحنفي عن ابي الخضر بن علي النسفي  
 الحنفي عن ابي بكر محمد بن فضل البخاري الحنفي عن الاستاذ عبد الله بن  
 محمد الحارث الحنفي عن ابي حفص الصغير محمد الحنفي عن ابيه ابي  
 حفص الكبير احمد بن حفص البخاري الحنفي عن الامام الهمام محمد بن  
 حسن الشيباني عن الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي  
 (المتوفى ٥١٥٠هـ) نور الله مرقده ونفعنا بعلومه.

وكذلك اروي اجازة عن فضيلة الشيخ المفتي محمد رفيع العثماني بن فضيلة  
 الشيخ المفتي الاكبر لباكستان محمد شفيع (وهو اجازني لما لقيته بكلية  
 ابراهيم، بشرق لندن في سنة ٢٠١١م) عن الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي  
 عن الشيخ خليل احمد السهرانفوري عن الشيخ عبد الغني بن ابي سعيد  
 الدهلوي الحنفي عن الشيخ محمد عابد الحنفي عن الشيخ يوسف بن محمد  
 الحنفي عن ابيه الشيخ محمد بن علاء الدين المزجاجي الحنفي عن الشيخ



حسن بن على العجيمى الحنفى عن الشيخ خير الدين الرملى الحنفى عن  
الشيخ محمد بن السراج الحانوتى الحنفى عن الشيخ احمد بن الشلبى  
الحنفى عن الشيخ ابراهيم الكركى الحنفى عن الشيخ امين الدين يحيى بن  
محمد الاقسراى الحنفى عن الشيخ محمد بن محمد البخارى الحنفى عن  
الشيخ حافظ الدين محمد بن على الطاهرى الحنفى عن الشيخ صدر الشريعة  
عبيد الله بن مسعود الحنفى عن جده تاج الشريعة الشيخ محمود الحنفى عن  
والده صدر الشريعة الشيخ احمد الحنفى عن الشيخ ابى جمال الدين عبيد الله  
ابراهيم المحبوبى الحنفى عن الشيخ محمد بن ابى بكر البخارى الحنفى  
عرف بامام زاده عن الشيخ ابى الفضائل شمس الائمة ابى بكر محمد  
الزرنجى الحنفى عن الشيخ ابى على الخضر بن على النسفى الحنفى عن الشيخ  
ابى بكر محمد بن فضل البخارى الحنفى عن الشيخ الاستاذ عبد الله بن  
محمد الحارث الحنفى عن الشيخ ابى حفص الصغير محمد الحنفى عن ابيه  
الامام ابى حفص الكبير احمد بن حفص البخارى الحنفى عن الامام محمد  
بن الحسن الشيبانى الحنفى عن الامام الاعظم ابى حنيفة النعمان بن ثابت  
الكوفى (المتوفى ٥١٥٠هـ) رضى الله عنه.

### كتبه

#### احقر العباد

محمد عبد الاول هلال بن

قدوة الفضلاء، استاذ العلماء، فخر المحدثين

شيخ الحديث العلامة محمد حبيب الرحمن بن مولانا ممتاز على رحمه الله  
سلهت، بنغلاديش.

☆ الامام الدكتور السيد محمد بن علوى المالكى المكى رحمه الله  
الطالع السعيد المنتخب من المسلسلات والاسانيد.

☆ شيخ الاسلام الدكتور محمد طاهر القادرى حفظه الله  
الانوار المحمدية فى اسانيد الحنفية.

☆ الشيخ المفتى الاكبر مولانا محمد رفيع العثمانى حفظه الله  
الفضل الربانى فى اسانيد محمد رفيع العثمانى.

গ্রন্থপঞ্জি

## المآخذ والمراجع

عربی آربی

١- الامام الحافظ ابى عبد الله محمد بن حسن الشيبانى المتوفى ٥١٨٩ هـ

كتاب الآثار

ادارة القرآن، كراتشى، باكستان ١٤١٩ هـ

٢- الامام العلامة المحدث صدر الدين موسى بن زكريا الحصكفى المتوفى

٥٦٥٠ هـ

مسند الامام الاعظم

ترتيب: لخاتمة الحفاظ محدث الحجاز محمد عابد السندى الانصارى

المتوفى ٥١٢٥٧ هـ

اصح المطابع، كراتشى، باكستان دون تاريخ

٣- الامام ابى محمد عبد الله بن محمد ابن الحارث الحارثى المتوفى ٥٣٤٠ هـ

مسند ابى حنيفة

علق عليه وخرج احاديثه : فضيلة الشيخ لطيف الرحمن البهرائجى القاسمى

المكتبة الامدادية، مكة المكرمة، ٥١٤٣٠ هـ

٤- الامام يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر المالكى المتوفى ٥٤٦٣ هـ

الانتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء

اعتنى به : الشيخ عبد الفتاح ابو غدة المتوفى ٥١٤١٧ هـ

المكتبة الغفورية العاصمية ، كراتشى، باكستان، ٥١٤١٦ هـ

٥- الامام يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر المالكي المتوفى ٤٦٣ هـ  
جامع بيان العلم وفضله

تحقيق : مسعد عبد الحميد محمد السعدني  
دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ٢٠٠٧ م

٦- الامام الحافظ ابي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي المتوفى ٧٤٨ هـ  
مناقب الامام ابي حنيفة وصاحبيه ابي يوسف ومحمد بن حسن  
علق عليه: الشيخ محمد زاهد الكوثري، والشيخ ابو الوفاء الافغاني  
لجنة اهياء المعارف النعمانية، حيدرآباد دكن، الهند، ١٤١٩ هـ

٧- الامام الحافظ ابي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي المتوفى ٧٤٨ هـ  
ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل  
دارالبشائر، بيروت، لبنان، ١٤١٠ هـ

٨- الامام الحافظ ابي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي المتوفى ٧٤٨ هـ  
تذكرة الحفاظ  
احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ١٣٧٣ هـ

٩- الامام الحافظ ابي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي المتوفى ٧٤٨ هـ  
ميزان الاعتدال في نقد الرجال  
دار المعرفة، بيروت، لبنان دون تاريخ

١٠- الامام الحافظ ابي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي المتوفى ٧٤٨ هـ  
سير اعلام النبلاء  
المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ٢٠١٠ م



١١ - الامام الحافظ ابي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي المتوفى ٧٤٨ هـ  
الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة  
دار القبلة للثقافة الاسلامية، جده، المملكة العربية السعودية - ١٤١٣ هـ

١٢ - الامام الحافظ ابي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي المتوفى ٧٤٨ هـ  
تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام  
دار الكتب العربي، بيروت، لبنان، ١٩٦٢ م

١٣ - امام الهند شاه ولي الله الدهلوي المتوفى ١١٧٦ هـ  
الانصاف في بيان اسباب الاختلاف  
دار النفائس، بيروت، لبنان، ١٣٩٧ هـ

١٤ - الشيخ عبد الفتاح ابو غده المتوفى ١٤١٧ هـ  
لمحات من تاريخ السنة وعلوم التاريخ  
دار البشائر الاسلامية، بيروت، ٢٠٠٨ م

١٥ - الشيخ الدكتور عجاج الخطيب الحسيني  
السنة قبل التدوين  
دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٩٨١ م

١٦ - الامام ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد ابن خلكان المتوفى ٤٦٣ هـ  
وفيات الاعيان وانباء الزمان  
دار الثقافة، بيروت، لبنان، ١٩٨٦ م

١٧ - الامام محمد بن عبد الغنى المعروف بابن النقطة الحنبلى المتوفى ٦٢٩هـ

**التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد**

تحقيق: كمال يوسف الحوت

دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٩٨٨م

١٨ - الامام ابو القاسم عبد الله بن محمد بن احمد بن يحيى بن الحارث

السعدى المعروف بابن ابى العوام المتوفى ٣٣٥هـ

**فضائل ابى حنيفة واخباره ومناقبه**

اعتناء: الشيخ لطيف الرحمن القاسمى

المكتبة الامدادية، مكة المكرمة، ٢٠١٠م

١٩ - الامام ابى حاتم محمد بن حبان بن احمد التميمى البستى المتوفى ٣٥٤هـ

**مشاهير علماء الامصار**

دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٩٥٩م

٢٠ - الامام ابى حاتم محمد بن حبان بن احمد التميمى البستى المتوفى ٣٥٤هـ

**كتاب الثقات**

دارالفكر، بيروت، لبنان، ١٩٧٩م

٢١ - الامام الحافظ ابو الفضل شهاب الدين احمد بن على ابن حجر العسقلانى

المتوفى ٨٥٢هـ

**الايثار لمعرفة رواة الاثار**

تحقيق: سيد كسروى حسن

دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٣هـ

٢٢ - الامام الحافظ ابو الفضل شهاب الدين احمد بن علي ابن حجر العسقلاني  
المتوفى ٨٥٢هـ

**تعجيل المنفعة بزوائد رجال الائمة الاربعة**  
دارالكتب العربي، بيروت، لبنان، دون تاريخ

٢٣ - الامام الحافظ ابو الفضل شهاب الدين احمد بن علي ابن حجر العسقلاني  
المتوفى ٨٥٢هـ

**تهذيب التهذيب**

دارالفكر، بيروت، لبنان، ١٤٠٤هـ

٢٤ - الامام الحافظ ابو الفضل شهاب الدين احمد بن علي ابن حجر العسقلاني  
المتوفى ٨٥٢هـ

**هدى السارى مقدمة فتح البارى**

دارالمعرفة، بيروت، لبنان، دون تاريخ

٢٥ - الامام ابو عبد الله محمد بن ابي بكر ايوب زرعى ابن قيم المتوفى ٧٥١هـ

**اعلام الموقعين عن رب العالمين**

دارالجليل، بيروت، لبنان، ١٩٧٣م

٢٦ - الامام جلال الدين ابو بكر السيوطى المتوفى ٩١١هـ

**تبييض الصحيفة فى مناقب ابي حنيفة**

تحقيق: محمود محمد محمود حسن نصار

دارالكتب العربي، بيروت، لبنان، ١٤١٠هـ

٢٧ - الامام جلال الدين ابو بكر السيوطى المتوفى ٩١١هـ

**تبييض الصحيفة فى مناقب ابي حنيفة**

علق عليه: الشيخ المفتى عاشق الهى البرنى

دارالقرآن، كراتشى، باكستان، ١٤١١هـ



٢٨- الامام جلال الدين ابو بكر السيوطي المتوفى ٩١١هـ  
تدريب الراوى شرح تقريب النوى  
احياء التراث العربى، بيروت، لبنان، ٢٠٠١م

٢٩- الامام مفتى الحجاز شهاب الدين احمد بن حجر الهيتمى المكي  
المتوفى ٩٧٣هـ  
الخيرات الحسان فى مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة النعمان  
قدم له وحققه: الشيخ خليل محى الدين الميس  
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٣هـ

٣٠- الامام مفتى الحجاز شهاب الدين احمد بن حجر الهيتمى المكي  
المتوفى ٩٧٣هـ  
الخيرات الحسان فى مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة النعمان  
علق عليه: الشيخ المفتى عاشق الهى البرنى  
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١١هـ

٣١- الشيخ السيد عفيفى  
حياة الامام ابى حنيفة  
دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ١٩٦٢م

٣٢- السلطان الملك ابو المظفر عيسى بن سيف الدين المتوفى ٦٢٤هـ  
السهم المصيب فى كبد الخطيب  
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان دون تاريخ

٣٣- الشيخ مجد الدين احمد بن المهدي السيواسى  
مناقب الامام الاعظم  
دار السعادة، استانبول، ١٣٤٥هـ

٣٤- الامام نور الدين بن سلطان ملاعلى القارى المكى الحنفى المتوفى  
٥١٠١٤

شرح مسند الامام ابى حنيفة  
قدم له: الشيخ خليل محى الدين الميس  
دار الكتب العلمة، بيروت، لبنان دون تاريخ

٣٥- الامام نور الدين بن سلطان ملاعلى القارى المكى الحنفى المتوفى  
٥١٠١٤

مناقب الامام الاعظم  
مير محمد كتب خانه، كراتشى، باكستان دون تاريخ

٣٦- الامام بدر الدين ابو محمد محمود بن احمد العينى المتوفى ٨٥٥هـ  
عمدة القارى شرح صحيح البخارى  
دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٣٩٩هـ

٣٧- الامام ابو عبد الله محمد بن يوسف الصالحى الدمشقى المتوفى ٩٤٢هـ  
عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة النعمان  
مكتبة الشيخ، حيدرآباب دكن، الهند، ١٣٩٤هـ

٣٨- الفقيه المحدث المؤرخ عبد القادر بن ابى الوفاء القرشى المتوفى ٧٧٥هـ  
الجواهر المضية فى طبقات الحنفية  
اعتنى به: محمد عبد الله الشريف  
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٢٠٠٥م

٣٩- الامام ابو الفداء اسماعيل بن عمر ابن كثير المتوفى ٧٧٤هـ  
البداية والنهاية  
دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤٠١هـ

٤٠- الامام السيد ابو الفيض محمد بن محمد بن محمد مرتضى الزبيدي  
الحسيني المتوفى ١٢٠٥هـ  
عقود الجواهر المنيقة في ادلة مذهب الامام ابي حنيفة مما واقف فيه  
الائمة الاربعة الستة او احدهم  
ايح ايم سعيد كمبني، كراتشي، باكستان دون تاريخ

٤١- الامام ابو المؤيد محمود بن محمد الخوارزمي المتوفى ٦٦٥هـ  
جامع مسانيد الامام  
نسخة مايكرو فلم، من المكتبة البريطانية- لندن

٤٢- العلامة الشيخ عبد الرشيد النعماني المتوفى ١٤٢٠هـ  
مكانة الامام ابي حنيفة في الحديث  
اعتنى به : الشيخ عبد الفتاح ابي غدة  
مكتبة المطبوعات الاسلامية، حلب، بيروت، لبنان، ١٤٢٨هـ

٤٣- العلامة الشيخ عبد الرشيد النعماني المتوفى ١٤٢٠هـ  
الامام ابن ماجه و كتابه السنن  
اعتنى به : الشيخ عبد الفتاح ابي غدة  
مكتبة المطبوعات الاسلامية، حلب، بيروت، لبنان، ١٤١٩هـ

٤٤- الشيخ محمد نور سويد  
الامام ابو حنيفة النعمان محدثا في كتب المحدثين  
قدم له : الدكتور عناية الله ابلاغ، الدكتور محمود طحان، الدكتور محمد  
فوزي فيض الله  
دار البيان، الكويت- ١٤٢٤هـ



٤٥- الشيخ الدكتور محمد قاسم عبده الحارثي

مكانة الامام ابى حنيفة بين المحدثين

قرظه : الشيخ عبد الرشيد النعماني

ادارة القرآن والعلوم الاسلامية، كراتشي، باكستان، ١٤٢١ هـ

٤٦- الدكتور احمد سعيد حوى (استاذ جامعة الزرقاء الاهلية)

المدخل الى مذهب الامام ابى حنيفة النعمان

دار الاندلس، جده، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٢ م

٤٧- الامام ابو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى الهندى

المتوفى ١٣٠٤ هـ

الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل

حققه وخرج نصوصه وعلق عليه : الشيخ عبد الفتاح ابو غده المتوفى

١٤١٧ هـ

دار السلام بالقاهرة، مصر، ١٤٢١ هـ

٤٨- الامام ابو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى الهندى المتوفى ١٣٠٤ هـ

التعليق الممجد على مؤطا محمد

قديمى كتب خانه، كراتشي، باكستان دون تاريخ

٤٩- الامام ابو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى الهندى المتوفى ١٣٠٤ هـ

الاجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة

وعليه : التعليقات الحافلة على الاجوبة الفاضلة

بقلم : الشيخ عبد الفتاح ابو غده

مكتبة المطبوعات الاسلامية، دار السلام، حلب، ٢٠٠٩ م

٥٠- الامام ابو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى الهندى المتوفى ١٣٠٤هـ  
النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير (شرح الجامع الصغير للامام محمد)  
ادارة القرآن والعلوم الاسلامية، كراتشى، باكستان، ١٩٩٠م

٥١- الامام ابو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى الهندى المتوفى ١٣٠٤هـ  
الفوائد البهية فى تراجم الحنفية  
نور محمد كارخانه تجارت، كراتشى، باكستان، ١٣٩٣هـ

٥٢- الدكتور عبد الرحمن رافت الباشا  
صور من حياة التابعين  
المكتبة الغفورية العاصمية، كراتشى، باكستان دون تاريخ

٥٣- الشيخ الدكتور اسعد محمد سعيد الصاغر جى (فقيه الشام فى عصرنا هذا)  
الفقه الحنفى وادلته  
دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ٢٠٠٣م

٥٤- العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون بن محمد بن خلدون المتوفى  
٧٣٢هـ

مقدمة ابن خلدون  
دار الجليل، بيروت، لبنان دون تاريخ

٥٥- الامام كمال الدين احمد بن القاضى حسام الدين البياض الحنفى  
الاصول المنيفة للامام ابى حنيفة  
قدم له وضبطه ووضع حواشيه: محمد عبد الرحمن الشاغل  
المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، مصر دون تاريخ

٥٦ - الامام المحدث محمد زاهد بن الحسن الكوثري المتوفى ١٣٧١ هـ  
تانيب الخطيب على ماساقه في ترجمة ابي حنيفة من الاكاذيب  
ويليه : الترحيب بنقد التأنيب

المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، مصر، ٢٠٠٦ م

٥٧ - الامام المحدث محمد زاهد بن الحسن الكوثري المتوفى ١٣٧١ هـ  
النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن ابي شيبة على ابي حنيفة  
المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، مصر، ٢٠٠٠ م

٥٨ - الامام المحدث محمد زاهد بن الحسن الكوثري المتوفى ١٣٧١ هـ  
فقه اهل العراق وحديثهم

تحقيق : الشيخ عبد الفتاح ابو غدة المتوفى ١٤١٧ هـ  
المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، مصر، ٢٠٠٢ م

٥٩ - الامام المحدث محمد زاهد بن الحسن الكوثري المتوفى ١٣٧١ هـ  
حسن التقاضى فى سيرة الامام ابي يوسف القاضى  
المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، مصر

٦٠ - الامام المحدث محمد زاهد بن الحسن الكوثري المتوفى ١٣٧١ هـ  
لمحات النظر فى سيرة الامام زفر  
المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، مصر دون تاريخ

٦١ - الامام المحدث محمد زاهد بن الحسن الكوثري المتوفى ١٣٧١ هـ  
بلوغ الامانى فى سيرة الامام محمد بن حسن الشيبانى  
المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، مصر دون تاريخ



٦٢- الامام المحدث محمد زاهد بن الحسن الكوثري المتوفى ١٣٧١هـ  
الحاوى فى سيرة الامام ابى جعفر الطحاوى  
المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، مصر دون تاريخ

٦٣- الامام المحدث محمد زاهد بن الحسن الكوثري المتوفى ١٣٧١هـ  
مقدمات الامام الكوثري  
المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، مصر، ٢٠٠٦م

٦٤- الشيخ الدكتور مصطفى السباعى المتوفى ١٩٦٢م  
السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى  
دار الوراق، بيروت، لبنان، ٢٠٠٧م

٦٥- الشيخ عبد العزيز الشناوى  
الائمة الاربعة  
مكتبة الايمان، المنصورة، ٢٠٠٦م

٦٦- الشيخ عبد العزيز يحيى السعدى  
الامام الاعظم ابو حنيفة والثنائيات فى مسانيدہ  
تقديم: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم النعمانى، فضيلة الشيخ نور الدين عتر  
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٢٠٠٥م

٦٧- الشيخ مناع خلیل القطان  
تاريخ التشريع الاسلامى، التشريع الفقه  
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ٢٠٠٢م

٦٨- محمد مفيض الرحمن بن احمد حسين الشاتغامي  
تدوين مذهب الاحناف واصوله في الحديث  
زمزم پبلشرز، كراتشي، باكستان، ١٤٢٤هـ

٦٩- العلامة المحدث محمد حسن السنبلی المتوفى ١٣٠٥هـ  
تنسيق النظام في مسند الامام  
اصح المطابع وکارخانه تجارت، كراتشي، باكستان دون تاريخ

٧٠- الامام ابو المواهب عبد الوهاب بن احمد بن علي الانصاري الشافعي  
المعروف بالشعراني المتوفى ٩٧٣هـ  
الطبقات الكبرى  
ضبطه وصححه: خليل المنصور  
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٩٩٧م

٧١- الامام ابو المواهب عبد الوهاب بن احمد بن علي الانصاري الشافعي  
المعروف بالشعراني المتوفى ٩٧٣هـ  
الميزان الكبرى  
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٩٩٨م

٧٢- الامام جمال الدين ابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف  
بابن الجوزي المتوفى ٥٩٧هـ  
صفة الصفوة  
تحقيق: حازم القاض  
مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض، المملكة العربية  
السعودية، ٢٠٠٥م

٧٣- الامام ابي عبد الله محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى ٥٩٠٦ هـ

**فتح المغيـث بشرح الفية الحديث للعراقي**

شرح وتحقيق: رضوان جامع رضوان

مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض، المملكة العربية  
السعودية، ٢٠٠٥ م

٧٤- الامام القاضي ابي زكريا يحيى بن ابراهيم بن احمد بن محمد

السلامسى الفقيه المتوفى ٥٥٥٠ هـ

**كتاب فيه منازل الائمة الاربعة**

علق عليه: ابويحيى عبد الله الكندري

دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ١٩٩٩ م

٧٥- العلامة الحافظ محمد عبد الاول جون فوري المتوفى ١٣٣٣ هـ

**النوادر المنيفة فى مناقب الامام ابي حنيفة**

اعظم المطابع، جون فور، الهند، ١٨٩٣ م

٧٦- الامام ابو المظفر جمال الدين يوسف بن فرغل بن عبد الله البغدادي سبط

ابن الجوزى المتوفى ٦٥٤ هـ

**الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح**

شرح وتعليق: الامام محمد زاهد الكوثري المتوفى ١٣٧١ هـ

المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، مصر، ١٩٩٥ م

٧٧- الامام ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم المتوفى ٤٠٥ هـ

**تسمية من اخرجهـم البخارى ومسلم**

مؤسسة الكتب، بيروت، لبنان، ١٤٠٧ هـ



٧٨- الامام ابو بكر احمد بن علي بن ثابت بن احمد الخطيب البغدادي  
المتوفى ٤٦٣هـ

**تاريخ بغداد**

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان دون تاريخ

٧٩- الامام ابو بكر احمد بن علي بن ثابت بن احمد الخطيب البغدادي  
المتوفى ٤٦٣هـ

**الجامع لاخلاق الراوى واداب السامع**

مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ١٤٠٣هـ

٨٠- الامام ابو بكر احمد بن علي بن ثابت بن احمد الخطيب البغدادي  
المتوفى ٤٦٣هـ

**الرحلة في طلب الحديث**

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٣٩٥هـ

٨١- الشيخ مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة المتوفى ١٠٦٧هـ

**كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون**

دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٩٦٨م

٨٢- الامام جمال الدين ابو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي  
المتوفى ٧٦٢هـ

**نصب الراية لاحاديث الهداية**

دار نشر الكتب الاسلامية- لاهور، باكستان

٨٣- الامام ابو عبد الله محمد ابن سعد المتوفى ٢٣٠هـ  
الطبقات الكبرى

دار الصادر، بيروت ، لبنان دون تاريخ

٨٤- الامام حسين بن على الصميرى المتوفى ٤٣٦هـ  
اخبار ابى حنيفة واصحابه (الطبعة الثانية)  
عالم الكتب، بيروت ، لبنان، ١٩٨٠م

٨٥- الدكتور احمد محمد نور يوسف

يحيى بن معين و كتابه التاريخ

مركز البحث العالمى و احياء التراث الاسلامى ، مكة المكرمة، ١٩٧٩م

٨٦- الامام محمد بن محمد شهاب ابن بزار الكردى المتوفى ٨٢٧هـ  
مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة  
مكتبة الاسلامية، كوئته، باكستان، ١٤٠٧هـ

٨٧- الامام محمد ابو زهرة

ابو حنيفة : حياته وعصره و ارائه وفقهه

دار الفكر العربى ، القاهرة، مصر، ١٩٩٧م

٨٨- الامام محمد ابو زهرة

اعلام العلماء قدماء و معاصرين

اعتنى به : مجد احمد مكى

دار الفتح للدراسات و النشر- عمان، الاردن، ٢٠٠٩م

٨٩- الامام موفق ابن احمد بن محمد المكي المتوفى ٥٥٦٨ هـ  
مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة  
مكتبة الاسلامية، كوثته، باكستان، ١٤٠٧ هـ

٩٠- الشيخ ظفر احمد العثماني المتوفى ١٣٩٤ هـ  
ابو حنيفة واصحابه المحدثون  
ادارة القرآن والعلوم الاسلامية، كراتشي، باكستان، ١٤١٤ هـ

٩١- الشيخ ظفر احمد العثماني المتوفى ١٣٩٤ هـ  
قواعد في علوم الحديث  
علق عليه: الشيخ عبد الفتاح ابو غده  
ادارة المطبوعات الاسلامية، حلب، سوريا، ١٤١٤ م

٩٢- الشيخ عبد الحليم الجندی  
ابو حنيفة بطل الحرية والتسامح  
دار سعد للطباعة والنشر، ١٩٤٥ م

٩٣- الشيخ محمد عومة  
اثر الحديث الشريف في اختلاف ائمة الفقهاء  
دار القبلة للثقافة الاسلامية، جدة، السعودية، ١٤١٠ هـ

٩٤- العلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي الكرمي المتوفى ١٠٣٣ هـ  
كتاب تنوير بصائر المقلدين في مناقب الائمة المجتهدين  
تحقيق: عبد الله الكندري  
دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ١٩٩٧ م

۹۵۔ مولی تقی الدین بن عبد القادر التیمی الداری الغزی المصری الحنفی  
المتوفی ۱۰۰۵ھ

الطبقة السنية فی تراجم الحنفية  
تحقیق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو  
دار الرفاعی، الرياض، السعودية، ۱۹۸۳م

اردو کاغذ

۹۶۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری  
امام ابو حنیفہ امام الائمة فی الحدیث (جلد اول)  
منہاج القرآن پبلیکیشنز، لاہور، پاکستان، ۲۰۰۷م

۹۷۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری  
تذکرہ مسانید امام اعظم  
منہاج القرآن پبلیکیشنز، لاہور، پاکستان، ۲۰۰۸م

۹۸۔ حضرت شاہ ابو الحسن زید فاروقی مجددی  
سوانح امام اعظم ابو حنیفہ  
الفاروق بک فاؤنڈیشن، لاہور، پاکستان، ۲۰۰۳م

۹۹۔ شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی، متوفی ۱۹۱۴م  
سیرۃ النعمان  
دار الاشاعت، کراچی، پاکستان، ۱۴۱۲ھ

۱۰۰۔ مولانا محمد اویس سرور  
ائمہ اربعہ کے دلچسپ واقعات  
بیت العلوم، لاہور، پاکستان



۱۰۱۔ حضرت قاضی مولانا اطہر مبارکپوری  
سیرت ائمہ اربعہ

ادارہ اسلامیات، لاہور، پاکستان، ۱۹۹۰م

۱۰۲۔ حضرت مولان مفتی حماد اللہ وحید  
تاریخ الفقہ والفقہاء

زمزم پبلشرز، کراچی، پاکستان، ۲۰۰۷م

۱۰۳۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی  
درس ترمذی جلد اول

ترتیب: مولانا رشید اشرف سیفی

مکتبہ دارالعلوم کراچی، پاکستان، ۲۰۰۴م

۱۰۴۔ شیخ محمد ابو زہرہ

حیات حضرت امام ابوحنیفہ

ترجمہ: پروفیسر غلام احمد حدیری

ملک سنز، فیصل آباد، پاکستان، ۱۹۸۳م

۱۰۵۔ شیخ محمد ایوب الرشیدی

احناف حفاظ حدیث کی فن جرح و تعدیل میں خدمات

زمزم پبلشرز، کراچی، پاکستان، ۲۰۰۴م

## বাংলা

১০৬. চারি মাযহাব (সমস্যা ও সমাধান)  
খোন্দকার মাওলানা মোঃ বশির উদ্দিন (এম, এম)  
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮১
১০৭. হাদীস সংকলনের ইতিহাস  
মূল : মুফতী সাযিদ্দ আমীমুল ইহসান (১৯১১-১৯৭৪)  
অনুবাদ : মাওলানা শরীফ মোঃ ইউসুফ  
ইসলামী একাডেমী, ঢাকা  
প্রথম প্রকাশ : রবিউসসানী ১৪১১ নভেম্বর ১৯৯০
১০৮. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী  
হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস  
এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা  
আগস্ট ১৯৯২ (চতুর্থ মুদ্রণ)
১০৯. ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ)  
সাদেক শিবলী জামান  
রহমানিয়া লাইব্রেরী ঢাকা  
মার্চ- ১৯৯৯
১১০. মাযহাব মানব কেন?  
মুফতি মোঃ আবদুল্লাহ  
বাতিল প্রতিরোধ লাইব্রেরী ঢাকা  
জুন ১৯৯৯
১১১. ফাতাওয়া ও মাসাইল (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)  
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ  
ইফাবা-১৮৭৮/১  
২য় সংস্করণ  
জুন ২০০১

১১২. ইমাম আ'যম হযরত আবু হানিফা (রহঃ)  
 মূল : আল্লামা শিবলী নো'মানী (রহঃ)  
 অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ রাজি নো'মানী  
 এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা  
 প্রথম মুদ্রণ: জুলাই ২০০১
১১৩. হাদীস শাস্ত্র বিশারদ  
 ইমাম আবু হানীফা (র.)  
 মূল : মুহাম্মাদ নূর সুওয়াইদ  
 অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহ আল মা'রুফ  
 ইসলামিক ফাউন্ডেশন  
 ইফা ২৬০০, অক্টোবর ২০১২
১১৪. দুহাল ইসলাম (দ্বিতীয় খণ্ড)  
 মূল : ড. আহমাদ আমীন  
 অনুবাদ : মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ  
 ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ  
 ইফাবা-২০৬৩, মে ২০০২
১১৫. মুসনাদে ইমাম আযম  
 অনুবাদ : মুহাম্মদ সিরাজুল হক  
 ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ  
 ইফাবা-২০২৪, এপ্রিল ২০০২
১১৬. হাদীস সংগ্রহের ভ্রমণ কাহিনী  
 ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন  
 মোঃ জাহিদুল ইসলাম  
 এদারায়ে কুরআন-বাংলাবাজার, ঢাকা  
 নভেম্বর ২০০২
১১৭. হানাফীদের কয়েকটি জরুরী মাসায়েল  
 মাওলানা মোঃ আবু বকর সিদ্দীক  
 মদিনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা  
 ১ম প্রকাশ : ২০০২

১১৮. ইমাম আযম আবু হানীফা র.  
এ. এম. এম সিরাজুল ইসলাম  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ  
ইফাবা-২০১৯/১, ফেব্রুয়ারি ২০০৮
১১৯. ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ  
মূল : ড. মুস্তাফা সুবায়ী  
অনুবাদ : এ. এম এম সিরাজুল ইসলাম  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ  
ইফাবা-১৬২০/১, ফেব্রুয়ারি ২০০৮
১২০. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন  
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ  
ইফাবা-২২৫০, এপ্রিল ২০০৮
১২১. চার ইমামের জীবনকথা  
মূল: রঈস আহমদ জাফরী  
অনুবাদ: মোস্তাফা ওয়াহীদুজ্জামান  
খায়রুন প্রকাশনী ঢাকা, নভেম্বর ২০০৮
১২২. মাযহাব মানি কেন?  
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী  
মাকতবাতুল আবরার  
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা  
আগস্ট ২০০৮
১২৩. ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড)  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ  
ইফাবা-১৩২৫/২  
দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০০৫
১২৪. সীরাতে নু'মান  
মূল: মাওলানা শিবলী নু'মানী  
অনুবাদ মাওলানা আবদুল জব্বার সিদ্দিকী  
মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, আগস্ট ২০০৫



১২৫. ইমামুল মুহাদ্দিসীন  
মূল: মাওলানা হাকিম আফসার বাশাহ  
অনুবাদ: মাওলানা যায়েদ সালীমুল্লাহ  
নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী, ঢাকা  
জুমাদাল উলা ১৪২৭ হিজরী, মে ২০০৬

১২৬. হাদীস সংকলনের ইতিহাস  
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম  
খায়রুন প্রকাশনী ঢাকা  
১০ম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৭

১২৭. মাযহাব কি ও কেন  
মূল : মুফতি মাওলানা তাকী উসমানী  
অনুবাদ : আবু তাহের মেসবাহ  
মোহাম্মদী বুক হাউস, চকবাজার, ঢাকা  
(তারিখ বিহীন)

## ইংরেজী

128. **The kitab Al-Athar of Imam Abu Hanifah**  
The Narration of Imama Muhammad Ibn Al Hasan  
Ash-Shybbani.  
Translation: Abdassamad Clarke  
Published : Turath Publishing  
79 Mitcham Road, Tooting  
London SW 19 9PD  
1427/2006

129. **The Four Imams**  
Thier lives, Works and thier Schools of Thought  
Muhammad abu Zahra  
Translation : Aisha Bewley  
Dar Al Taqwa Ltd  
Baker Street. London NW1 6AE  
2001

**130. Fiqh al-Imam**

Key Proofs in Hanafi Fiqh

Abdur- Rahman Ibn Yusuf

White Thread Press

California USA

2007



**Al Habib Foundation**  
[www.alhabibfoundation.com](http://www.alhabibfoundation.com)